জাগরণ প্রকাশনীর অনন্য প্রকাশনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহ্‌লে ছুন্নত বনাম আহ্‌লে বিদ্‌আত

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

জাগরণ প্রকাশনীর প্রকাশনা গুলো সংগ্রহ করুন, পড়ুন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন-

০১। আহ্‌লে ছুন্নত বনাম আহ্‌লে বিদ্‌আত
- শেখ মুহাম্মদ আবদুল করিম সিরাজনগরী

০২। কোরআন সুন্নাহর আলোকে
ইসলামের মূলধারা ও বাতিল - ফিরকা
- কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফি

০৩। মুনাজাতের দলিল - আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.)
- অনুবাদ : সৈয়দ হাছান মুরাদ

০৪। আহকামুল ইসতিহসান (হাদিয়া গ্রহণ প্রসঙ্গ)
মূল-সৈয়দ রাহাতুল্লা নক্সবন্দী (রহ.) অনুবাদ- সৈয়দ আবু নওশাদ নঈমী

০৫। ফাতিহা কি ও কেন? - আল্লামা আহছানুল কাদেরী (ভারত)
-অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ হোছাইন

০৬। নেতৃত্বের সহজ পদ্ধতি?
- আবুল হোছাইন আল বশির

০৭। তাবলীগে রাসুল বনাম তাবলীগে ইলিয়াছি ?
- শেখ মুহাম্মদ আবদুল করিম সিরাজনগরী

০৮। সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় নারীর দায়িত্ব
- মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

০৯। নবীর পথে জীবন গড়ি
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১০। অনুপম জীবন গঠনে ছোটদের করণীয়
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১১। সুন্নীয়তের পথে
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১২। কর্মীরা কেন নিষ্ক্রিয় হয়?
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১৩। ছোটদের তৈয়্যব শাহ্ (রাঃ)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১৪। সুন্নীদের বন্ধু কারা?
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১৫। লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল ক্বদর
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

১৬। দাপ্তরিক শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

প্রকাশনায় ঃ
জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রাম
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

জাগরণ প্রকাশনীর প্রকাশনা গুলো সংগ্রহ করুন, পড়ুন ও অন্যকে উৎসাহিত করুন-

১৭। হাদায়েকে বকশিশ (উর্দূ নাত সংকলন)
- আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রহ.)

১৮। ইসলামী সংগীত
- কবি কাজী নজরুল ইসলাম

১৯। ইসলামী গজল সম্ভার
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২০। ইসলামী সংগীত ও সুন্নী জাগরণ
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২১। প্রাণ স্পন্দন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২২। মদিনার স্পৃহা (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৩। সোনার খনি (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৪। মদিনার গুঞ্জন
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৫। হেরার জ্যোতি (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৬। আলোকন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৭। উদ্দীপন (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

২৮। মদিনার জলওয়া (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- সৈয়দ হাসান মুরাদ

২৯। অনুরাগ (জনপ্রিয় ইসলামী গজল সংকলন)
- মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী

৩০। যিকরে মোস্তফা (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

৩১। মদিনার কলতান (জনপ্রিয় উর্দূ নাত সংকলন)
- সৈয়দ মুহাম্মদ আবু আজম

৩২। সেনা সংগীত
- বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা

প্রকাশনায় ঃ
জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রাম
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহ্‌লে ছুন্নত বনাম আহ্‌লে বিদ্‌আত

লেখক

বহুগ্রন্থ প্রণেতা, আনজুমানে ছালেকীনের প্রতিষ্ঠাতা, পীরে তরিকত, রাহনুমায়ে শরীয়ত
সুলতানুল মোনাজিরীন, উস্তাযুল উলামা মুহিউছছুন্নাহ হজরতুল আল্লামা

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ

সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসা
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

ফোন ঃ ০৮৬২৬-৮৬০১৮, মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩২৭৮৪৯, ০১৭১১-৩২৯৩৩৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশনায়

জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রাম

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

আহ্‌লে ছুন্নত বনাম আহ্‌লে বিদ্‌আত

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ ঃ জুলাই ২০০২ইং

২য় প্রকাশ ঃ ২৬ জানুয়ারী ২০১২ইং

সর্বস্বত্ব

লেখক ও প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

কৃতজ্ঞতায় ঃ

সিরাজনগর দরবার শরীফ

ডাক ঃ নারাইনছড়া, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

হাদিয়া ঃ দুইশত টাকা মাত্র

পরিবেশনায় ঃ

জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স

১৫৫ আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। লেখক পরিচিতি	৫
২। প্রারম্ভিকা	১৯
৩। আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের পরিচিতি	২৩
৪। আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিশেষ আক্বাঈদ	২৭
৫। নজদী ওহাবী ফিত্‌না	৩৫
৬। পাক ভারত উপমহাদেশে ওহাবী ফিত্‌নার অনুপ্রবেশ	৩৮
৭। দেওবন্দি আলেমগণ নজদী ওহাবী আক্বীদায় সমর্থক	৫০
৮। শয়তানের শিং সম্পর্কীত হাদীছ শরীফ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর বেলায় প্রযোজ্য	৫৪
৯। দেওবন্দী আলেমগণ ও তাকভীয়াতুল ঈমানের মধ্যকার সম্পর্ক	৬১
১০। হাদীছের অপব্যাখ্যায় ইছমাঈল দেহলভী মাহবুবে খোদাকে ভাই বলার দুঃসাহস	৬৫
১১। ইংরেজের দালালীতে ইছমাইল দেহলভীর ভূমিকা	৭৩
১২। মাহ্‌বুবে খোদার শানে দেওবন্দী চার নেতার জঘন্য উক্তি	৭৭
১৩। ইয়া নবী ছালামু আলাইকা বলা কি আসলেই অশুদ্ধ ?	৯৬
১৪। ছালামের বাক্যের পূর্বে সম্বোধনের বাক্য প্রয়োগের বিধান	১০২
১৫। শাগরিদ রাখে না মুর্শিদের খবর	১০৬
১৬। "ইয়া নবী ছালামু আলাইকা" বাক্যটি শুদ্ধ এবং শরীয়ত সম্মত	১০৯
১৭। প্রচলিত মীলাদ শরীফের নিয়ম পদ্ধতি ছাহাবায়ে কেরাম আউলিয়ায়েকেরাম, মুহাদ্দিছীন ও মুফাচ্ছিরীন থেকে প্রমাণিত	১১৯
১৮। ঈদে মীলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম উদ্‌যাপন ইছলামী শরীয়ত সম্মত	১২৯
১৯। ইলমে গায়েব প্রসঙ্গ	১৪৯
২০। আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াত এর দৃষ্টিতে ইল্‌মে গায়েব সম্পর্কিত আক্বীদার সারাংশ	১৭৫
২১। ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের আলোকে ইল্‌মে গায়েব	১৭৮
২২। আল্লাহর হাবীব হাজের ও নাজের	১৮৭
২৩। বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বনের মাছ্‌আলা	১৮৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪। খত্‌মে নবুয়ত ও কাদিয়ানী ফিত্‌না	১৯২
২৫। আ'লা হজরত পরিচিতি	২০০
২৬। সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসার ইতিকথা	২০৮
২৭। মাদ্রাসা ভবণ নির্মাণ ও দাতাগণের পরিচিতি	২১৭
২৮। পুস্তক প্রকাশক পরিচিতি	২১৯
২৯। সংগঠন পরিচিতি	২২৩
৩০। প্রাপ্তি স্থান	২৩৮

প্রাপ্তিস্থান

সিরাজনগর দরবার শরীফ
ডাক ঃ নারাইনছড়া, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩২৭৮৪৯, ০১৭১১-৩২৯৩৩৬

জাগরণ লাইব্রেরী
১৫৫ আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

গাউছিয়া বুকস্ হাউস
ইউনাইটেড শপিং সেন্টার, চৌমুহনী, শ্রীমঙ্গল।

মামুন রেজা লাইব্রেরী
ফায়ার সার্ভিস রোড, হবিগঞ্জ।
মোবাইল ঃ ০১৭১০-২২৬৫৮৮

গাউছুল আজম জামে মসজিদ
উত্তর শাহ্‌জাহানপুর, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৫৭৫১৬০

তৈয়্যবীয়া লাইব্রেরী/শাহ্ জালাল লাইব্রেরী
সুন্নীয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১১-৯৬৪০৯৯/০১৮১৪-৩৬৩৩৬৫

মুহাম্মদী কুতুব খানা, রেজভী কুতুব খানা
আল-মদিনা কুতুব খানা, মাকতাবায়ে আত্তারীয়া
শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

লিখক পরিচিতি

"আহলে ছুন্নত বনাম আহ্‌লে বিদ্‌আত" কিতাবের লিখক পীরে ত্বরীকত রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত সুলতানুল মোনাজিরীন, উস্তাযুল উলামা, হজরতুল আল্লামা আলহাজ্ব অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজ নগরী ছাহেব (মাঃজিঃআঃ)। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে ছুন্নী আন্দোলনে যে কয়জন মহান ব্যক্তিত্বের বিশেষ অবদান রয়েছে, তন্মধ্যে সিরাজ নগরী ছাহেব কিব্‌লা অন্যতম। শুধু ছুন্নী সমাজেই নয়, অনেক বাতেলের নিকটও তিনি আপন প্রতিভায় বিকশিত। যাঁর ক্ষুরধার লেখনী আর তেজস্বী বক্তব্যে অগণিত বিপথগামী মানুষ পেয়েছে ছুন্নীয়তের আলোক বর্তিকা, পেয়েছে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা।

জন্ম ঃ হজরত শাহ্ জালাল মুজাররদে এয়ামনি (রাঃ) ও তিনশো ষাট আউলিয়া স্মৃতি বিজড়িত পূণ্য ভূমি বৃহত্তর সিলেট (সিলেট বিভাগ)। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা আর চা বাগানের শোভাময় সৌন্দর্য্য মন্ডিত সারা সিলেটের (বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার) শ্রীমঙ্গল উপজেলার অন্তর্গত ছায়াঢাকা মায়াভরা, সবুজ-শ্যমলিকায় আচ্ছাদিত একটি নীরব পল্লী সিরাজনগর। ১৯৪৮ইং সালের ১লা জানুয়ারী সেই সিরাজনগর গ্রামে দ্বীনি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব কেবলা। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ ও মাতার নাম মরহুমা মোছাম্মৎ আজমতুন্নেছা।

ইলমে শরীয়ত ও ইলমে তাছাউফ ঃ রত্নগর্ভা জনক জননীর কোল ঘেষে নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর শায়েস্তাগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মেধা ও চরিত্রের মাধুর্যতার ফলে অতি অল্প দিনেই তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক মহোদয় ও সহপাঠীদের স্নেহ-ভালবাসা ও প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠেন। ১৯৬০ ইং সনে আলিম পাশ করেন। অতঃপর বরিশাল জেলার শর্ষিনা দারুচ্ছুন্নাহ আলীয়া মাদ্রাসায় চলে যান। আচার-ব্যবহার ও মেধা মননশীলতায় অল্প দিনেই তিনি সেখানেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ১৯৬৬ ইং সনে শর্ষিনা মাদ্রাসা থেকে ১ম বিভাগে (বৃত্তি পেয়ে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাজিল ও ১৯৬৮ ইং সনে কৃতিত্বের সহিত কামিল (হাদিছ) পাশ করেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপন করে তিনি শরীয়ত ও তরীক্বতের কামালিয়ত অর্জনের উদ্দেশ্যে মুর্শিদে বরহক, ইমামে রাব্বানী, শায়খুল ইছলাম, আল্লামা ছৈয়দ আবু নছর মোহাম্মদ আবিদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল মাদানী (রাঃ) এর নিকট ১৯৭০ ইং সনে বায়আতে রাছুল গ্রহণ করেন এবং তরবিয়াতুল মুহাদ্দেছীন প্রশিক্ষন ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেন। হুজুর কেবলার সান্নিধ্য থেকে ইলমে তাফসীর, ফেকাহ দর্শন মোনাজারা সহ শরীয়ত ও তরীক্বতের পূর্ণ ফুয়ুজাত লাভে ধন্য হন। অতঃপর সিলেটের প্রধান ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মুহাদ্দিছ ও সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা (রাঃ) এর নিকট থেকে ১৯৭৩ ইংরেজী সনে ইলমে ফেকাহ ও ফতোয়া প্রদানের এজাজত লাভ করেন।

শরীয়ত ও তরীক্বতের উচ্চতর জ্ঞান সমুদ্রে অবগাহন করতে তিনি গমন করেন হিন্দুস্তানের ছুন্নীয়তের প্রাণকেন্দ্র আ'লা হজরত, ইমামে আহ্লে ছুন্নত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লত আল্লামা ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্রাসায়ে মান্জারে ইছলাম' বেরেলী শরীফে। অত্র মাদ্রাসার শায়খুল হাদীছ আওলাদে রাছুল আল্লামা সৈয়দ আরিফ রেজভী নানপুরী ছাহেবের নিকট থেকে ২৯শে জানুয়ারী ১৯৮৬ ইংরেজী সনে ইলমে হাদীছের 'মুকাম্মাল সনদ' অর্জন করেন।

খেলাফত ঃ আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব ইলমে তরীকত ও মা'রিফতের উচ্চতর মাকাম হাছিলের পর মুর্শিদে বরহক, শায়খুল ইছলাম আল্লামা সৈয়দ আবিদ শাহ মুজাদ্দেদী আল মাদানী (রাঃ) থেকে ১৯৮৮ ইং সনে এবং বেরেলী শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আল্লামা ছোবহান রেজা খাঁন মুহতামীম জামেয়া মান্জারে ইসলাম বেরেলী শরীফ থেকে ২০ জমাদিউল আউয়াল ১৪২২ হিজরী সনে এবং আজমীর শরীফের গদ্দীনশীন আলহাজ্ব মাওলানা ছৈয়দ আহমদ আলী রেজভী খলীফা মুফতী আ'জম হিন্দ (রাঃ) থেকে ২৬ জমাদিউছ ছানী ১৪২২ হিজরী সনে। অতঃপর মাহবুবে এলাহী নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন ও অত্র দরবারের

খতিব মাওলানা ছৈয়দ ইছলাম উদ্দিন বোখারী ছাহেব থেকে ১৪১৫ হিজরী সনে। মুজাদ্দিদে আলফেছানীর দরবার শরীফের ছাজ্জাদানশীন ছৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াহ্ ইয়া মুজাদ্দেদী থেকে ৫ নভেম্বর ১৯৯৬ ইংরেজী সনে সকলের নিকট থেকে রায়আতে রাছুল করানোর ও তরীক্বতের তা'লীম দেওয়ার পূর্ণ এজাজত লাভ করেন।

কর্মজীবন ঃ আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব ১৯৬৯ ইং সনে মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবনের সূত্রপাত করেন এবং ১৯৭৫ ইং সন পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। একই সাথে তিনি মৌলভীবাজার দেওয়ানী মসজিদের খতিবের দায়িত্বও পালন করেন।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ বিদ্যোৎসাহী ও প্রাজ্ঞ ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব (মোঃ জিঃ আঃ) ১.৩. ১৯৭৬ ইং ২.২০ একর পৈত্রিক জমি ওয়াক্ফের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন আজকের সনামধন্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসা এবং এ সমসাময়িক কালে ১৯৭৬ ইং সনে সিরাজনগরী ছাহেব ও তাঁর পূর্ণ্যবতী গর্বিতা সহ ধর্মীনী সৈয়দা তৈয়্যবা খাতুন এর যৌথ ০.৬০ একর জমি ওয়াক্ফের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন গাউছিয়া খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা, শুধু তাই নয় শিক্ষার প্রতি প্রবল আকর্ষনের জন্য তিনি কাকিয়া বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ০.৩৩ একর ভূমি উৎসর্গ করেন। অক্লান্ত শ্রম ও পরিশীলিত মেধার পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন বৃত্তি মূলক শিক্ষার জন্য কারিগরী প্রশিক্ষন কমপ্লেক্স। পবিত্র কোরআনে করীম ছহীহ ও সহজে শেখার জন্য সিরাজনগর দরবার শরীফকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা করেন "গাউছিয়া দারুল কেরাত" প্রতিষ্ঠান এবং কোরআনে পাক হেফজ করার জন্য দেওয়ানীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা। তাছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষক ও আলেমদের জন্য তার যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন ওলামা ট্রেনিং কোর্স।

একজন সুসামাজিক মানুষ হিসাবে সমাজে তাঁর সরব পদচারনা রয়েছে সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট সহ অবকাঠামোগত সকল কাজেই তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাহাছ ঃ ছুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠায় আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেবের অবদান অবিস্মরণীয় গৌরবময়। বাতিল মতবাদীদের সাথে শুরু হয় তাঁর বিতর্ক বাহাছ ও মোনাজারা। প্রতিটি বাহাছ, মোনাজারায় তিনি তাঁর দাবীর স্বপক্ষে রায় ও জনমত লাভ করতে সক্ষম হন। বাতিল মতাবলম্বীদের নিকট হয়ে উঠেন এক মহা আতঙ্ক। তারা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য, সত্যের কাছে মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এ পর্যায়ে সিন্দুর খান বাজারের বাহাছ, কর্মধার বাহাছ, ইমাম বাড়ীর বাহাছ, রাজনগরের বাহাছ ও সাতাইহালের বাহাছ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এখানে দু'টি বাহাছের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

সিন্দুর খাঁন ঃ ১৯৭৪ ইং ৪ঠা এপ্রিল মোতাবিক ৮ই বৈশাখ ১৩৮১ বাংলা রোজ সোমবার শ্রীমঙ্গল থানাধীন সিন্দুর খাঁন জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে নব আবিস্কৃত স্বপ্নে প্রাপ্ত ছয় উছুলী তবলীগ সমর্থকদের সাথে হুজুর কেব্লার একটি বাহাছ (বিতর্ক) হয়। বাহাছে আহ্লে ছুন্নাতের পক্ষে ছিলেন-

(১) আল্লামা অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী ছাহেব।
(২) মরহুম মাওলানা ওমর আলী ছাহেব (ফাজিলে দেওবন্দ) , মৌলভীবাজার।

অপরদিকে নব আবিস্কৃত ছয় উছুলী ইলিয়াছী তাবলীগি জমায়াতের পক্ষে ছিলেন -

(১) মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেব শায়েখ বরুনী।
(২) মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব দিগলবাগী, (হবিগঞ্জ)।

বাহাছে সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন, এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বি মৌঃ মোহাম্মদ ছবর উল্লাহ সাহেব মরহুম। বাহাছে আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব কেবলার সহিত তাবলীগি জমায়াতের আলেমগণ সঠিক দলীলের মাধ্যমে টিকতে না পেরে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সভাস্থল থেকে চলে যেতে বাধ্য হন। অবশেষে সভাপতি সাহেব লিখিত ঘোষণা দিলেন ঃ

অদ্যকার বাহাছ বা বিতর্ক সভার দ্বারা আমরা পরিস্কারভাবে বুঝতে পারলাম যে, বর্তমান প্রচলিত তবলীগি জমায়াতের পক্ষ সমর্থনকারী উলামাগণ জওয়ার দিতে না পেরে সভাস্থল হতে চলে গেলেন। (সভাপতি অত্র বাহাছ)

কর্মধা বাহাছের সূচনা ঃ সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল থানাধীন ভৈরবগঞ্জ বাজার ৫নং কালাপুর ইউনিয়ন অফিসে ৭ই পৌষ ১৩৮২ বাংলা এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগে ছুন্নী ওহাবী আক্বীদা নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সিরাজনগরী ছাহেব ওহাবীদের ১৪টি বাতিল আক্বীদা লিখিত ভাবে পেশ করেন। এ সময় ছুন্নী জমায়াতের পক্ষে যিনি বলিষ্ট ভূমিকা রাখেন তিনি হলেন নয়ানশ্রী গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল গনি ছাহেব, উনার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগীতা করেন মরহুম হাজী মনোহর আলী (চেয়ারম্যান), মরহুম মুনছুর আলী (ভাইস-চেয়ারম্যান) ও মোহাম্মদ মছদ্দর আলী (মেম্বার) লামা লামুয়া।

এ আলোচনা সভার সূত্রপাত নিয়েই ঐ ১৪টি বাতিল আক্বীদার উপর পরবর্তীতে ১৯৭৬ ইং সনের ১২ ফেব্রুয়ারী মোতাবিক ২৯শে মাঘ রোজ বৃহস্পতিবার কুলাউড়া থানার ১৩ নং কর্মধা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী সাহেবের ব্যবস্থাপনায় ইলিয়াছি তবলীগের সাথে আরেকটি বাহাছ অনুষ্ঠিত হয়। বাহাছে আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের পক্ষে মুনাজির ছিলেন আল্লামা অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী ছাহেব এবং সাহায্যকারী (১) মুফতী আবু তাহের হেছামী, কুমিল্লা (২) আল্লামা খাজা আজিজুল বারী সাহেব (বড়ফেছী, জগন্নাথপুর) (৩) মরহুম মাওলানা আব্দুল মজিদ খাঁন মীর্জানগরী।

ছুন্নী উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে ছিলেন শায়খুল ইছলাম আল্লামা ছৈয়দ আবিদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল মাদানী (রাঃ)।

অপরদিকে ইলিয়াছী তবলীগি জমায়াতের পক্ষে মোনাজির ছিলেন মুফতী আব্দুল হান্নান ছাহেব, দিনারপুরী এবং সাহায্যকারী

(১) মাওলানা আব্দুল বারি সাহেব, প্রিন্সিপাল তালশহর আলীয়া মাদ্রাসা, (২) মুফতী রহমত উল্লাহ্ সাহেব, (৩) মাওলানা ইব্রাহিম আলী সাহেব। ইলিয়াছি তাবলীগ জমায়াতের তত্বাবধানে ছিলেন কর্মধা মাদ্রাসার শিক্ষক মন্ডলী।

আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের পক্ষে সালিশ ছিলেন- (১) আলেমকুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিরমনি হজরতুল আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা সাহেব (রঃ) তুড়খলী, (২) মরহুম মাওলানা মোহম্মদ ওমর আলী ছাহেব মৌলভীবাজার।

অপরদিকে ইলিয়াছি তাবলীগি জমায়াতের পক্ষে সালিশ ছিলেন- (১) মাওলানা আব্দুন নূর সাহেব ইন্দেশ্বরী (২) মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলী সাহেব।

এ বাহাছে মাওলানা ফজলুল করিম সাহেব (কুলাউড়া), মাওলানা হাফিজ তালিব উদ্দিন সাহেব (উলুকান্দি, নবীগঞ্জ) ও মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (ইমামবাড়ী, নবীগঞ্জ) আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেবের সংগে ছিলেন। তারা সবাই তখন ছাত্র ছিলেন।

উক্ত বাহাছে হুজুর কিবলা আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেবের দাবী ছিল সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মলফুজাত মৌলভী ইছলাঈল দেহলভীর লিখিত "ছিরাতে মুসতাকীম" কিতাবের উক্তি "নামাজের মধ্যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর খেয়াল গরু গাধার খেয়াল অপেক্ষা আরও খারাপ" (নাউজুবিল্লাহ) উক্ত আক্বীদা বাতিল।

বাহাছে হুজুর কেবলা আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেবের দাবী সত্য বলে রায় দেওয়া হয়। নিম্নে রায় নামা প্রদত্ত হলো ঃ

"ছিরাতুল মুস্তাকীম" নামক কিতাবে নামাজের মধ্যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর খেয়াল গরু, গাধার খেয়াল অপেক্ষা আরও খারাপ এই কথাটি নেহায়ত খারাপ এবং দোষণীয়। কিতাবের লিখক যেই হউক না কেন সে দোষি এবং কিতাবও দোষী। এই কথাটি যাহার দ্বারাই লিখা হইয়াছে তিনি দোষী বটে এবং দায়ী বটে।"

বাহাছের বিচারক মন্ডলীর পক্ষে-

স্বাক্ষর মোহাম্মদ আব্দুল মন্নান
ইমাম, রবির বাজার জামে মসজিদ
১২/২/৭৬ ইং

আব্দুল ওয়াহিদ
১২/২/৭৬ ইং

উল্লেখ্য যে, উপরোল্লেখিত দুইটি বাহাছ সম্পর্কে জানতে হলে " সিন্দুর খাঁন বাজারের বাহাছ ও কর্মধার বাহাছ" নামক পুস্তকদ্বয় পাঠ করুন।

আল্লাহ পাক যাকে দ্বীনের খেদমতের জন্য কবুল করেন, তাকে এমনি ভাবেই ধাপে ধাপে গড়ে তুলেন। দ্বীনের তথা ছুন্নীয়তের খেদমত করার জন্য যে কর্মনিষ্ঠ প্রাণের প্রয়োজন, সেই প্রাণ আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেবের ছাত্র অবস্থাতেই গড়ে নিয়েছিলেন।

১৯৬৭ ইং সালে শর্ষিণা আলীয়া মাদ্রাসায় 'আহ্‌লে ছুন্নত অল্ জমাত' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি শর্ষিণা আলীয়া মাদ্রাসার কামিল ক্লাসের ছাত্র অবস্থাতেই তিনি এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য হিসাবে ছুন্নীয়তের খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন। দু'বৎসর পরে শর্ষিণার সেই সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়।

১৯৭৩ ইং সালে শাইখুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আবিদ শাহ মুজাদ্দেদী আল মাদানীর নেতৃত্বে "আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াত বাংলাদেশ" নামে একটি ধর্মীয় সংস্থা গঠন করা হয়। এটিই স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ছুন্নী সংগঠন। আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব উক্ত সংস্থার কেন্দ্রীয় সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ ইং সালে উক্ত সংস্থার সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ১৯৭৭ ইং সালে সহ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

এ সময়ে আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব ক্বিবলার সাথে যারা এদেশে ছুন্নী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েক জনের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মুহাদ্দিছ ও সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আল্লামা হরমুজ উল্লাহ্ শায়দা সাহেব (রঃ) তুড়খলী। চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদীয়া ছুন্নীয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদীছ আল্লামা ফজলুল করিম নকশেন্দী (রঃ)। আল্লামা কাজী নূরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব চট্টগ্রাম। মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল হক ছাহেব (রঃ) ওয়ারোক হাজীগঞ্জ। আল্লামা আব্দুল করিম নঈমী ছাহেব, প্রিন্সিপাল মুলফতগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা শরীয়তপুর, ফরিদপুর। আল্লামা আকবর আলী রেজভী ছাহেব নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ। আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ আব্দুল জলিল ছাহেব, ঢাকা। শায়খুল হাদীছ আল্লামা মুফতী ওবায়দুল হক নঈমী ছাহেব, চট্টগ্রাম। আল্লামা অধ্যক্ষ জালাল উদ্দিন আল-কাদেরী ছাহেব, জামেয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহমদীয়া ছুন্নীয়া চট্টগ্রাম। আল্লামা আব্দুল বারী জেহাদী ছাহেব, লাকসাম কুমিল্লা। আল্লামা আয়ুব আলী আজমী ছাহেব (রঃ) চট্টগ্রাম। আল্লামা হাফেজ মঈনুল ইসলাম ছাহেব (রঃ) ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা। মাওলানা উমর আলী ছাহেব (রঃ) মৌলভীবাজার। মাওলানা খাজা আজিজুল বারী ছাহেব, বড়ফেছী জগন্নাথপুর। মাওলানা শামছুদ্দিন আখঞ্জী ছাহেব (রঃ) আমোরোড, চুনারুঘাট। আল্লামা মুফতী গিয়াসউদ্দিন সাহেব দিনারপুর সিলেট। মাওলানা মঈনুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব, চুনারুঘাট। মৌঃ আব্দুল মতিন সাহেব আউশকান্দি, নবীগঞ্জ। মাওলানা ফজলুল করিম সাহেব, কুলাউড়া। মাওলানা হাফেজ তালিব উদ্দিন সাহেব, আউশকান্দি, নবীগঞ্জ। হাফেজ আবুল কালাম আজাদ সাহেব, বাবরকপুর, বালাগঞ্জ। মাওলানা আব্দুল মুহিত সাহেব, ইমাম পৌরসভা মসজিদ, হবিগঞ্জ। মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব, ইমামবাড়ী, নবীগঞ্জ। মরহুম মাওলানা আব্দুল লতিফ রহমতাবাদ, চুনারুঘাট। হাফেজ মিছবাহ উদ্দিন সাহেব, শমশের নগর। মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেব, রাজাপুর, শ্রীমঙ্গল। মরহুম মাওলানা ছুফিয়ান ছিদ্দিকী (রঃ) জৈনপুরী। মাওলানা সৈয়দ মুখতার আহমদ পীর ছাহেব, গাজীপুর, শ্রীমঙ্গল। মাওলানা বাকী বিল্লাহ্ সাহেব, নারায়নগঞ্জ। মাওলানা আবু ইউছুফ সাহেব, সিরাজনগর। মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহমান লেবুমিয়া মল্লিক শরাই মৌলভীবাজার। আলহাজ্ব মৌলভী আব্দুছ ছাত্তার সাহেব, শানখলা, চুনারুঘাট। সৈয়দ মুহিউদ্দিন (চুনুমিয়া) সাহেব, ফকিরাবাদ,হবিগঞ্জ। আলহাজ্ব মোহম্মদ আব্দুল মতিন, বেগমপুর, বালাগঞ্জ। মরহুম মাষ্টার শেখ শামছুল হক সাহেব, চুনারুঘাট। ডাঃ এম.এ. ওয়াহিদ (মোস্তফা মিয়া) রামশ্রী, চুনারুঘাট। মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল মুছাব্বির, বাবরকপুর, বালাগঞ্জ। মাওলানা নজির উদ্দিন সাহেব সিরাজনগর। মরহুম মাষ্টার সৈয়দ আহমদ আলী, চুনারুঘাট। মোহাম্মদ জাহির মিয়া রেজভী, আসামপাড়া, চুনারুঘাট। মরহুম মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেব, শানখলা মাদ্রাসা। মোহাম্মদ মছদ্দর আলী সাহেব লামালামুয়া শ্রীমঙ্গল। মোহম্মদ নুরুল ইসলাম খাঁন সিরাজনগর, শ্রীমঙ্গল। মোহম্মদ আব্দুল হেকীম মেম্বার, সিরাজনগর। শাহ্ মঈনুল ইসলাম, সিরাজনগর। মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, রাজাপুর, শ্রীমঙ্গল। মরহুম মাষ্টার

মুছা কলিমুল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ। মোহাম্মদ ছুরুক মিয়াা উত্তর মুলাইম, মৌলভীবাজার। মরহুম মাওলানা আব্দুল কাদের (ভবানী হুজুর) বাহুবল। মাওলানা আবুল কাসেম রেজভী, কিশোরগঞ্জ। মাওলানা ফজলুল হক ভুগলী, বাহুবল। ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মৌলভীবাজার। মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান (বাদশামিয়া), মৌলভীবাজার। মোহাম্মদ ফারুকুজ্জামান, রাজনগর। মোহাম্মদ শামছুল আলম কন্ট্রাকটার। মোহাম্মদ আব্দুছ ছোবহান একলিম মিয়া। আলহাজ্ব মরহুম আব্দুল ওয়াহিদ বড়হাট। হাফেজ আবুল হোসেন সাহেব, মৌলভীবাজার। মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, বড়ফেছী, জগন্নাথপুর। মরহুম মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাঘা ছিদ্দিকী, পশ্চিমবাগ, বানীয়াচং। মরহুম মাওলানা সৈয়দ একছিরুজ্জামান, শংকরপুরী, বাহুবল। পীরে ত্বরীকত মরহুম মাওলানা বশিরগোল পেশোয়ারী, নরসিংদী, ঢাকা। মরহুম সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী সিরাজনগর। মরহুম বেনুমিয়া শাহবন্দর। মরহুম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মিয়া বালীয়ারবাগ। ইঞ্জিনিয়ার নাজির আহমদ চৌধুরী, পূর্বশা আ/এ শ্রীমঙ্গল। ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম আল মুখতারী, রাজশাহী। মাওলানা শাহ্ সাইদ আহমদ পীর সাহেব, কেল্লাবন্দ, রংপুর। গাজী আব্দুল ওয়াহিদ, কুমিল্লা। অধ্যক্ষ আল্লামা আলী হোসাইন সাহেব, কুমিল্লা। মাওলানা আবু তাহের হেচ্ছামী সাহেব, কুমিল্লা। হাজী কালা মিয়া সাহেব,বি-বাড়ীয়া। আলহাজ্ব ফাত্তাহ আহমদ চৌধুরী, শ্রীমঙ্গল। ছুফী গোলাম জিলানী কাদেরী, সৈয়দপুর। মাওলানা হারিছুর রহমান আনোয়ারী সাহেব, মাদারটেক, ঢাকা। অধ্যক্ষ আল্লামা জাফর আহমদ ছিদ্দিকী (রঃ) চট্টগ্রাম। মৌলভী মোহম্মদ আব্দুল হান্নান মীরপুর, হবিগঞ্জ। আলহাজ্ব আব্দুছ ছালাম মাষ্টার মীরপুর। আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুছ ছাত্তার, অধ্যক্ষ নামাজগড় গাউছুল আজম আলীয়া মাদ্রাসা,নওগাঁ। মুফতী উবায়দুল মোস্তফা, বি-বাড়ীয়া। মরহুম হাজী আব্দুল মন্নাফ ও মোহাম্মদ আনিছ মিয়া। মরহুম হাজী আছকির মিয়া উলুকান্দি, চুনারুঘাট। পীরে ত্বরীকত মাওলানা ছাদ উল্লাহ সাহেব, রাঙ্গার গাও, হবিগঞ্জ। মরহুম ছুরুক মিয়া সাহেব পূর্ব আশিদ্রোন, শ্রীমঙ্গল।

এছাড়া আরো বহু ছুন্নী উলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। সকলের নাম এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হল না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লেখিত উলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের মাষ্টার মুছা কলিমুল্লাহ (রঃ) টান বাজার পার্ক, (নোয়াখালী বস্ত্রালয়) এর অবদান স্মরণযোগ্য। তিনি তাঁর জান মাল সর্বস্ব দিয়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুন্নীয়তের ডাক পৌছিয়ে দিয়েছেন। ছুন্নী উলামায়ে কেরামদের বই পুস্তক পত্র পত্রিকা লিফলেট ইত্যাদি নিজ খরচে ছাপিয়ে বিনা মূল্যে বিতরণ করেছেন। আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেবের লিখিত আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের পরিচয় ও খারেজীদের ইতিকথা নামক দু'টি পুস্তক বিপুল অর্থ ব্যয় করে প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন। এ আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি একাধিক বার জেল জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন। আমরা তাদের কাছে চিরঋণী।

এ আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার জন্য ওহাবী নজদী পন্থীরা যখন আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে তখন তারা ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে বিভিন্ন থানায় ও কোর্টে ছুন্নী উলামায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

১৯৭৮ ইং সনে সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট ১০৭ ধারায় ১০ জন ছুন্নী উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে সেই মামলা করা হয়েছিল তাতে আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব ছিলেন প্রধান আসামী।

তাদের দরখাস্তে উল্লেখিত নামের তালিকা ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) আল্লামা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী, (২) আল্লামা হরমুজ উল্লাহ্ শায়দা সাহেব (রঃ) তুরখলী, (৩) মুফতী গিয়াস উদ্দিন সাহেব দিনারপুরী, (৪) অধ্যক্ষ ইছহাক আহমদ সাহেব, বিশ্বনাথ, (৫) আল্লামা আব্দুল লতিফ ছাহেব ফুলতলী, (৬) মাওলানা আব্দুল মতিন কাদেরী ছাহেব, হবিগঞ্জ, (৭) আল্লামা সৈয়দ আবিদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আলমদনী (রাঃ) হাজিগঞ্জ, (৮) আল্লামা আকবর আলী রেজভী ছাহেব, নেত্রকোনা, (৯) আল্লামা ফজলুল করিম নক্‌শেবন্দী (রাঃ) চট্টগ্রাম, (১০) আল্লামা খাজা আজিজুল বারী ছাহেব, বড়ফেছী, জগন্নাথপুর।

ওহাবী ও নজদী পন্থী আলেম যারা এই ষড়যন্ত্র মূলক মামলা দায়ের করেছিল তাদের নাম নিম্নরূপ-

(১) মুফতী আব্দুল হান্নান, দিনারপুরী, (২) মাওলানা এমদাদুল হক, রায়ধর, হবিগঞ্জ, (৩) মাওলানা রহমত উল্লাহ্ কানাইঘাট, (৪) মাওলানা ফজলুর রহমান, নবীগঞ্জ, (৫) মাওলানা তৈয়ব আলী।

উক্ত মামলায় তৎকালীন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আইনগত কোন ব্যবস্থা না নিয়ে ষড়যন্ত্র মূলকভাবে উভয় পক্ষের আলেমদেরকে ডেকে তার খাছ কামরায় নিয়ে যান। সেখানে উভয় পক্ষের উপস্থিতি স্বাক্ষর রাখা হয়। কিন্তু পরদিন এই স্বাক্ষরকে একতরফাভাবে ছুন্নী উলামায়ে কেরামদের (বনসই) অঙ্গীকার নামে প্রচার করা হয়। ছুন্নী উলামায়ে কেরাম সঙ্গে সঙ্গে আপিলের মাধ্যমে সেই ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেন এবং ছুন্নী আন্দোলনকে আরো জোরদার করেন। এ ক্ষেত্রে আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব কিবলার ভূমিকা প্রনিধানযোগ্য।

সংগঠন ঃ ছুন্নী মতাদর্শ মুছলিম ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ১৯৭৭ ইং সালে আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব, বাংলাদেশ ছুন্নী ছাত্র পরিষদ গঠন করেন। আমাদের জানামতে বাংলাদেশে ইহাই ছিল প্রথম ছুন্নী ছাত্র সংগঠন। বিপুল সংখ্যক ছাত্র জনতা এর পতাকা তলে জমায়েত হয়েছিল। একই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ১৯৮০ইং সালের ২১ জানুয়ারী জন্মলাভ করে আরেকটি ছাত্র সংগঠন যার নাম "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা।" ১৯৮২ইং সালে ইসলামী ছাত্রসেনার প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আব্দুল মন্নান সাহেবসহ সেনার কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সিরাজনগরী ছাহেবের নিকট আসেন এবং ছাত্রসেনাকে ছুন্নীয়ত প্রচারে সাহায্যের অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাদের সাথে বহু আলাপ আলোচনার পর সিরাজনগরী সাহেব ছাত্র পরিষদের সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষনা দিয়ে ছাত্র পরিষদের সকল নেতা ও কর্মীগণকে আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের আদর্শে কায়েম থাকার শর্তে ইসলামী ছাত্রসেনায় যোগদান করার পরামর্শ দেন।

১৯৮৩ ইং সালে আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের পূর্ণ আক্বীদায় বিশ্বাসী সকল উলামায়ে কেরাম ও সচেতন ছুন্নী কর্মীগণকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন 'আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াত উলামা সংসদ বাংলাদেশ'

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামে একটি ছুন্নী উলামা সংগঠন। সর্বসম্মতি ক্রমে সিরাজনগরী ছাহেব সংগঠনের সভাপতি মনোনীত হন।

বিদেশ গমন ঃ ১৯৮৭ ইংরেজী রমজান শরীফে লন্ডন প্রবাসী আলহাজ্ব মোহাম্মদ বক্শী সোলায়মান ছাহেব সিরাজনগর মাদ্রাসায় আসেন এবং ছুন্নীয়ত প্রচার প্রসারে এই মাদ্রাসার অবদান ও কার্যক্রম দেখে বড়ই খুশী হন। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছুন্নীয়ত প্রচারের জন্য হুজুর কেবলাকে লন্ডন যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি নিজেই স্পনসার দিবেন বলে ওয়াদা করেন। অতঃপর ১৯৮৮ ইং সালে আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াত ছুন্নী মিশন ইউ.কে এন্ড আয়ারল্যান্ড এর উদ্যোগে আলহাজ্ব মোহাম্মদ নজিরুদ্দিন ছাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ ফজলুল করিম ছাহেব, মাওলানা আজিমুদ্দিন ছাহেব, মোহাম্মদ আহাদ মিয়া, মোহাম্মদ আনছার মিয়া, আলহাজ্ব সৈয়দ আব্দুর রউফ, আলহাজ্ব আব্দুল মন্নাফ, মোহাম্মদ মাশুক আলী, মোহাম্মদ আনোয়ার মিয়া ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরের সুধীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত বার্মিংহাম সেন্ট্রাল মসজিদে আন্তর্জাতিক ঈদে মীলাদুন্নবী (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কনফারেন্সে সিরাজনগরী ছাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদীয়া ছুন্নীয়া আলীয়ার প্রিন্সিপাল ও জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদের খতিব আল্লামা জালালুদ্দিন আল কাদেরী সাহেব ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পুন্ন বক্তা আল্লামা আব্দুল বারী জেহাদী সাহেব।

কনফারেন্স সমাপ্তির পর প্রায় তিন মাস যুক্তরাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে ছুন্নীয়ত প্রতিষ্টার কাজে অতিবাহিত করেন। বহুত্যাগ তিতিক্ষা, পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সেখানে "আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াত উলামা সংসদ ইউ.কে. এন্ড আয়ারল্যান্ড," শাখা গঠন করেন। সবার একান্ত অনুরোধে সিরাজনগরী ছাহেব উক্ত শাখার পৃষ্ঠপোষক (পেট্রন) এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে একাধিক বার উক্ত সংগঠনের আমন্ত্রণে তিনি যুক্তরাজ্যে সাংগঠনিক সফর করেন।

সমাজে ছুন্নী মতাদর্শে বিশ্বাসী শরীয়ত ও ত্বরীকতের আমলকারী তথা অধ্যাত্মিক এবং জাগতিক চর্চায় নিবেদিত প্রাণ একদল মুখলিছ লোকের

অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায়, তা পূরনের নিমিত্তে তিনি ১৪১৪ হিজরী ১লা রবিউল আউয়াল মোতাবিক ২০শে আগষ্ট ১৯৯৩ ইং সালে সিরাজনগর দরবার শরীফকে কেন্দ্র করে বায়আতে রাছুল গ্রহণকারী লোকের সমন্বয়ে 'আনজুমানে ছালেকীন বাংলাদেশ' নামে একটি ত্বরীকত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্র সমাজের যারা 'বায়আতে রাছুল' গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে নিয়ে একই উদ্দেশ্যে 'তালাবায়ে ছালেকীন' নামে আঞ্জুমানে ছালেকীনের একটি অঙ্গ সংগঠনও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক, যোগ্য নেতৃত্বের ফলে ছুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট' এর প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসাবে ২০০২ ইং সন থেকে দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৯৯ ইং সনের ২রা অক্টোবর যুক্তরাজ্যে বায়আতে রাছুল গ্রহণকারী ত্বরীকত পন্থীদেরকে নিয়ে আনজুমানে ছালেকীন ইউ.কে. কমিটি গঠন করেন এবং সেখান কার ছাত্র যুব সমাজকে ইসলামের সঠিক রূপরেখা তথা আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জমায়াতের মতাদর্শ ভিত্তিক সমাজ কায়েম করার লক্ষ্যে হুজুর কেবলার সুযোগ্য বড় ছাহেব জাদা মাওলানা মুফতী শেখ শিব্বির আহমদকে পেট্রন করে "ইয়ং ছুন্নী মিশন ইউ.কে. " নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছুন্নীয়তের আর্দশে ইংরেজী ভাষা-ভাষী সবাইকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ইংরেজী ভাষায় রচনা করেন "The Light of Islam" ইতি মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বইটি সমাদৃত হয়েছে। ১৯৮৫ইং সনে সর্বস্তরের মুছলমানদের বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওত শিক্ষা দানের নিমিত্ত তিনি গাউছিয়া দারুল কেরাত সিরাজনগর কমেপ্লক্স প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২০০২ ইং সনে ৭ই ডিসেম্বর মোতাবিক ১০ইং রমজানুল মোবারক গাউছিয়া করিমিয়া ক্বারী কমিটি গঠন করা হয় এবং হুজুর কেবলার মেঝু ছাহেব জাদা মাওলানা শেখ জাবির আহমদ সর্ব সম্মতিক্রমে উক্ত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব একাধিক বার পবিত্র হজ্ব, ওমরা ও জিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা সম্পন্ন করেছেন। তাছাড়া তিনি আজমীর, ছিরহিন্দ শরীফ, দিল্লির নিজাম উদ্দিন আওলিয়ার দরবার শরীফ, বেরেলী শরীফ সহ বিভিন্ন মাজার শরীফ জিয়ারত করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখা লেখি ঃ আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াত এর আদর্শ প্রচার প্রসার ও বাতিল পন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদের দাত ভাঙ্গা জবাব দিতে গিয়ে তিনি বীর মুজাহিদের ন্যায় কলম ধরেছেন। কোরআন-ছুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াছ তথা ছলফে ছালেহীনদের মতাদর্শকে বিশ্লেষণ করে ইছলামের সঠিক পথ নির্ণয় করতে লিখেছেন বহু পুস্তক। যে সব পুস্তকের রদ বা পাল্টা জবাব দেবার সাহস অদ্যাবধি বাতিল পন্থীদের কাহারও হয় নাই। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহের মধ্যে রয়েছে-

১. আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জমায়াতের পরিচয়, ২. হাকীকতে মীলাদ বা মীলাদ শরীফের মূলতত্ব, ৩. কোরআন ছুন্নাহর দৃষ্টিতে হাজের ও নাজের, ৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে পীর মুরিদী, ৫. ওহাবীদের মূল খারেজীদের ইতিকথা, ৬. মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা? ৭. আ'মালুল মুছলেমীন, ৮. আল-মুনতাখাবুত্ তাজবীদ, ৯. তাফছীরাতে আছরারুল কোরআন, ১০. তাশরীহুল আহাদীছ, ১১. রোজার মাছাঈল, ১২. একনজরে হজ্ব, উমরা ও জিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা, ১৩. ওহাবী ও ইলিয়াছী তাবলীগ জমায়াতের গোপন কথা, ১৪. আহ্‌লে ছুন্নত বনাম আহ্‌লে বিদআত। এছাড়া আরও বহু লিখিত বই ও পান্ডলিপি রয়েছে।

পরিশেষে আসনু! আমরা সকলে মিলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ছুন্নীয়তের এ বীর সিপাহশালার আল্লামা সিরাজনগরী ছাহেব কিবলার হায়াত দরাজ, সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও তাঁর সমৃদ্ধি কামনা করি। আমরা যেন তাঁর দ্বারা আরো ফয়জিয়াব হতে পারি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন সে তৌফিক দান করেন। আমীন ॥

সংকলনে

উপাধ্যক্ষ মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম আল-কাদেরী

ও

মোহাম্মদ রহমত আলী (এম.এ.বি.এড) ১২/০৬/০২ ইং

প্রারম্ভিকা

সম্প্রতি মুফতী তালিব উদ্দীন আহমদ কর্তৃক সংকলিত জনাব নূর উদ্দীন গওহর পুরী ছাহেব ও মুফতী নূরুল্লাহ ছাহেব (বি,বাড়ীয়া) কর্তৃক প্রশংসা সূচক অভিমত সম্বলিত "কুরআন, হাদীস, ফেকাহ ও আরবী গ্রামারের দৃষ্টিতে ইয়া নবী সালাম আলাইকা (নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের বিরুদ্ধে লিখিত পুস্তিকার জবাব) নামক একটা পুস্তক বাজারে বের হয়েছে।

এতে একদিকে কুরআন, ছুন্নাহ, ফেকাহ ও আরবী গ্রামারের ভুল ব্যাখা দিয়ে প্রকৃত অর্থকে বিকৃতকরে নিজের কুমতলব হাছিল করা হয়েছে। অপরদিকে নজদী ওহাবী ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহকে অতি চতুরতার সাথে বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে। তাছাড়া আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের পরিপন্থী বাতিল আক্বীদা সমূহ প্রসারের মানসে আরবী গ্রামারের মনগড়া ব্যাখ্যা করে পবিত্র মীলাদ মাহফিলে মাহ্‌বুবে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর পঠিত ছালাম যেমন-

يَا نَبِيَّ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَارَسُوْل سَلَامٌ عَلَيْكَ

يَا حَبِيْب سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْكَ -

পাঠ করাকে না জায়েজ ও ভুল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।

আরবী গ্রামারের নাকেরা ও মারেফা প্রসঙ্গ টেনে সুপরিচিত ও অপরিচত এর ধূয়া তুলে কতকগুলো উদ্ভট যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, বিগত ২৭/১০/১৯৯৯ ইং তারিখে গোলাপগঞ্জ থানার বাটুলগঞ্জ মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত মাহ্‌ফিলে মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব পবিত্র কোরআন ছুন্নাহ্‌র অপব্যাখ্যা করতঃ পবিত্র মীলাদ মাহ্‌ফিলে পঠিত ছালাত ও ছালাম পাঠ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেন। উক্ত মাহ্‌ফিলে তার প্রদত্ত এ ভ্রান্ত বক্তব্য শুনে স্থানীয় ছুন্নী মুছলমানদের নিকট তার আসল চেহারা ফুটে উঠে। এবং তার প্রকৃত স্বরূপ উম্মোচিত হয়। তিনি যে প্রকৃত ওহাবী মতবাদে বিশ্বাসী তাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমন কি

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্থানীয় কোন কোন আলেম তার উক্ত অপব্যাখ্যার খন্ডনে বিভিন্ন বই পুস্তকাদি প্রকাশ করে তার প্রকৃত স্বরূপ সমাজে তুলে ধরেছেন। ফলশ্রুতিতে ওলীপুরী ছাহেব ও তার সমর্থকদের ভীষন গাত্রদাহ শুরু হয়। এতে তিনি ও তার সমর্থকদের শান্তনা স্বরূপ তার শুভাকাংখী মুফতী তালিব উদ্দিন ছাহেব "ইয়া নবী সালাম আলাইকা' নামক বই লিখে তাদের গাত্রদাহ উপশমের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন।

তার উক্ত পুস্তিকায় পবিত্র মীলাদ কিয়ামের বিরূপ সমালোচনা সহ আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জমায়াতের আক্বীদার পরিপন্থী অনেক ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহের পুনরুল্লেখ করেছেন। এতে সরলমনা ছুন্নী মুছলমানগণ বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে। কারণ উক্ত পুস্তিকায় প্রকৃত ছুন্নতকে বিদআত ও বিদআতকে ছুন্নত রূপে আখ্যায়িত করে নব চক্রান্তের অশুভ সূচনা করা হয়েছে।

এছাড়া নূরুল ইসলাম ওলীপুরী ছাহেব "সুন্নী নামের অন্তরালে " ও কার ফতোয়ায় কে কাফের" নামক দুইটি বই লিখে মুছলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার আরেক অপকৌশল অবলম্বন করছে।

এতে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, তালকে তিল, তিলকে তাল বানানোর, এক প্রতারণা চালিয়েছেন। নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর এ বিভ্রান্ত ও প্রতারনা মূলক বইদ্বয়ের খন্ডন করাও আমি প্রয়োজন মনে করছি। যাতে পাঠক সমাজের কাছে তার মূল হাকীকত প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এ সংকটময় মুহুর্তে শরীয়ত ভিত্তিক সঠিক ফয়ছলা মুছলিম সমাজের সামনে উপস্থাপন করা অপরিহার্য কর্তব্য মনে করছি। কেননা ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়খ আহমদ ছিরহিন্দী (রাঃ) লিখিত "তাঈদে আহ্‌লে ছুন্নত" নামক কিতাবে একখানা হাদীছ শরীফ বর্ণনা করেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ظَهَرَتِ

الْفَسَادُ اَوِ الْبِدْعُ فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَلَايَقْبَلُ اللّٰهُ صَرْفًا وَعَدْلًا -

আর্থাৎ- "রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন ফিত্‌না ফাছাদ অথবা ছুন্নত ধ্বংসকারী বিদ্‌আত বিপুল ভাবে প্রচলন হতে থাকবে, তখন কোরআন ছুন্নাহ ভিত্তিক সঠিক তথ্য জানা সত্ত্বেও যদি কোন আলেম তা প্রকাশ না করে; তবে তার উপর (এ আলেমের উপর) পড়বে আল্লাহ তা'য়ালার লানত, ফেরেশ্‌তা গণের লা'নত এবং সমস্ত মানুষের লা'নত এমন কি তার কোন ফরজ ও নফল বন্দেগী আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না।"

উক্ত হাদীছের মর্মানুযায়ী আমাদের ঈমানী দায়িত্ব হল সর্বপ্রকার বাতিল ও বিদ্‌য়াতীদের বিরুদ্ধে সজাগ ও সর্তক দৃষ্টি নিয়ে সোচ্চার হওয়া। আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের আদর্শ বিচ্যুত ওহাবী আক্বীদায় অনুপ্রানিত দেওবন্দী আলেমগনের পদাংক অনুসারী নূরুল ইসলাম ওলীপুরী ও তার অন্যতম সহকারীর বহু দিনের অপতৎপরতার ফলে "ইয়া নবী সালাম আলাইকা "বইয়ের ভ্রান্তি অপনোদনই মূলতঃ এই বই খানা লেখার মূল প্রেক্ষাপট।

রাছুল প্রেমে উজ্জীবিত ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ আমাদের এই পুস্তকে আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জমায়াতের আক্বীদা ও তত্ত্বভিত্তিক নব্য ওহাবী ও বেদ্‌য়াতিদের উল্লেখযোগ্য অপপ্রচারের জওয়াব দেয়া হয়েছে।

মনযোগী পাঠকের আন্তরিকতার সহিত বইটি পাঠান্তে তার সত্যতা উপলব্দি করতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ্‌। অনেক সতর্কতা অবলম্বনের পরেও অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সুহৃদয় পাঠকেরা তথ্য সহ ভুল সংশোধনে সহায়তা করলে সাদরে গৃহীত হবে। পরবর্তী সংস্করনে তা সংযুক্ত করব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই পুস্তক খানা রচনায় যারা আমাকে সার্বিক সহযোগীতা, তথ্যপ্রদান ও লেখনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন, তারা হলেন, আমার স্নেহের উপাধ্যক্ষ মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম আল কাদেরী, মোহাম্মদ রহমত আলী (এম,এ,বি,এড) ও মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের মিছবাহ। তাদেরকে বিশেষ ভাবে দোয়া করছি। এবং উক্ত পুস্তক খানা প্রকাশনায় যাদের আর্থিক অনুদান রয়েছে তাদের প্রতিও আমার দোয়া রহিল।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে এ টুকুই কামনা, তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করে, সত্যানুসন্ধানী মু'মিন মুছলমানের ঈমান ও আমলকে হেফাজত রাখতে সহায়ক হোন। আমীন, ছুম্মা আমীন। বিহুরমাতে ছাইয়্যিদুল মুরছালীন।

- গ্রন্থকার

আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আক্বাঈদের দৃষ্টিতে মুছলমানগণ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, হকপন্থী ও বাতিলপন্থী। হকপন্থীদের অপর নাম আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াত। আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের খেলাপ বা পরিপন্থী আক্বীদা যারা পোষন করে, তারাই বাতিল, গোমরা বা বিদয়াতী ফেরকা।

হকপন্থী একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তারা ইমাম মাহদী আলাইহিছ ছালামের সঙ্গী হবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে এক খানা হাদীছ মিশকাত শরীফের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে। রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লা এরশাদ করেন ঃ

لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لَايَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ رواه ابوداؤد والترمذى-

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হক বা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদের বিরোধী কোন (বিদয়াতী) দল তাদেরকে ক্ষতি করতে পারে না।"

অনুরূপ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীছ মিশকাত শরীফের ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে। রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ رواه الترمذى-

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ " বণী ইছরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে এবং একদল ব্যতিত বাকী সব দলই জাহান্নামী হবে, এতদ শ্রবণে ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্। সেই নাজাত বা মুক্তি প্রাপ্ত দল কোনটি ? আল্লাহ্র রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম উত্তরে বললেন-

مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ

আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে মতাদর্শের (যে আক্বীদার) উপর রয়েছি।" (ইহাই নাজাত প্রাপ্ত দল)

উক্ত হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় মিশকাত শরীফের শরাহ্ মিরকাত নামক কিতাবের ১ম খন্ড ২০৫ পৃষ্ঠায় আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (রাঃ) উল্লেখ করেন-

فَلَاشَكَّ وَلَارَيْبَ اَنَّهُمْ هُمْ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ –

অর্থাৎ " নিঃসন্দেহে উপরোক্ত হাদীছে উল্লেখিত নাজী বা বেহেশতী দলই হলো আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াত।

আক্বাঈদ বা কালাম শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ "শরহে আক্বাঈদে নাছাফী" নামক কিতাবের ৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে -

مَاوَرَدَ بِهِ السُّنَّةُ وَمَضٰى عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ فَسَمُّوْا اَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ –

অর্থাৎ " যা ছুন্নত" দ্বারা প্রমাণিত এবং যার উপর "জামায়াতে ছাহাবা" প্রতিষ্ঠিত এরই নাম 'আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াত'।"

উল্লেখ্য যে, আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের ছাহাবায়ে কেরামের আক্বাঈদের অনুরূপ এবং তাদের আমলের আছল বা মুল ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পাওয়া যায়।

বাতিল পন্থী বিদয়াতী ৭২ দলে বিভক্ত। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন মাহমুদ নাছাফী (রাঃ) তদীয় " তাফছীরে

মাদারিক" নামক কিতাবের ২য় খন্ড ৪০ পৃষ্ঠায় اِنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا الخ আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় নিম্ন লিখিত হাদীছ খানা বর্ণনা করেছেন -

رُوِىَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّ خَطًّا مُسْتَوِيًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا سَبِيْلُ الرُّشْدِ وَصِرَاطُ اللّٰهِ فَاتَّبِعُوْهُ ثُمَّ خَطَّ عَلٰى كُلِّ جَانِبٍ سِتَّةَ خُطُوْطٍ مَمَالَةٍ ثُمَّ قَالَ هٰذِهِ سُبُلٌ عَلٰى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوْا اِلَيْهِ فَاجْتَنِبُوْهَا وَتَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ ثُمَّ يَصِيْرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْاِثْنَىْ عَشَرَ طَرِيْقًا سِتَّةُ طُرُقٍ فَتَكُوْنُ اِثْنَيْنِ وَّسَبْعِيْنَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هٰذِهِ الْاٰيَاتُ مُحْكَمَاتٌ لَمْ يَنْسَخْهُنَّ شَىْءٌ مِنْ جَمِيْعِ الْكُتُبِ –

অর্থাৎ "বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম একদা একটি সোজা রেখাটেনে বললেন, এটাই হেদায়েতের পথ ও আল্লাহ্র পথ তোমরা উহাকে অনুসরণ কর। অতঃপর সোজা রেখার উভয় পার্শ্বে আরও ছয়টি রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, এই প্রত্যেকটি রাস্তার উপর শয়তান অবস্থান করে তোমাদেরকে (পথ ভ্রষ্ট করার জন্য) তার দিকে ডাকছে। সুতরাং তোমরা উহা থেকে বেঁচে থাক। এ নির্দেশ দিয়ে উপরোক্ত আয়াত খানা তেলায়ত করলেন। অতঃপর ছয়টি রেখার প্রত্যেকটি রেখাতে ১২টি করে ৭২ চিহ্নিত করলেন। সুতরাং উহাদের প্রত্যেকটি ১২ ভাগে বিভক্ত হয়ে (৬ × ১২)=৭২ দল হয়েছে।"

পীরানে পীর দস্তেগীর গাউছুল আ'জম শায়খ ছৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী (রাঃ) তদীয় "গুনিয়াতু ত্বালিবীন" নামক কিতাবের ১৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

فَاَصْلُ ثَلٰثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً عَشَرَةٌ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْخَوَارِجُ وَالشِّيْعَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْمُرْجِيَةُ وَالْمُشَبِّهَةُ وَالْجَهْمِيَّةُ وَالضِّرَارِيَّةُ وَالنَّجَارِيَّةُ وَالْكَلَابِيَّةُ فَاَهْلُ السُّنَّةِ طَائِفَةٌ وَّاحِدَةٌ وَالْخَوَارِجُ خَمْسَ عَشَرَ فِرْقَةً وَالْمُعْتَزِلَةُ سِتُّ فِرَقٍ وَالْمُرْجِيَةُ اِثْنَا عَشَرَ فِرْقَةً وَالشِّيْعَةُ اِثْنَتَانِ وَّثَلٰثُوْنَ فِرْقَةً وَالْجَهْمِيَّةُ وَالنَّجَارِيَّةُ وَالضِّرَارِيَّةُ وَالْكَلَابِيَّةُ كُلٌّ وَّاحِدَةٍ فِرْقَةٌ وَّاحِدَةٌ وَالْمُشَبِّهَةُ ثَلٰثُ فِرَقٍ فَجَمِيْعُ ذٰلِكَ ثَلٰثٌ وَّسَبْعُوْنَ فِرْقَةً عَلٰى مَا اَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ –

অর্থাৎ "ছহীহ্ হাদীছ শরীফ মোতাবেক আল্লাহ্র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী আখেরী জমানার মুছলিম উম্মাহ্র দল-উপদলের সংখ্যা ৭৩ (তেহাত্তর)। যা মূলতঃ প্রধান দশটি দলের শাখা, প্রশাখা।

১। আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াত ১ (এক) দল।
২। খারেজী (বহুবচন খাওয়ারিজ) ১৫ (পনের) দল।
৩। শিয়া ৩২ (বত্রিশ) দল।
৪। মু'তাজিলা ৬ (ছয়) দল।
৫। মুরজিয়া ১২ (বার) দল।
৬। মুশাব্বিহা ৩ (তিন) দল।
৭। জাহমিয়া ১ (এক) দল।
৮। নাজ্জারিয়া ১ (এক) দল।
৯। দারারিয়া ১ (এক) দল।

১০। কালাবীয়াহ্ ১ (এক) দল।
মোট ৭৩ (তেহাত্তর) দল।

উপরোক্ত ৭৩ (তেহাত্তর) দলের মধ্যে কেবলমাত্র আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াত নাজাত প্রাপ্ত দল।"

প্রসঙ্গত একথা প্রনিধান যোগ্য যে, আশায়ারীয়া মাতুরিদীয়া, চার মজহাব যথা ঃ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী; চার তরীকা যথাঃ কাদেরীয়া, চিশ্তীয়া, নক্শেবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া, সবাই আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত। তাদের সকলের আক্বাঈদ এক ও অভিন্ন। আক্বাঈদে কোন পার্থক্য নেই, তাই তারা একই দলের মধ্যে পরিগণিত। এদ্ব্যতিত বাকী উল্লেখিত ৭২ (বাহাত্তর) দলের সকলেই বাতিল ফেরকাভূক্ত।

আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিশেষ আক্বাঈদ

আক্বীদা (এক) ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর পবিত্র যাত (সত্ত্বা), ছিফাত (গুনাবলী), কার্য্যাবলী ইত্যাদিতে কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তিনি ওয়াজিবুল ওজুদ অর্থাৎ এমন এক বিরাট অস্তিত্ব যার হওয়া নিতান্ত দরকার এবং না হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আল্লাহ্ ওয়াজিবুল অজুদ তথা চিরজীব, অনাদি অনন্ত, যার শুরুও নেই, শেষও নেই; তিনি নিরাকার, অক্ষয়, সাদৃশ্যহীন, অব্যয় এবং তাঁর ইলিম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান। তিনি আপন অস্তিত্ব রক্ষার্থে কারও সাহায্য প্রার্থী নহেন। ইছলামী আক্বাঈদে ওয়াজিবুল অজুদ একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালা (শরহে আক্বাঈদে নছফী)

আক্বীদা (দুই) ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালার যাত ও ছিফাত ব্যতিত বাকী সব আছে বা সৃষ্ট অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল না, পরে তা অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। (শরহে আক্বাঈদে নছফী)

আক্বীদা (তিন) ঃ আল্লাহ্ সকল কামালিয়াত বা পরিপূর্ণতার ও সৌন্দর্য্যের আধার। তিনি যাবতীয় দোষ ত্রুটি থেকে পূতঃ পবিত্র অর্থাৎ- তার মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন প্রকার দোষ ত্রুটি হওয়া অসম্ভব। এমন কি পরিপূর্ণও নয়, ত্রুটিপূর্ণও নয় এ রকম হওয়াটাও অসম্ভব। যেমন মিথ্যা, ধোকাবাজী, ওয়াদাভঙ্গ, অত্যাচার, অজ্ঞতা, নির্লজ্জাতা ইত্যাদি। দোষ তার থেকে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ- সকল প্রকার দোষ ত্রুটি থেকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ও পবিত্র। (শরহে আক্বাঈদে নছফী)

আক্বীদা (চার) ঃ হায়াত, কুদরত, শোনা, দেখা, বাকশক্তি, ইলিম ও ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর নিজস্ব ছিফাত বা গুণাবলী। কিন্তু কান, চোখ ও মুখ দিয়ে শোনা, দেখা ও কথা বলা আল্লাহ্ তা'য়ালার শান বিরোধী। (শরহে আক্বাঈদে নছফী)

আক্বীদা (পাচ) ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা চক্ষু ব্যতিত দেখেন, কর্ণ ব্যতিত শুনেন, দিল ব্যতিত জ্ঞান রাখেন, হস্ত ব্যতিত ধরন এবং যন্ত্র ব্যতিত সৃষ্টি করেন। তার গুণ সৃষ্টির গুণের তুল্য নহে। তাঁর অস্তিত্ব, সৃষ্টির অস্তিত্বের তুল্য নহে। (ইয়াহইয়াউল উলুমুদ্দিন ১ম জিলদ ৫৪ পৃঃ)

আক্বীদা (ছয়) ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা অশরীরি, নিরাকার, পরিমান শুন্য, সাদৃশ্যহীন, অবিভাজ্য, অনু-পরমানু শূন্য। তাঁর দৈর্ঘ্য বা প্রস্ত নেই, কোন জিনিষের দ্বারা তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না। তিনি কোন জিনিষের তূল্য নহেন। তিনি পরিমানের ভিতর সীমাবদ্দ নহেন, কোন স্থানের ভিতর তিনি নিবদ্ধ নহেন, কোন দিক তাকে বেষ্টন করতে পারে না। আছমান ও জমিন তাকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। তিনি পরিশ্রম, বিশ্রাম স্থিতি, স্থান পরিবর্তন হতে মুক্ত। (এহ ইয়ায়ে উলুমিদ্দীন ১ম জিলদ ৫৩ পৃঃ)

আক্বীদা (সাত) ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা খালিক বা সৃষ্টিকর্তা যার কোন আরম্ভও নেই, শেষও নেই। আল্লাহ্র হাবীব মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে অতুলনীয় সৃষ্ট। আল্লাহুর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের নূর মোবারক, আল্লাহ্ তা'য়ালার সর্ব প্রথম সৃষ্টি। (মাওয়াহিবে লাদুনীয়া)

আক্বীদা (আট) ঃ আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ওহী প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে এক মুহূর্তের জন্যেও কবীরা-ছগীরা কোন রূপ গোনাহের কাজ করেননি এতে কারো দ্বিমত নেই,

যেমন ইমামে আ'জম আবু হানীফা (রাঃ) ফিকহে আকবর নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। (তাফছীরাতে আহমদীয়া ২৮ পৃঃ)

আক্বীদা (নয়) ঃ হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর পবিত্র সত্তা প্রথম থেকেই এমন পবিত্র এবং সুসজ্জিত ছিল যে, কোন রকম দোষ ত্রুটির হস্ত তাঁর ইজ্জত ও বুজুর্গীর আচঁল স্পর্শ করতে পারেনি।
যেমন কবি বলেছেন -

بہ تعلیم وادب اوراچہ حاجت–

کہ اوخود زاغاز آمد مؤدب–

অর্থাৎ- "কবি বলেছেন তা'লীম ও আদব গ্রহণ করার তো তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি সক্রীয়ভাবে আদবশীল হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।"

আক্বীদা (দশ) ঃ রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম খাতামুন্নাবীয়ীন অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ তা'য়ালা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর নবুয়তকে সমাপ্ত করেছেন। আল্লাহ্র হাবীবের যুগে এবং তাঁর পরে কেয়ামত পর্যন্ত কোন নবী জন্ম লাভ করতে পারেনা।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হাবীবের যুগে বা পরে অন্যকোন নবী হতে পারে বলে আক্বীদা রাখে বা নবুয়তের দাবী করে নিঃসন্দেহে সে কাফের। (আক্বীদায়ে হাক্কা)

পাঞ্জাবের কুখ্যাত গোলাম আহমদ কাদিয়ানীগং নিজেকে নবী দাবী করার দরুণ সর্ব সম্মতভাবে কাফের হয়েছে। বর্তমানেও তার অনুসারীরা নিজেকে আহমদী মুছলিম হিসাবে পরিচয় দিলেও তারা মুছলমানদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

আক্বীদা (এগার) ঃ আল্লাহ্র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হায়াতুন্নবী বা স্বশরীরে জিন্দা। তাঁর ওফাত শরীফ হয়েছে অর্থাৎ দেহ মোবারক থেকে রুহ মোবারক পৃথক করা হয়েছে এবং পূনরায় তাঁর রুহ মোবারক তাঁর দেহ মোবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওফাত শরীফের পূর্বে তিনি যে অবস্থায় ছিলেন ঠিক সেই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় আছমান ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

জমীনের যে কোন স্থানে ইচ্ছা করলে পরিভ্রমণ করে থাকেন। রওজা শরীফ থেকে স্বশরীরে বাহির হওয়ার অনুমতি তাকে প্রদান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে তছররুফ করার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়েছে।

আল্লামা জালালুদ্দিন ছুয়ুতী (রঃ) সকল নবী সম্বন্ধে এ মত পোষন করেছেন। (তাফছীরে রুহুল মা'য়ানী ৮ম খন্ড ৩৬ পৃষ্টায় (খাতামুন নবীঈন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে।)

আক্বীদা (বার) ঃ রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম প্রকৃত হায়াতে সদা জীবিত ও অক্ষুন্ন রয়েছেন এবং উম্মতের আমল সমূহের প্রতি হাজের ও নাজের আছেন। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত পোষন করেছেন। (আখবারুল আখইয়ার এর হাশিয়া শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দীছে দেহলভী (রঃ)।

আক্বীদা (তের) ঃ (عالم الغيب) আলিমুল গায়েব হওয়া একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য খাছ। যেমনি ভাবে রহমান, কাইয়ুম, কদ্দুছ প্রভৃতি আল্লাহ তা'য়ালার খাছ ছিফতী নাম। কিন্তু এর মর্ম এই নয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের বেলায় এলমে গায়েবের হুকুম ছাবিত নয়। নিশ্চয় আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েব আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্য এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের ফয়েজ ও বরকতে আউলিয়ায়ে কেরামের জন্যও প্রমাণিত আছে। (আন্ওয়ারে রেজা ১৩৪ পৃঃ)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এজন্য তিনি হচ্ছেন নবী। আর নবী শব্দের অর্থই হচ্ছে গায়েবের সংবাদ দাতা। (শিফা শরীফ ১ম খন্ড ২৫০ পৃঃ)

আক্বীদা (চৌদ্দ) ঃ রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বাহ্যিক ছূরতে বশরী বা মানবীয় এবং বাতেনী দিক দিয়ে তাঁর হাকীকত হলো মানুষের গুণাবলীর অতি উর্দ্ধে। তিনি অন্যান্য মানুষের মত নহেন, বরং তিনি সৃষ্টির মধ্যে অতুলনীয়। তবে যে ব্যক্তি মতলকান বা সাধারণতঃ রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামার বাশারিয়ত বা মানবত্বকে

অস্বীকার করবে সে কাফের হিসাবে গন্য হবে।

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلاً –

অর্থাৎ- "আল্লাহ তা'য়ালা কালামে পাকে নিজেই এরশাদ করেন ঃ আপনি বলুন পবিত্রতা আমার প্রতি পালকের জন্য। আমি কে হই? কিন্তু মানুষ, আল্লাহরই প্রেরিত।" (সূরা বনী ইছরাইল আয়াত নং ৯৩)

ফত্ওয়ায়ে রেজভীয়া ৬ষ্ঠ খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রাঃ)।

আক্বীদা (পনের) ঃ রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আল্লাহর নূর। যেহেতু হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্র বর্ণিত হাদীছে, আল্লাহর হাবীব নিজেই এরশাদ করেছেন -

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ الحديث –

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ তা'য়ালা সমুদয় বস্তু সৃষ্টির পূর্বে তাঁর আপন নূর হতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।"

আল্লামা জারকানী (রঃ) এ হাদীছে উল্লেখিত من نوره 'মিননূরিহী' এর ব্যাখ্যায় বলেন-

اَىْ مِنْ نُوْرٍ هُوَذَاتُهٗ لَابِمَعْنٰى اَنَّهَا مَادَّةٌ خُلِقَ نُوْرُهٗ مِنْهَا بَلْ بِمَعْنٰى تَعَلُّقُ الْاِرَادَةِ بِهٖ بِلَا وَاسِطَةِ شَيْءٍ فِىْ وُجُوْدِهٖ –

অর্থাৎ- "আল্লাহ্র হাবীব আল্লাহর জাতী নূর থেকে সৃষ্টি কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্র জাত রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের সৃষ্টির মাদ্দা বা মূল ধাতু বরং ইহার অর্থ এই যে, রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের নূর মোবারক সৃষ্টি করার মধ্যে আল্লাহ্ পাকের এরাদা বা ইচ্ছার সম্পর্ক সরাসরি অর্থাৎ কোন কিছুর মাধ্যম ছাড়াই প্রথম নূরে মোহাম্মদী সৃষ্টি করেছেন। (জারকানী শরীফ, মজমুয়ায়ে ফাতাওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওঃ আব্দুল হাই লাকনভী)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র জাত থেকে সৃষ্টি হওয়ার অর্থ এই নয় যে আল্লাহ্‌র জাত রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের জাতের মাদ্দা বা মূল ধাতু (নাউজুবিল্লাহ) এর অর্থ এও নয় যে, আল্লাহ্‌র জাতের কোন অংশ বা টুকরো বা আল্লাহ্‌র কুল বা সম্পূর্ণ জাত নবী হয়ে গিয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)।

মহান আল্লাহ অংশ টুকরো এবং কোন কিছুর সহিত একিভুত হওয়া এবং কোন বস্তুর মধ্যে হুলুল বা মিশ্রীত হওয়া থেকে পাক ও পবিত্র।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বা অন্যকোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র জাতের অংশ, টুকরো আক্বীদা রাখা কুফুরী। (হিফাতুহুহুফা ফি নূরিল মোস্তফা" ইমাম আহ্‌মদ রেজা খান (রাঃ))

মুদ্দা কথা হলো এই যে, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ্‌র হাবীবের নূর মোবারক।

আক্বীদা (ষোল) ঃ রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামার মেরাজ স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে। মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকছা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে উর্দ্ধারোহন করতঃ সপ্তাকাশ, বায়তুল মামুর, সিদরাতুল মোনতাহা, আরশে আজীম হয়ে লামাকান পর্যন্ত ভ্রমণ করে আল্লাহর দীদার বা দর্শন লাভ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের মেরাজ রজনীতে কোন স্থানে বা সৃষ্টি জগতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। কেননা তিনি তাঁর জড় অস্থিত্বে অন্ধকার অতিক্রম করে নুরের অস্তিত্বে বিদ্যমান ছিলেন। এ জন্যেই কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে নূর বলে আখ্যায়িত করে এরশাদ করেছেন -

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ –

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এক মহান নূর (মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) ও সুস্পষ্ট কিতাব (কোরআন মজীদ) এসেছে।" (তাফছীরে রুহুল বয়ান ১ম খন্ড ৩৯৫ পৃঃ)

আক্বীদা (সতের) ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে মাকামে মাহমুদ দান করবেন। আল্লাহ্ পাক নিজেই এরশাদ করেছেন -

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا –

অর্থাৎ- অতি শীঘ্রই আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থানে।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর ছহীহ বোখারী শরীফের বর্ণনা মতে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর খেদমতে আরজ করা হলো, ইয়া রাছুলাল্লাহ্ মাকামে মাহমুদ কি?

তদুত্তরে মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বললেন -

هو الشفاعة তা হচ্ছে শাফায়াত।

অর্থাৎ- কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম শাফায়াত বা সুপারিশ করার জন্য অধিকার প্রাপ্ত হবেন, এবং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের সুপারিশের বদৌলতে আল্লাহ পাক অনেক বড় বড় গোনাহগার উম্মতকে মাফ করে বেহেশ্‌ত দান করবেন।

সকল মুফাচ্ছিরানে কেরাম এর উপর ইজমা বা ঐক্যমত পোষন করেছেন যে, মাকামে মাহমুদ হলো মাকামে শাফায়াত। আল্লাহ্‌র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম যে স্থানে অবস্থান করে সর্ব প্রথম শাফায়াত করবেন সে স্থানকেই মাকামে মাহমুদ বলা হয়ে থাকে। মাকামে মাহমুদের অধিকারী হওয়া একমাত্র আমাদের শীর তাজ-নবী মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামেরই সুমহান মর্যাদা। (শাফায়াতে মোস্তফা, ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রাঃ))।

উল্লেখ্য যে, যখন আল্লাহ্‌র হাবীব মাকামে মাহমুদে অবস্থান করবেন তখন হাশর বাসীগণ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের এই উচ্চ মর্যাদা দেখে শত্রুমিত্র সকলই তাঁর প্রশংসা করতে থাকবে। এ জন্যই ইহাকে মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থান বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ প্রসঙ্গে গাউছুল আজম, হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাঃ) তদীয় "গুনিয়াতুত্তালেবীন" নামক কিতাবে ১২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করনে -

اَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يُجْلِسُ رَسُوْلَهٗ وَنَبِيَّهُ الْمُخْتَارَ عَلٰى سَائِرِ رُسُلِهٖ وَاَنْبِيَائِهٖ مَعَهٗ عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

অর্থাৎ- "আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা হলো, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'য়ালা সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের উপরে সর্বোচ্চ আসন আরশের উপর তাঁর হাবীব মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে স্বীয় রহমত ও মহব্বতের সাথে বসাবেন।"

অতঃপর গাউছুল আজম (রাঃ) তাঁর দাবীর সপক্ষে চারখানা হাদীছ উল্লেখ করেন। যার সারাংশ হলো আল্লাহ্‌র হাবীবকে আরশে বসানো হবে আবার কখনও কুরছীতে বসানো হবে।

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রাঃ) তদীয় " মাদারিজুন নবুয়ত " নামক কিতাবের ফজীলতে শাফায়াত ও মাকামে মাহমুদ অধ্যায়ে উল্লেখ করেন -

হাদীছ শরীফে রয়েছে আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে (আল্লাহ্‌র হাবীবকে) আরশের ডান দিকে দন্ডায়মান করাবেন এবং কোন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে- আরশের উপর বসাবেন এবং অন্য এক রেওয়েতে রয়েছে কুরছীর উপর বসাবেন।"

মোদ্দা কথা হলো হাশরের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা রহমত ও কুদরত আরশ ও কুরছীর উপর জলওয়াগীর বা প্রকাশ হবে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবকে কোন সময় আরশের উপর বসাবেন, কোন সময় কুরছীর উপর বসাবেন। কোন সময় আল্লাহ্‌র হাবীব আল্লাহ্‌র মর্জিতে আরশের ডান দিকে দন্ডায়মান অবস্থায় থাকবেন। সর্ব্বাবস্থায় মাহ্‌বুবে খোদা উম্মতের শাফায়াত করতে থাকবেন। ইহাকেই মাকামে মাহমুদ বলা হয়ে থাকে। তখনই হবে প্রমাণ নবীর শান যে কত মহান (ছুবহানাল্লাহ)

হযরত শেখ ছাদী (রাঃ) কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন -

حبيب خدا اشرف انبياء-

كه عرش مجيدش بودمتكا -

অর্থাৎ " রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ্‌র হাবীব, সমস্ত আম্বিয়া কেরামের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যে, আল্লাহ্‌র আরশ হচ্ছে তাঁর হাবীবের হেলানের স্থান।"

নজদী ওহাবী ফিতনা

আরবের মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর ভ্রান্ত আক্বীদার সমর্থক গণকে ওহাবী বলা হয়ে থাকে।

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ১১১১ হিজরী মোতাবিক ১৭০৩ ইং সনে আরবের নজদ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করে এবং ১২০৬ হিজরী মোতাবিক ১৭৮৭ সালে ৯৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

সে দ্বীন ইছলামের অফুরন্ত ক্ষতি সাধন করে এবং পূর্ববর্তী খারেজী দলের ভ্রান্ত আক্বীদাকে নতুন অবয়বে প্রকাশ করে।

সে খারেজীদের অনুসরণে এমন কতকগুলো বিভ্রান্তি মূলক মনগড়া ফত্‌ওয়া প্রদান করে, যার ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার সমস্ত ছুন্নী মুছলমানগণকে মুশরিক বা কাফিরের গন্ডিতে আবদ্ধ করার দুঃসাহস করেছে। কারণ সে নিজের মনগড়া মতকে একমাত্র তাওহীদবাদী বলে পরিচয় দিত এবং তার মুখালিফ বা বিরুদ্ধবাদী মুছলমানদেরকে মুশরিক মনে করত।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাঃ) রদ্দুল মোহতার (ফত্‌ওয়ায়ে শামী) নামক কিতাবের ৪র্থ খন্ড ২৬২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

كَمَا وَقَعَ فِىْ زَمَانِنَا فِى اَتْبَاعِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوْا عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَكَانُوْا يَنْتَحِلُوْنَ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ لٰكِنَّهُمُ اعْتَقَدُوْا اَنَّهُمْ هُمُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

الْمُسْلِمُوْنَ وَاَنَّ مَنْ خَالَفَ اِعْتَقَادَهُمْ مُشْرِكُوْنَ وَاسْتَبَاحُوْا بِذٰلِكَ قَتْلَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَائِهِمْ حَتّٰى كَسَّرَ اللّٰهُ تَعَالٰى شَوْكَتَهُمْ وَخَرَّبَ بِلَادَهُمْ وَظَفَرَ بِهِمْ عَسَاكِرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَ ثَلَاثٍ وَّثَلَاثِيْنَ وَمِائَتَيْنِ وَاَلْفٍ-

অর্থাৎ "আল্লামা শামী (রঃ) বলেন ঃ যেমন আমাদের যুগে ইবনে আব্দুল ওহাবের অনুসারীদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তারা নজদ থেকে বের হয়ে এবং পবিত্র হারামাইন তথা মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। তারা নিজেদেরকে হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী বলে পরিচয় দিত, কিন্তু তারা আক্বীদা রাখত যে, তারাই শুধু একমাত্র মুছলমান, আর তাদের আক্বীদার মুখালিফ বা বিপরীত যারা সবাই মুশরিক।

এজন্য তারা আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী মুছলমানগণ ও ছুন্নী উলামায়ে কেরামগণকে হত্যা করা জায়েজ বলে ধারণা করত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের শক্তিকে চূর্ণ করে দেন, তাদের শহর (আবাস ভূমি) গুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং ১২৩৩ হিজরী সনে তাদের বিরুদ্ধে মুছলমান মোজাহিদ গণকে তাদের উপর বিজয়ী করে দেন।

অনুরূপ আল্লামা শায়খ আহমদ ছাবী মালেকী (রাঃ) তদীয় "তাফছীরে ছাবী" নামক কিতাবের ৩য় খন্ড ৩০৭/৩০৮ পৃষ্ঠায় ছুরা ফাতিরে-

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ الخ -

আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

هٰذِهِ الْاٰيَةُ نَزَلَتْ فِى الْخَوَارِجِ الَّذِيْنَ يُحَرِّفُوْنَ تَاْوِيْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَسْتَحِلُّوْنَ بِذٰلِكَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمْوَالَهُمْ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الْاٰنَ فِى نَظَائِرِهِمْ وَهُمْ فِرْقَةٌ بِاَرْضِ الْحِجَازِ يُقَالُهُمُ الْوَهَّابِيَّةُ -

অর্থাৎ "এই আয়াতে করীমা দ্বারা খারেজী ফেরকার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এই দলের সাধারণ পরিচিতি হলো, তারা কোরআন ছুন্নাহ্‌র বিকৃত ও মনগড়া ব্যাখ্যা করে থাকে, এ কারণেই তারা মুছলমানদের জানমাল ধ্বংস করা হালাল মনে করে।

যেমন বর্তমানেও তাদের নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান রয়েছে, তারা হলো হেজাজ ভূখন্ডের একটি ফেরকা বা দল যাদেরকে ওহাবী বলা হয়ে থাকে।"

আল্লামা শামী ও আল্লামা ছাবী রাদি-আল্লাহু আনহুমা এর উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় গুলো স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হলো-

(এক) মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্‌হাব নজদী ও তার সমর্থকগণ বাতিল আক্বীদায় বিশ্বাসী।

(দুই) ওহাবীদের আক্বীদা হলো তারাই একমাত্র মুছলমান। তারা ব্যতীত বাকী সবাই মুশরিক, সুতরাং মুছলমানদের জান মাল তাদের জন্য বৈধ।

(তিন) এজন্য তারা (ওহাবীরা) ছুন্নী মুছলমান ও ছুন্নী উলামায়ে কেরামকে মুশ্‌রিক মনে করে তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ বলত। এ বদ-আক্বীদার ভিত্তিতেই তারা হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে আক্রমণ করেছিল। এবং এ পবিত্র শহরদ্বয়ের অধিবাসী ছুন্নী মুছলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের জান-মালকে ধ্বংস করেছিল।

(চার) বিশ্ব মুছলিমকে প্রতারণা করার মানসে তাদের বদ-আক্বীদাকে গোপন রেখে নিজেদেরকে হাম্বলী মাজহাব ভূক্ত বলে পরিচয় দিত।

উছুলে ফেকার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ " নূরুল আনোয়ার" নামক কিতাবের ২৪৭ পৃষ্ঠায় ইজতিহাদের বয়ানে আল্লামা মুল্লা জিউন (রঃ) উল্লেখ করেন ঃ

فَاِنَّ الْمُخْطِئَ فِيْهَا كَافِرٌ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اَوْ مُضَلِّلٌ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ -

অর্থাৎ "আক্বাঈদ সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কেহ ভুল করে, তাহলে সে ইহুদী ও নাছারাদের মতই কাফের হবে, অথবা রাফেজী, খারেজী, মুতাজেলী প্রভৃতি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাতেল পন্থীদের মত গোমরাহ হবে।"

আল্লামা আব্দুল হালীম লাখনবী (রাঃ) উক্ত "নূরুল আনোয়ার" নামক কিতাবের হাশিয়ায় نحوهم এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

قَوْلُهُ وَنَحْوِهِمْ كَالْوَهَابِيِّ الْمُنْكِرُ لِلشَّفَاعَةِ –

অর্থাৎ "ওহাবীরা রাফেজী, খারেজী ও মুতাজিলাদের মতই একটি গোমারাহ বা পথ ভ্রষ্ট দল। কারণ তারা শাফায়াতে রাছুল অর্থাৎ নবীর শাফায়াতকে এনকার বা অস্বীকার করে।

পাক ভারত উপমহাদেশে ওহাবী ফিতনার অনুপ্রবেশ

পাকভারত উপমহাদেশে ওহাবী ফিতনার অনুপ্রবেশ ও এর সুত্রপাত যাদের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে মৌলবী ইছমাঈল দেহলভী অন্যতম। (নিহত ১৮৩১ ইং)

সে আরবের কুখ্যাত মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর প্রণীত কিতাবুত তাওহীদ এর তত্ত্বানুসারে উর্দূ ভাষায় তাকভীয়াতুল ঈমান নামক একটি কিতাব রচনা করে এবং ইহা বহুসংখ্যা মুদ্রিত করে সারা উপমহাদেশে বহুল পরিমানে তা প্রচার করে। ফলে তার প্রণীত "তাকভীয়াতুল ঈমান" কিতাবটি সমগ্র ভারত বর্ষে ওহাবী ফিতনার সুতিকাগার হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং ওহাবী ফিতনার সূত্রপাত ঘটে।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দিছে দেহ্লভী (রাঃ) ও মোজাহিদে মিল্লাত আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী উভয়ে পর্যায়ক্রমে যে মূহুর্তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের ফত্ওয়া প্রদান করে ভারতীয় মুছলমানদেরকে সোচ্চার ও জেহাদী চেতনায় উজ্জীবিত করছিলেন এবং তাদের আপোষহীন নেতৃত্বে মুছলমানদের আজাদী আন্দোলনের কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন ঠিক সে সময়ে মৌলভী ইছমাঈল দেহলভীর লিখিত ঈমান বিধ্বংসী, ফেতনা ও অনৈক্য সৃষ্টিকারী কিতাব "তাক্ভীয়াতুল ঈমান" প্রচারের ফলে মুসলমানদের বৃহত্তর ঐক্য ও আজাদী আন্দোলনে ইহা বিরাট আঘাত হানে। ফলশ্রুতিতে এই উপমহাদেশে ইংরেজ স্বার্থ ও উপনিবেশ আরো দীর্ঘায়িত হয়।

উপরোক্ত ঈমান বিধ্বংসী কিতাব "তাকভীয়াতুল ঈমান" এর অপতত্ব ও ভ্রান্ত মতবাদ সমূহ হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের উলামায়ে কেরাম ও মুফতীয়ানে এজাম অবগত হয়ে এবং বিভ্রান্তির কবল থেকে মুছলিম সমাজকে মুক্তির লক্ষে 'তাকভীয়াতুল ঈমান' ও তার লেখক মৌলবী ইছমাঈল দেহলভীর বিরুদ্ধে ফত্ওয়া প্রদান করেন। যা আল্লামা কারী ফজল আহমদ লুধীয়ানভী "আনোয়ারে আফতাবে ছাদাকাত " নামক কিতাবের ১ম খন্ড ৫৩৩ পৃষ্ঠায় সংকলন করেন। তা হুবহু নিম্নে তুলে ধরা হলো -

لَاشَكَّ فِيْ بُطْلَانِ مَنْقُوْلٌ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِيْمَانِ بِكَوْنِهٖ مُوَافِقًا لِلنَّجْدِيَةِ مَاْخُوْذٌ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ لِقَرْنِ الشَّيْطَانِ وَاَيْضَالَهٗ نِسْبَتٌ تَقْوِيَةُ الْإِيْمَانِ وَمُؤَلِّفٌ اَنَّ هٰذَا الدَّجَّالَ وَالْكَذَّابَ اِسْتَحَقَّ اللَّعْنَةَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَلٰئِكَةِ وَاُوْلِى الْعِلْمِ وَسَائِرِ الْعٰلَمِيْنَ الخ . . .. –«

অর্থাৎ "মৌলভী ইছমাঈল দেহলভী তাকভীয়াতুল ঈমান নামক কিতাব রচনা করেছেন, উহা নিঃসন্দেহে আব্দুল ওহাব নজদীর কিতাবুত তাওহীদ যা শয়তানের শিং এর অনুকরণে লেখা হয়েছে। এই কিতাবটির রচয়িতা দাজ্জাল কাজ্জাব যা আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ, বিচক্ষন উলামায়ে কেরাম এবং সমস্ত সৃষ্টি কুলের পক্ষ থেকে লানত বা অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য।

উক্ত ফত্ওয়ার মধ্যে মক্কা ও মদীনা শরীফ এর যে সকল উলামায়ে কেরাম ও মুফতীয়ানে এজাম স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। আবদুহু জামান শায়খ ওমর, মক্কা মুয়াজ্জামা।

২। আহমদ দাহলান, মক্কা মুয়াজ্জামা।

৩। আবদুহু আব্দুর রহমান, মক্কা মুয়াজ্জামা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪। মুফতী মোহাম্মদ আলকবী, মক্কা।

৫। ছৈয়দ আল ওয়াছউদ আলহানাফী মুফতী, মদীনা মুনাওয়ারা।

৬। মোহাম্মদ বালী , খতিব মদীনা মুনাওয়ারা।

৭। ছৈয়দ ইউছুফ আল আরাবী, মদীনা মুনাওয়ারা।

৮। ছৈয়দ আবু মোহাম্মদ তাহির ছিদ্দেকী, মদীনা মুনাওয়ারা।

৯। মোহাম্মদ আব্দুছ ছায়াদাত, খতীব মদীনা মুনাওয়ারা।

১০। আব্দুল কাদির দিতাবী, মদীনা মুনাওয়ারা।

১১। মওলভী মোহাম্মদ আশরাফ খুরাছানী, বেলাওতী মদীনা মুনাওয়ারা।

১২। শামছুদ্দিন বিন আব্দুর রহমান, মদীনা মুনাওয়ারা।

রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ। (আনোয়ারে আফতাবে ছাদাকাত ১ম খন্ড ৫৩৪ পৃষ্ঠা)

হারামাইন শরীফাইনের উপরোক্ত ফত্ওয়া খানা মৌলবী ইছমাইল দেহলভীর যুগে ১৮৩১ ইংরেজী সনের পূর্বে প্রদত্ত হয়েছিল।

অনুরূপ মৌলবী ইছমাঈল দেহলভীর লিখিত "তাকভীয়াতুল ঈমান" নামক কিতাবে বাতিল আক্বীদার খন্ডনে মোজাহিদে মিল্লাত আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী (রাঃ) (ওফাত ১৮৬১ ইং ১২৭৮ হিজরী) তিনি ১২৪০ হিজরী রমজান শরীফের ১৮ তারিখে "তাহকীকুল ফত্ওয়া" নামক একখানা কিতাব প্রণয়ন করে মুছলমান গণকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন।

উক্ত ফত্ওয়ার মধ্যে তৎকালীন যুগ শ্রেষ্ঠ ১৭ (সতের) জন উলামায়ে কেরাম ও মুফতীয়ানে এজামের সাক্ষর রয়েছে। তন্মধ্যে শাহ অলী উল্লাহ্ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) এর নাতী মাওলানা মখছুছ উল্লাহ (রঃ) ও মাওলানা মুছা (রঃ) ছিলেন অন্যতম।

পরবর্তীতে "হুসামুল হেরামাইন" নামক আরো একখানা ফত্ওয়া ১৩২৪ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়। এ ফত্ওয়া খানা আ'লা হযরত ইমামে আহলে ছুন্নত আল্লামা শাহ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী (রাঃ) কতৃক প্রণীত এবং তৎকালীন মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম ও মুফতীয়ানে এজাম কতৃক প্রশংসিত ও স্বাক্ষরিত।

"তাকভীয়াতুল ঈমান" নামক কিতাবে লিখিত কতিপয় বাতিল আক্বীদা

মৌলভী ইছমাইল দেহলভী প্রণীত তাকভীয়াতুল ঈমান কিতাব টি আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াত এর আকাঈদের পরিপন্থি এবং ঈমান ইছলামের অপব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। যে কোন সচেতন মু'মিন মুছলমান একথাটি নির্দ্বিধায় স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, এখানে নানা ছল চাতুরী ও শটতার আশ্রয় নিয়ে সুকৌশলে সমগ্র বইটিকে সাজিয়ে মায়াজাল বিস্তারের এক অপচেষ্টা চালানো হয়েছে যা সচেতন উলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে এজাম কর্তৃক ধীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বার বার। নিম্নে এর কয়েকটি বাতিল আক্বীদা তুলে ধরা হলো-

বাতিল আক্বীদা (এক) তাকভীয়াতুল ঈমান ৬০ পৃষ্ঠা

ف یعنی انسان آپس میں سب بہائی ہیں جو بڑا بزرگ ہووہ بڑا بہائی ہے سو اسکے بڑے بہائی کی سی تعظیم کیجئے اوامالگ سبکا اللہ ہے بندکی اسکو چاہیئے اس حدیث سے معلوم ہواکہ اولیاء وانبیاء امام وامام زادہ پیرو شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہین وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجزاور ہمارے بہائی مگرانکو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بہائی ہوے ہو -

অর্থাৎ হাদীছ- اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم এর অপব্যাখ্যা করতঃ তিনি লিখেছেন-

সকল মানুষই পরস্পর ভাই ভাই যার মর্যাদা বেশী তিনিই বড় ভাই, সুতরাং তাকে (রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে) বড় ভাইয়ের মতই সম্মান করতে হবে এবং আল্লাহ হচ্ছেন সকলের মালিক তারই উপাসনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করবে। এই হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল অলীগণ, নবীগণ, ইমাম ও ইমামজাদা, পীর ও শহীদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যতই নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা হননা কেন তারা প্রত্যেক মানুষই ছিলেন, সকল বান্দাই অক্ষম এবং আমাদের ভাই কিন্তু তাদেরকে যেহেতু আল্লাহ্ তা'য়ালা উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন তাই তারা আমাদের বড় ভাই হিসাবে গণ্য হয়েছেন।

মৌভলী ইছমাঈল দেহলভীর উপরোক্ত বক্তব্যের সারকথা হলো এই- রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের তা'জীম বা সম্মান বড় ভাইয়ের মত করতে হবে। ইহাই নজদী ওহাবীদের ঈমান। (নাউজুবিল্লাহ)

পক্ষান্তরে আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের আক্বীদা হলো-সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা সর্বোচ্চ। আর আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহ তা'য়ালার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হচ্ছেন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

উম্মতের সংগে তাঁর সম্পর্ক হলো, তিনি স্বীয় উম্মতের দ্বীনী পিতা।

বাতিল আক্বীদা (দুই) তাকভীয়াতুল ঈমাম ৬১ পৃঃ

ف یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں –

(অর্থাৎ আমি ও একদিন মরে মাটির সাথে মিশে যাব)

মৌলবী ইছমাঈল দেহলভীর এ বক্তব্যের দ্বারা আল্লাহ্‌র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম যে, হায়াতুন্নবী বা জিন্দানবী তা সম্পূর্ণ ভাবে অস্বিকার করা হয়েছে।

সে তার বাতিল আক্বীদার স্বপক্ষে যে হাদীছ খানা তুলে ধরেছে এবং নিজেই এর যে, অর্থ করেছে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

হাদীছ- ارأیت لومررت بقبری اکنت تسجد لہ

অর্থ - بھلاخیال تو کرجو تو گزرے میری قبر پر کیا

سجدہ کرے تو اسکو –

বাংলা অর্থ-আচ্ছা মনে কর যদি তুমি আমার কবরের পার্শ দিয়ে যাও তা হলে কি তুমি উহাকে ছিজদা করবে? অতঃপর (ফায়দা) লিখে এ কথাটুকু ও উক্ত হাদীছের অর্থের সাথে জুড়ে দিল-

یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں –

অর্থাৎ আমিও একদিন মরে মাটির সাথে মিশে যাব। এখন প্রশ্ন হলো এ কথা টুকু হাদীছ শরীফের কোন অংশের অর্থ ? আর যদি হাদীছের কোন অংশের অর্থ না হয়ে থাকে, তবে ইহা আল্লাহ্‌র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর একটা জঘন্যতম অপবাদ নয় কি ?

জেনে শুনে আল্লাহর হাবীবের উপর অপবাদ দিলে তার পরিনাম ফল কি হবে, তা তিনি নিজেই এরশাদ করেছেন ঃ

من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار –

অর্থাৎ " যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর একটি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।"

সার কথা হলো-ইছমাঈল দেহলভীর মতে রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম মরে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)

পক্ষান্তরে আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা হলো- আল্লাহ্‌র নবী হায়াতুন্নবী স্বশরীরে জিন্দা তাঁর ওফাত শরীফ হওয়ার পর, পূনরায় তাঁর রুহ মোবারক, দেহ মোবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং রওজা শরীফ থেকে স্বশরীরে আছমান ও জমিনের সর্ব্বত্র জায়গায় পরিভ্রমন করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। (তাফছীরে রুহুল মা'য়ানী)

এ প্রসঙ্গে মিশকাত শরীফের ২১২ পৃষ্টায় উল্লেখ রয়েছে ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ "ইজ্জত বা সম্মান আল্লাহ্‌র জন্যে ও তাঁর রাছুলের জন্যে এবং সকল মু'মিনের জন্য রয়েছে।"

যে ব্যক্তি এ ইজ্জত বা সম্মানকে উপলব্ধি করতে পারে না, কুরআনে পাক তাকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছে, এরশাদ হচ্ছে-

وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- যারা মুনাফিক তারা আল্লাহ্, রাছুল ও মু'মিনগণের ইজ্জত সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ।

বাতিল আক্বীদা (চার) তাকভীয়াতুল ঈমান ৮ পৃঃ

پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کا مخلوق اوراسی کا بندہ سمجھتے نھے اورا نکو اسکے مقا بل کی طاقت ثا بت نہیں کر تے تھے مکر یہی پکارنا اور منتیں ما ننی اور نزرونیاز کرنی اور اپنا وکیل اورسفارشی سمجھنا یہی انکا کفر وشرک تھا سوجو کوئی کی سے یہ معاملہ کرے گوکہ اسکو اللہ کا بندہ مخلوق ہے سمجھے سو ابو جھل اور وہ شرک میں برابر ہے ... یعنی جس سے کوئی یہ معاملہ کریگا وہ مشرگ ہو جا ئیگا خواہ انبیاء واو لیا سے کرے -

অর্থাৎ "রাছুলে খোদার যুগেও কাফিরগণ তাদের মূর্তি সমূহকে আল্লাহ্‌র

এরশাদ ফরমান-

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ -

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীগণের জিছিম বা শরীর মোবারককে মাটির জন্য ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্‌র নবী স্বশরীরে জিন্দা রয়েছেন, তাকে রিজেক প্রদান করা হয়েছে।

বাতিল আক্বীদা (তিন) (তাকভীয়াতুল ঈমান ১৪ পৃঃ)

یہ یقین جان لینا چا ہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چما رسے بھی ذلیل ہے -

অর্থাৎ "ইহাও দৃঢ়ভাবে জেনে লওয়া দরকার যে, প্রত্যেক মাখলুক বা সৃষ্ট বড় হউক বা ছোট হোক আল্লাহ্‌র শানের সম্মুখে চামার হতেও নিকৃষ্ট।"

মৌলবী ইছমাঈল দেহ্‌লভীর উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা আল্লাহ্‌র নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামার শানের উপর মারাত্মক আঘাত আসছে। কেননা ইছমাঈল দেহলভীর ভাষ্য-

ہر مخلوق بڑا ہو یا چھو ٹا -

(প্রত্যেক মাখলুক বা সৃষ্টি বড় হউক বা ছোট হউক) এর মধ্যে আল্লাহ্‌র হাবীব মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামও শামীল রয়েছেন। কারণ তিনি ওতো আল্লাহ্‌র মাখলুক বা সৃষ্টি কিন্তু তিনি হচ্ছেন বড় মাখলুক, আশরাফুল মাখলুকাত।

অপর দিকে চামার হচ্ছে মাখলুক বা সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট জাত। এ হতভাগা ইছমাঈল দেহলভী আল্লাহ্‌র হাবীবকে আল্লাহর শানের সম্মুখে চামার অপেক্ষা (জলিল) বা অপমানীত বলে উল্লেখ করেছে। (নাউজুবিল্লাহ)

অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা কালামে পাকে এরশাদ করেছেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমকক্ষ মনে করতো না, বরং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ও তাঁর বান্দা মনে করতো এবং এগুলো (মুর্তি গুলোকে) আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বলে প্রমাণ করতো না। কিন্তু এগুলোকে (মুর্তি গুলোকে) নিজেদের উকিল ও সুপারিশকারী মনে করাটা তাদের জন্য (কাফেরদের জন্য) কুফুর ও শিরক ছিল।

সুতরাং যে কেউ অন্য কারো সাথে যদি এধরনের আচরণ করে তাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও মাখলুক বা সৃষ্ট মনে করে, সেও আবু জেহেলের ন্যায় মুশরিক হবে। এর কয়েক লাইন পরে লিখা রয়েছে ঃ

অর্থাৎ যার সাথে এ ধরণের আচরন করবে (শাফায়াত চাইবে অথবা সুপারিশকারী মনে করবে) তিনি নবী, ওলী, পীর, বুজুর্গ যে কেউই হউন না কেন মুশরিক হবে অর্থাৎ যারা নবী, ওলিকে সুপারিশকারী মনে করবে সকলই মুশরিক হবে।" (নাউজুবিল্লাহ) উপরোক্ত এবারতের সারতত্ত্ব হলো এই-

(ক) যে ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে গুণাহগার উম্মতের জন্য শাফায়াত বা সুপারিশকারী হিসাবে বিশ্বাস করে সে আবু জাহেলের মতই মুশরিক হবে (নাউজুবিল্লাহ)

(খ) যে ব্যক্তি রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামার দরবারে শাফায়াত তলব করবে, সেও আবু জেহেলের ন্যায় মুশরিক হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

এতে মৌলবী ইছমাঈল দেহলভী শাফায়াতের মাছআলাকে কেবল অস্বীকার করেনি, বরং ইহাকে শিরক প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছে এবং সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম তা'বেঈন, তবয়ে তা'বেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ছলফে ছালেহীন সহ দুনিয়ার সমস্ত মুছলমান গণকে আবু জেহেলের মত মুশরিক আখ্যায়িত করার দুঃসাহস করেছে। (নাউজুবিল্লাহ)

পক্ষান্তরে আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা হলো-

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র হাবীব মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম গুণাহগার উম্মতের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে শাফায়াত বা সুপারিশ করবেন।

এ প্রসঙ্গে "শরহে আক্বাঈদে নছফী" নামক কিতাবের ৮২ পৃষ্ঠা (পুরাতন ছাপা ১১৪/১১৫ পৃষ্ঠা নতুন ছাপা) উল্লেখ রয়েছে -

وَالشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالْاَخْيَارِ فِى حَقِّ اَهْلِ الْكَبَائِرِ وَبِالْمُسْتَفِيْضِ مِنَ الْاَخْبَارِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ –

অর্থাৎ "রাছুলগণ (আলাইহিমুছ্‌ছালাম) এবং নেককার বান্দাদের জন্য শাফায়াতের ক্ষমতা (কোরআন ছুন্নাহ দ্বারা) প্রমাণিত। তাঁদের শাফায়াত কার্যকর হবে সে সব ঈমানদারের পক্ষেও যারা, কবীরাহ্‌ গুনাহে লিপ্ত হয়েছিল। (এটাই হচ্ছে সর্বজন স্বীকৃত অভিমত) এর বিরোধিতা করে ছিল ভ্রান্ত মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা।"

মিশকাত শরীফের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় হজরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ শরীফে রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ ফরমান-

شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ –

অর্থাৎ "আমার শাফায়াত হবে, আমার উম্মতের মধ্যে যারা বড় বড় গুণাহ্‌গার তাদের জন্য। (তিরমিজী, আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ) উল্লেখ্য যে শাফায়াত সংক্রান্ত হাদীছ সমূহ অর্থের দিক দিয়ে মুতওয়াতির পর্যায়ে গণ্য। (শরহে আক্বাঈদে নছফী ৮২ পৃঃ)

হানাফী মাজহাবের প্রখ্যাত ফকীহ, ইমাম ইবনুল হুমাম (রাঃ) ওফাত ৬৮১ হিজরী, হেদায়ার শরাহ ফত্‌হুল কাদীর নামক কিতাবের ৩য় খন্ড ১৮১ পৃঃ উল্লেখ রয়েছে ঃ

وَيَسْئَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى حَاجَتَهُ مُتَوَسِّلًا اِلَى اللّٰهِ حَضْرَةَ نَبِيِّهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ يَسْئَلُ النَّبِىَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ فَيَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْاَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ– اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِكَ اِلَى اللّٰهِ فِىْ اَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلٰى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ-

অর্থাৎ "জিয়ারতকারী গণ আল্লাহ্‌র হাবীবের দরবারে মদীনা শরীফে হাজির হয়ে আল্লাহ্‌র নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে ওছিলা নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে নিজের হাজত পুরণের দোয়া করবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের শাফায়াত পাওয়ার জন্য এভাবে আরজী পেশ করতে থাকবে- (বলবে) ইয়া রাছুলাল্লাহ আমি আপনার শাহানশাহী দরবারে শাফায়াত কামনা করছি এবং আমি আপনার ওছিলা নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে আরজী পেশ করছি, আমি যেন আপনার মিল্লাত ও ছুন্নতের উপর কায়েম থেকে মৃত্যু বরণ করতে পারি।"

আল্লাহ্‌র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর দরবারে শাফায়াত সুপারিশ তলব করা প্রসঙ্গে 'ইবনে মাজাহ" শরীফের ১০০ পৃঃ হজরত উসমান বিন হানাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম একজন অন্ধ ছাহাবীকে নামাজের পরে একটি দোয়া পাঠ করার জন্য শিক্ষা দিলেন যে, তুমি এগুলো নামাজের পরে পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ يَامُحَمَّدُ اِنِّىْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهِ لِتُقْضٰى لِىْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ قَالَ اَبُوْاِسْحٰقَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ-

অর্থাৎ " হে আল্লাহ আমি আপনার কাছেই প্রার্থনা করছি, এবং আপনার দিকে মুতাওয়াজ্জিহ বা মনোনিবেশ করছি আপনার নবী হজরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উছীলায়, যিনি হচ্ছেন রহমতের নবী। ইয়া মোহাম্মদ। আপনার ওছীলায় আমার প্রতিপালকের কাছে এই হাজত

নিয়ে মুতায়াজ্জিহ বা মনোনিবেশ করলাম চোখের জ্যোতির জন্য যেন আমার হাজত বা উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। আয় আল্লাহ্" হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামার শাফায়াত আমার জন্য কবুল ও মনজুর করে নিন। ইমাম ইবনে ইছহাক ইহাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।" (মিশকাত শরীফ ২১৯ পৃঃ তিরমিজী শরীফ ২য় জিলদের ১৯৭ পৃষ্ঠা)

উপরে বর্ণিত মৌলবী ইছমাঈল দেহলভীর প্রণীত "তাকভীয়াতুল ঈমান" থেকে মাত্র চারটি বাতিল আক্বীদা তুলে ধরা হলো। এছাড়া আরও অনেক বাতিল আক্বীদা তাকভীয়াতুল ঈমান, নামক কিতাবে লিখিত আছে।

এই স্বল্প পরিসরে সবগুলি বাতিল আক্বীদা উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। প্রয়োজনে প্রকাশ করা হবে। ইন্‌শা আল্লাহ্।

আ'লা হজরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রঃ) "আল কাওকাবাতুশ শিহাবিয়া " নামক কিতাবে ইছমাঈল দেহলভীর লিখিত তাক্‌ভীয়াতুল ঈমান, ছিরাতে মুস্তাকীম, রেছালায়ে একরোজী, তানভীরুল আইনাইন, ইজাহুল হক প্রভৃতি কিতাব হতে ৭০টি (সত্তরটি) বাতিল আক্বীদা দলীল আদিল্লাহ্ দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

"তাকভীয়াতুল ঈমান" নামক কিতাবের ভ্রান্ত আক্বীদার খন্ডনে ছুন্নী উলামায়ে কেরামের লিখিত কতিপয় কিতাবের তালিকা ঃ

(১) মাওলানা শাহ্ মখছুছ উল্লাহ্ বিন শাহ্ রফী উদ্দিন দেহলভী। শাহ্ ওলি উল্লাহ্ মোহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) এর পৌত্র এবং শাহ্ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) এর ভ্রাতুস্পুত্র এর লিখিত " মঈদুল ঈমান রদ্দে তাকভীয়াতুল ঈমান।

(২) মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ মুছা বিন শাহ্ রফি উদ্দিন দেহলভী (রঃ) লিখিত 'হুজ্জাতুল আমাল"। তাঁর আর একখানা কিতাব "ছওয়াল ও জওয়াব"।

(৩) আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদী (রঃ) (তিনি শাহ্ আব্দুল আজিজ মেহাদ্দিছে দেহলভীর ছাত্র) এর লিখিত "তাহ্‌কীকুল ফতাওয়া"। তাঁর আর একখানা লিখিত কিতাব ইমতে নাউন নয়ীর"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) আল্লামা ফজলে রাছুল বদায়ুনী (রঃ) (ইছমাঈল দেহলভীর সমসাময়িক) এর লিখিত "ছাইফুল জব্বার"।

(৫) মাওলানা আব্দুল্লাহ্ মোহাদ্দিছে খোরাছানী এর লিখিত কিতাব "আছ্ছাইফুল রাওয়ারিক"।

(৬) মাওলানা মুখলিছুর রহমান ইছলামাবাদী (রঃ) এর লিখিত "শরহুছ ছুদুর ফি দফয়িশ শুরুর"।

(৭) আল্লামা মুফতী এরশাদ হুছাইন রামপুরী (রঃ) এর লিখিত "ইশয়ারুল হক"।

(৮) মাওলানা আব্দুর রহমান সিলহেটী (রঃ) এর লিখিত "ছাইফুল আবরার"।

(৯) আল্লামা শাহ্ নকী আলী খান বেরলভী (রঃ) এর লিখিত "তাজাকিয়াতুল ঈকান"।

(১০) আল্লামা ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রঃ) লিখিত" আল কাকাবাতুশ শিহাবিয়া"।

(১১) ছদরুল আফাজিল আল্লামা ছৈয়দ নঈমুদ্দীন মোরাদাবাদী (রঃ) এর লিখিত আত্ ইয়াবুল বয়ান"।

(১২) মাওলানা কাজী ফজল আহমদ লুধিয়ানভী (রঃ) এর লিখিত " আন্ওয়ারে আফতাবে ছাদাকাত"।

(১৩) আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রঃ) লিখিত "জাআল হক"।

দেওবন্দী আলেমগণ নজদী ওহাবী আক্বীদার সমর্থক

দেওবন্দীদের নেতা মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ছাহেব ওহাবী দলের বাতিল আক্বীদাকে উত্তম আক্বীদা বলে ফতোয়া প্রদান করতঃ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারীদেরকে পূর্ণ সমর্থন করেন।

গাঙ্গুহী ছাহেব তার লিখিত "ফত্ওয়ায়ে রশিদীয়া" নামক কিতাবের ২৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন -

محمدبن عبد الوهاب کے مقتدیوں کو وھابی کہتے ہیں- ان کے عقائد عمدہ تھے اورمذھب ان کا حنبلی تھا البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی مگروہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں مگرھاں جو حد سے بڑھگئے ان میں فساد اگیا ھے اورعقائد سب کے متحد ہیں اعمال میں فرق حنفی شافعی مالکی حنبلی کا ھے

অর্থাৎ "মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের মতবাদের অনুসারী গণকে ওহাবী বলা হয়। নিঃসন্দেহে তার আক্বাঈদ খুব ভাল ছিল এবং তার মাজহাব হাম্বলী ছিল। তার মেজাজ কড়া ছিল, কিন্তু সে এবং তার মতবাদের সমর্থক গণ খুব ভাল, কিন্তু যারা সীমালঙ্ঘন করেছে, তাদের মধ্যে ফাছাদ এসেছে। তাদের সকলের আক্বাঈদ এক, আক্বায়েদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। আমলের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর মত পার্থক্য।"

গাঙ্গুহী ছাহেব উক্ত কিতাবের ২৩৭ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ করেন -

محمدبن عبد الوهاب کو لوگ وھابی کہتے ھیں وہ اچھا آدمی تھا سناھے کہ مذھب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا بدعت وشرک سے روکتا تھا مگر تشدد اسکے مزاج میں تھی -

অর্থাৎ "মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীকে লোকজন ওহাবী বলে থাকে। তিনি ভাল লোক ছিলেন। শুনেছি তিনি হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন এবং হাদীছ অনুযায়ী আমল করতেন। বিদ্য়াত শিরক থেকে (লোকজনকে) বিরত রাখতেন। কিন্তু তার মেজাজ কড়া ছিল।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত কিতাবের ৯৬ পৃষ্ঠায় গাঙ্গুহী ছাহেব আরো লিখেন -

اس وقت اوران اطراف میں وھابی متبع سنت اوردیندار کو کھتے ہیں -

অর্থাৎ "বর্তমানে এতদ অঞ্চলে ছুন্নাতের অনুসারী এবং দ্বীনদার মুছলমানদেরকে ওহাবী বলা হয়ে থাকে।"

মৌলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ছাহেবের উপরোক্ত ফত্ওয়ার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, তিনি ওহাবী দলের বাতিল আক্বীদাকে ভাল জানতেন সুতরাং ওহাবীদের বাতিল আক্বীদাই গাঙ্গুহী ছাহেবের আক্বীদা। ফলকথা গাঙ্গুহী ছাহেব ওহাবীদের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। ইছমাঈল দেহলভী ছাহেবের নিহত হওয়ার পর ভারত উপমহাদেশে ওহাবী আক্বীদা প্রচারের ক্ষেত্রে গাঙ্গুহী ছাহেবের ভূমিকা ছিল উল্লেখ যোগ্য। এজন্যই তাকে বলা হয় ওহাবীদের সেকেন্ড ইমাম।

মাওলানা মোহম্মদ মঞ্জুর নোমানী ছাহেবের লিখিত এবং মাওলানা জাকারিয়া ও দেওবন্দ মাদ্রাসার সাবেক মুহ্তামীম মাওলানা ক্বারী তৈয়ব ছাহেব কর্তৃক প্রশংসিত কিতাব "শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবকে খেলাপ প্রোপাগন্ডা আওর হিন্দুস্থানকে উলামায়ে হক পর ইছকে আছারাত" নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ঃ

شیخ محمد بن عبدالو ھاب کے خلاف ان کے مذھبی اورسیاسی دشمنوں نے افتراپروازی اور پرو پگنڈے کی جو مھم عالمی پیمانی پر چلائی تھی اس سے ھندو ستان کے بہت سے علماء حق بھی متاثر ہو ئے تھے اور جماعت علماءے دیو بند نیز جماعت اہل حدیث کے بعض اکابر نے بھی ان کے

بارے میں سخت رائے ظاھر کی تھی لیکن جب حقیقت منکشف ہو ئی توان حضرات نے اس رائے سے رجوع کرلیا -

অর্থাৎ "শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের প্রতিপক্ষ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শত্রুগণ। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অপপ্রচার চালিয়ে ছিল। এতে ভারত বর্ষের অনেক হকপন্থী আলেমগণ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ফলে দেওবন্দী আলেমগণ এমনকি জমায়াতে আহ্লে হাদীছের কতক শীর্ষস্থানীয় উলামাগণ তার (আব্দুল ওহাব নজদীর) ব্যাপারে বিরূপ মত প্রকাশ করে ছিলেন। কিন্তু যখন প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হলো, তখন তাদের মতামত থেকে (দেওবন্দী আলেম ও কতক আহলে হাদীছের আলেমগণ নজদী ওহাবী বিরোধী বক্তব্য থেকে) রুজু বা প্রত্যাবর্তন করলেন।"

উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, যদিও কোন কোন দেওবন্দী আলেমগণ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর আক্বীদা বাতিল বা ভ্রান্ত বলে ফত্ওয়া প্রদান করে ছিলেন পরবর্তীতে একবাক্যে সকল দেওবন্দী আলেমগণ আব্দুল ওহাব নজদীর আক্বীদাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেছেন।

ইদানিং নূরুল ইসলাম ওলীপুরী তার লিখিত "সুন্নী নামের অন্তরালে" নামক পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় নজদের মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের আন্দোলনকে সংস্কার আন্দোলন আখ্যা দিয়ে পূর্ব সুরীদের মত ওহাবী মতাদর্শকে পূণঃ সমর্থন করেছেন।

যদিও চতুরতার মাধ্যমে নিজেদেরকে ওহাবী পরিচয় গোপন রাখার জন্য উপমহাদেশের কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে নজদী ওহাবীর কোন সম্পর্ক নেই বলে যে দাবী করেছেন তা একেবারেই অমূলক ও হাস্যস্পদ যা শাক দিয়ে মাছ ঢাকারই নামান্তর মাত্র।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদীছ শরীফ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর বেলায় প্রযোজ্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ইছলামের প্রাথমিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুছলমানগণ যে সব ফেতনার সম্মুখীন হয়েছেন, তম্মধ্যে ওহাবী ফেত্না জঘন্যতম। এ ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছেন।

মিশকাত শরীফের ৫৮২ পৃষ্ঠায় ذكر الشام واليمن (জিক্রুশ্শাম ওয়াল ইয়ামান) অধ্যায়ে হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ রয়েছে যে, রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কোন এক সময় এই বলে দোয়া করছিলেন যে,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَفِيْ نَجْدِ نَا قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَفِي نَجْدِ نَا فَاَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (رواه البخارى)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদের শাম দেশে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের ইয়ামান দেশে বরকত দান করুন। উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ্, আমাদের নজদের জন্য বরকতের দোয়া করুন। তিনি পুনরায় দোয়া করলেন হে আল্লাহ্! আমাদের শামদেশে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ্ আমাদের ইয়ামান দেশে বরকত দান করুন। ছাহাবায়ে কেরাম পুণরায় আরজ করলেন। ইয়া রাছুলাল্লাহ্ আমাদের নজদের জন্য দোয়া করুন।

হাদীছ বর্ণনাকারী হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম তৃতীয় বার এরশাদ করলেন, সেখান থেকে ভূমিকম্প

ও বহু ফেতনা ফাছাদ সৃষ্টি হবে এবং শয়তানের শিং বের হবে।" (বোখারী শরীফ)

এ হাদীছ শরীফ দ্বারা একথা স্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হলো যে, মাহ্বুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামার দৃষ্টিতে দাজ্জালের ফেত্নার পরেই নজদের ফেতনার অবস্থান।

নজদের ফিতনা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী হলো অন্যতম। সে সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) তদীয় "রাদ্দুল মুহতার ৪র্থ খন্ড ২৬২ পৃষ্ঠায়, আল্লামা শেখ আহমদ ছাবী (রঃ) তদীয় তাফছীরে ছাবী ৩য় খন্ড ৩০৭/৩০৮ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা আব্দুল হালিম লাখনবী (রঃ) নূরুল আনোয়ার নামক কিতাবের হাশিয়া পার্শ্ব টীকা ২৪৭ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পর্কিত যে আলোচনা করেছেন, তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যার সারাংশ হলো- মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী ও তার ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারী নজদী ওহাবী দল, শয়তানের শিং সম্পর্কিত হাদীছের মধ্যে পরিগণিত।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ওলীপুরী ছাহেব মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর সচ্ছতা প্রমাণ করতে গিয়ে শয়তানের শিং সম্পর্কিত হাদীছের অপব্যাখ্যা করে, তার লিখিত সুন্নী নামের অন্তরালে" পুস্তিকায় ৩য় সংস্করন ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

"ছহীহ্ বুখারী শরীফের যে অনুচ্ছেদে শয়তানের শিং সম্পকীয় হাদীসের উল্লেখ রয়েছে, সে অনুচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে-

بَابُ خُرُوْجِ الْفِتْنَةِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ –

অর্থাৎ মদিনা শরীফের পূর্ব দিক থেকে ফেত্না প্রকাশের বিবরণ। এ শিরোনামের অধীনে উল্লেখিত এক হাদীসের শেষাংশে আল্লাহ্র রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন যে, সেখান থেকে (অর্থাৎ মদীনার পূর্বদিকের নজদ থেকে) শয়তানের শিং প্রকাশ পাবে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে আব্দুল ওহাবের পুত্র মুহাম্মদ যে তমীম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারা মদীনা শরীফের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নজদের অধিবাসী। সুতরাং ওয়াহাবী আন্দোলনের সাথে শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদীসের সম্পর্ক কোথায় ?"

উপরোক্ত এবারত দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হলো যে, ওলীপুরী ছাহেব স্বচক্ষে বোখারী শরীফের এ হাদীছ খানা না দেখেই তিনি আলী দানিশ এর "বাতিল সেকান " নামক এক অপরিচিত কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করে একজন অন্ধ অনুসারী ও অজ্ঞ হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করছেন। এছাড়া তিনি যে, হাদীছ শাস্ত্রে একেবারেই অজ্ঞ তারই বহিঃ প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

তিনি বোখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদীছের শিরোনাম – بَابُ خُرُوْجِ الْفِتْنَةِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ (বাবু খুরুজিল ফিত্নাতে মিন কেবালিল মাশরিক) উল্লেখ করে হাদীছের অর্থ বিকৃত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদীছ শরীফ বোখারী শরীফে দুই শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

বোখারী শরীফের ১ম জিলদের ১৪১ পৃষ্ঠায় বাব বা অনুচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে – بَابُ مَا قِيْلَ فِى الزَّلَازِلِ وَالْاٰيَاتِ (বাবু মাকীলা ফিযযালাযিলে ওয়াল আয়াত) এবং বোখারী শরীফের ২য় জিলদের ১০৫০ পৃষ্ঠায় শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদীছের বাব বা অনুচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে-

بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ –

(বাবু কাওলিন নাবিয়্যি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আল ফিত্নাতু মিন কিবালিল মাশরিক)

উভয় শিরোনামে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে শয়তানের শিং সম্পর্কীয় হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) একই হাদীছ দুই শিরোনামে ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করে এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, শুধুমাত্র মাশরিক বা পূর্ব দিক থেকেই যে শয়তানের শিং প্রকাশ পাবে, তা নয় বরং নজদের যে কোন দিক থেকে প্রকাশ পেতে পারে।

ওলীপুরী ছাহেব এক শিরোনাম – الفتنة من قبل المشرق (আল্ ফিত্নাতু মিন কিবালিল মাশরিক) উল্লেখ করে নিজের পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীছের ব্যাপক ভাবার্থকে সীমিত করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেবল পূর্ব দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ হাদীছে বর্ণিত শব্দে শুধু নজদ বলা হচ্ছে এতে কোন দিক নিদৃষ্ট করা হয়নি। বরং পূর্বদিকও হতে পারে বা দক্ষিন দিকও হতে পারে উভয় দিকেই এতে শামিল রয়েছে।

ইমাম বোখারী (রঃ) হাদীছ ও তরজমাতুল বাব বা অনুচ্ছেদের শিরোনাম এর মধ্যকার মুনাছিবত বা সম্পর্ক কখনও হাদীছের একাংশের সাথে আবার কখনও হাদীছের ভাবার্থের একাংশের সাথে সামঞ্জস্য থাকে। আবার কখনও সরাসরি বাহ্যিক সামঞ্জস্য থাকে না।

ইমাম বোখারী (রঃ) বাব বা অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে হাদীছের পুরাপুরী মুনাছিবত রেখে বাব তৈরী করেছেন তা খুবই বিরল।

যারা যোগ্য মোহাদ্দিছ বা যোগ্য মুহাদ্দিছের শিষ্য তারাই কেবল ইমাম বোখারী (রঃ)-এর এ তত্ত্ব বহুল ধারা বুঝতে সক্ষম হবেন।

যদি ওলীপুরী ছাহেব দুই এর এক হতেন, তাহলে তার পুস্তিকা "সুন্নী নামের অন্তরালে" এ সমস্ত আজগুবী কথা উল্লেখ করে মুছলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করতে দুঃসাহস পেতেন না।

তবে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী যে, তামীম গোত্রের লোক তা ওলীপুরী ছাহেবও স্বীকার করেছেন। "সুন্নী নামের অন্তরালে " পুস্তিকার ২১ পৃষ্ঠায় ওলীপুরী ছাহেব নিজেই লিখেছেনঃ

" মজার ব্যাপার হচ্ছে আব্দুল ওহাবের পুত্র মুহাম্মদ যে, তমীম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন. তারা মদীনা শরীফের দক্ষিন দিকে অবস্থিত নজদের অধিবাসী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র হাবীব নিজেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন , তামীম গোত্র থেকেই একদল বাতিল ও পথ ভ্রষ্ট দলের উদ্ভব হবে।

আল্লাহ্‌র রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর এ ভবিষ্যত বাণী মোতাবিক উল্লেখিত তামীম গোত্রে নজদ প্রদেশে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী জন্ম গ্রহণ করে ইছলামের বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

মিশকাত শরীফের ৫৩৪/৫৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে ঃ হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামার দরবারে ছিলাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র হাবীব গনীমতের মাল বিতরণ করছিলেন।

এ মুহূর্তে বণী তামীম গোত্রের যুল খুওয়াইছারা নামক এক ব্যক্তি এসে বলল- يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِعْدِلْ ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌। আপনি (বন্টনে) ইনছাফ করুন। উত্তরে রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বললেন-

وَيْلَكَ فَمَنْ يَّعْدِلُ اِذَا لَمْ اَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ اِنْ لَمْ اَكُنْ اَعْدِلْ –

অর্থাৎ তোমার প্রতি আফছোছ। আমিই যদি ন্যায় পরায়ন না হই, ন্যায় পরায়ন আর কে হবে? আমি ন্যায় পরায়ন না হলে তুমি ধ্বংস ও ক্ষতি গ্রস্তে পতিত হবে অনিবার্য (ফলত তুমি ধ্বংসে পতিত হয়ে ঈমান হারা হয়েছ) অতঃপর হজরত ওমর (রাঃ) বললেন, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বললেন -

دَعْهُ فَاِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلٰوتَهُ مَعَ صَلٰوتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ –

অর্থাৎ হে ওমর। তুমি তাকে ছেড়ে দাও। কারণ তার আরো সাথীবর্গ রয়েছে। তোমাদের কেহ নিজের নামাজকে তাদের নামাজের সাথে এবং নিজের রোজাকে তাদের রোজার সাথে তুলনা করলে, তোমাদের নামাজ রোজাকে তাদের নামাজ রোজার সম্মুকে তুচ্ছ বলে মনে হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু উহা তাদের কণ্ঠ হতে নীচের দিকে (ঈমান স্থান সীমা পর্যন্ত) যাবে না। সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর যেরূপ লক্ষ্য জীবকে ভেদ করে চলে যায় (তীরের কোন অংশে উহার রক্ত মাংসের কোন নিদর্শনও দেখা যাবে না) তদ্রুপ ঐ শ্রেণীর লোকগণও দ্বীন ইছলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়। (বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপে তাদেরকে চেনা যায় না) অপর এক রেওয়ায়েত আছে- রাছুল পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম যখন গণীমতের মাল বন্টন করতে ছিলেন তখন) এমন এক ব্যক্তি তাঁর (আল্লাহ্‌র হাবীবের) সম্মুখে আসল, যার চক্ষু দ্বয় ছিল কোটরাগত, কপাল এমন উচু যা সম্মুখের দিকে বের হয়ে রয়েছে, দাড়ি ছিল ঘন, গণ্ডদ্বয় ছিল ফুলা এবং মাথা ছিল মুন্ডানো। সে এসে বলল- يَا مُحَمَّدُ اِتَّقِ اللّٰهَ হে মুহাম্মদ। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। উত্তরে মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বললেন -

فَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ اِذَا عَصَيْتُهُ فَيَاْمَنُنِى اللّٰهُ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا تَاْمَنُوْنِىْ –

অর্থাৎ "আমি যদি নাফরমানী করি, তাহলে আল্লাহ্‌র অনুগত্য করবে কে? (তুমি আমাকে অনুগত্যের কি শিক্ষা দিচ্ছ?) স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দুনিয়া বাসীর উপর আমানতদার বানিয়েছেন আর তেমরা কি আমাকে আমনতদার মনে করো না?"

অতপরঃ একব্যক্তি (হজরত ওমর রাঃ) এ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য (রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের খেদমতে) অনুমতি চাইলেন; কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন। উক্ত লোকটি যখন চলে গেল, তখন আল্লাহ্‌র হাবীব বললেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذا قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ –

অর্থাৎ এ ব্যক্তির পরবর্তী বংশধরের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কোরআন পড়বে; কিন্তু উহা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না (ঈমানের স্থান সীনা পর্যন্ত যাবে না) তারা ইছলাম হতে এমন ভাবে খারিজ বা বের হয়ে যাবে, যেমন শিকার হতে তীর বের হয়ে যায়। তারা মুছলমানগণকে হত্যা করবে এবং মুর্তি পুজারী দিগকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিবে। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেনা। যদি আমি তাদেরকে পেতাম তাহলে আদ জাতীর ন্যায় তাদরেকে হত্যা করতাম। (বোখারী মুছলিম)

উপরোক্ত হাদীছের মর্মে একথা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামার শানে গোসতাখী ও বে-আদবীর কারণে যে ফিত্না সৃষ্টি হয়েছে, উহার উৎপত্তি স্থান হলো নজদ প্রদেশে এবং হাদীছে উল্লেখিত জুল খুয়াইছারা তামীম গোত্রের লোক, আর মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীও সেই তামীম গোত্রেই নজদ প্রদেশে জন্ম নিয়েছে।

হাদীছ শরীফের ভাষ্যে আরো প্রমাণিত হয় যে, এ দল মুছলমানগণকে হত্যা করবে এবং মুর্তিপুজারীদের সঙ্গে সম্পর্ক বহাল রাখবে। বর্তমানে ওহাবীদের মধ্যেও এ ধরণের আচার আচরন বিদ্যমান।

দেওবন্দী আলেমগণ ও তাকভীয়াতুল ঈমানের মধ্যকার সম্পর্ক

ভারত উপমহাদেশে ছুন্নী আক্বীদার পরিপন্থী ঈমান ধ্বংসকারী লেখকদের মধ্যে ইছমাঈল দেহলভী অন্যতম। তার লিখিত তাকভীয়াতুল ঈমান" সে সময়ে সবচেয়ে বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় তুলে এবং উলামায়ে কেরামদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তির সৃষ্টি হয়।

দেওবন্দী উলামারা তার একনিষ্ট সমর্থক হয়ে তার লিখিত ভ্রান্ত আক্বীদা গুলো সরল প্রাণ মুছলমানদের কাছে ছলে বলে কৌশলে গ্রহণ যোগ্য করে তোলার অপচেষ্টা চালায় এবং তাদের উত্তর সূরীরা এ বিষয়ে তাদের সকল প্রচেষ্টা অদ্যাবধিও অব্যাহত রেখেছে।

'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবে লিখিত কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর সামনে মুচি চামার হতেও অধম। (নাউজুবিল্লাহ)

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আমাদের বড় ভাই। সুতরাং তাকে বড় ভাইয়ের মতই সম্মান করবে (নাউজুবিল্লাহ)

নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর কোন এখতিয়ার বা ক্ষমতা নেই। (নাউজুবিল্লাহ)

কিয়ামতের দিন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আমাদেরকে শাফায়াত করবেন বলে যে আক্বিদা রাখবে, সে আবু জেহেলের মত মুশরিক হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

গ্রামের জমিদার ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চৌধুরীর সেই রূপ মর্যাদা রয়েছে ঠিক এই অর্থেই প্রত্যেক পয়গাম্বর নিজ নিজ জাতির নিকট মর্যাদাবান (এর বেশী নয়)। (নাউজুবিল্লাহ)

রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম একদিন মরে মাটি হয়ে যাবেন। (নাউজুবিল্লাহ)

আল্লাহ তা'য়ালা সব সময় গায়েব জানেন না, যখন প্রয়োজন হয় তখন

pdf By Syed Mostafa Sakib

জেনে লন ইহাই আল্লাহ্ তা'য়ালার শান। (নাউজুবিল্লাহ)

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম গায়েবের খবর দিতে অক্ষম। (নাউজুবিল্লাহ)

এসব বিভ্রান্তিকর আক্বীদা "তাকভীয়াতুল ঈমান" কিতাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দেওবন্দী উলামারা এই কলঙ্কিত কিতাবটি নিজেদের জন্য মহা মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করে সর্ব সাধারণকেও এর অনুসারী করার অভিপ্রায় নিয়ে নানা প্রকার উপদেশ নির্দেশ প্রদান করেছেন।

যেমন দেওবন্দীদের শীর্ষ স্থানীয় নেতা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ছাহেব" তাকভীয়াতুল ঈমান কিতাব সম্পর্কে তার প্রণীত "ফতোয়ায়ে রশিদীয়া নামক কিতাবের ৪১ পৃষ্ঠার লিখেন -

كتاب تقويه الايمان نهايت عمده اور سچى كتاب اور موجب قوت واصلاح ايمان كى ہے اورقرآن وحديث كا مطلب پورا اس ميں ہے- اس كا مولف ايك مقبول بنده تها -

অর্থ-"তাকভীয়াতুল ঈমান" গ্রন্থটি অতি উত্তম এবং সত্য কিতাব। ঈমানের সংশোধনী এবং শক্তি প্রদানকারী এবং এতে কোরআন হাদীছের মর্ম সম্পূর্ণ রূপে রয়েছে। এ কিতাবের (তাকভীয়াতুল ঈমানের) সংকলক (ইছলাঈল দেহলভী) একজন মকবুল বান্দা ছিলেন।"

ফতোয়ায়ে রশিদায়ার ৪১ পৃষ্ঠায় আরো লেখা রয়েছে -

كتاب تقوية الايمان نهايت عمده كتاب ہے اور شرك وبدعت ميں لاجواب ہے- استدلال اس كے باالكل كتاب الله اور احاديث سے ہيں اسكا ركھنا اور پڑھنا اور عمل كرنا عين اسلام ہے اور

موجب اجر كا ہے اس كے ركھنے كو جوبرا كہتا ہے وه فاسق اوربد عتى ہے-

অর্থ ঃ তাকভীয়াতুল ঈমান গ্রন্থটি অতি উত্তম কিতাব। উহা শিরক ও বিদ্‌য়াতের খন্ডনে লা-জওয়াব এবং উহার দালাইল সম্পূর্ণ কোরআন হাদীছ হতে গৃহীত। উহাকে (তাকভীয়াতুল ঈমান কিতাবকে) প্রত্যেকের নিকট রাখা, পড়া এবং আমল করাই প্রকৃত ইসলাম এবং ছোয়াবের কাজ। এই কিতাবকে সংরক্ষিত রাখাকে যারা মন্দ বলে, তারা ফাছিক ও বিদয়াতী (নাউযুবিল্লাহ)

রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব ফতোয়ায়ে রশিদিয়া ৪৪ পৃঃ বলেন -

بنده كے نزديك سب مسائل اس كے صحيح ہيں اگر چه بعض مسائل ميں بظاہر تشدد ہے اورتوبه كرنا ان كا بعض مسائل سے محض افترا اہل بدعت كا ہے -

অর্থাৎ তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবের সমস্ত মাছায়েল আমার নিকট ছহী শুদ্ধ। যদিও বাহ্যিক ভাবে কোন কোন মাছায়েল কঠোরতা হয়েছে। আর ইছমাইল ছাহেব কোন মাছায়েল থেকে তওবা করেছেন এ খবর বিদআতীদের অপবাদ মাত্র।

অনুরূপ দেওবন্দী ওহাবী মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব তার লিখিত 'এমদাদুল ফতোয়া' নামক কিতাবের ৪র্থ খন্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায় তাকভীয়াতুল ঈমান' প্রসঙ্গে বলেন -

تقوية الايمان ميں بعض الفاظ جو سخط واقع ہو گئے ہيں تواس زمانه كى جہالت كا علاج تها-

অর্থাৎ "তাকভীয়াতুল ঈমান কিতাবের মধ্যে কোন কোন শব্দ যা শক্ত হয়েছে, তা ঐ যুগের জেহালত বা মূর্খতার চিকিৎসা ছিল।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

উল্লেখ্য যে 'ইয়া নবী ছালাম আলাইকা' পুস্তিকার ৮০ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ "শীর্ষ স্থানীয় উলামায়ে দেওবন্দ যেমন হাকীমুল উম্মত হজরত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী, ফকীহুল উম্মত হজরত আল্লামা রশীদ আহমদ গাংগুহী,,

মোট কথা হলো ওলীপুরী সাহেবের দোসর তথা কথিত মুফতী তালিব উদ্দিন সাহেব এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, স্বদেশী বিদেশী দেওবন্দীদের শীর্ষস্থানীয় আলেম হচ্ছেন দুইজন (এক) হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (দুই) ফকিহুল উম্মত রশীদ আহমদ গাংগুহী।

তাদের হাকীমুল উম্মতের মতে বিতর্কীত "তাকভীয়াতুল ঈমান" হচ্ছে যুগের জেহালত বা মূর্খতার চিকিৎসা, এবং তাদের ফকীহুল উম্মত গাংগুহী সাহেবের মতে "তাকভীয়াতুল ঈমান" কিতাবকে রাখা, পাঠ করা এবং আমল করা হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম।

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবে লিখিত একটি ঘৃণ্য আক্বীদা হলো-রাছুলে পাক (সঃ)-এর তাজীম বড় ভাইয়ের মত করতে হবে। (নাউজুবিল্লাহ) এই ঘৃণ্য আক্বীদায় বিশ্বাসী হচ্ছেন স্বদেশী-বিদেশী সকল দেওবন্দীদের গুরুঠাকুর থানবী ও গাংগুহী সাহেবেদ্বয়েরও।

বর্তমানে নব্য ওহাবী ওলীপুরীর দোসর সেজে তথাকথিত মুফতী তালিব উদ্দিন, ওলীপুরীকে ওহাবীয়ত থেকে মুক্ত করার ব্যর্থ উদ্দেশ্য নিয়ে, তদীয় "ইয়া নবী সালাম আলাইকা" পুস্তিকার ৯৭ ও ৯৮ পৃষ্টাদ্বয়ে, তাদের তাত্ত্বিক গুরু ইছমাঈল দেহলভীর লিখিত 'তাকভিয়াতুল' ঈমান কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহর রাছুল (সঃ) কে 'বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে' এ ঘৃণ্য আক্বীদা প্রকাশ করে, সে নিজেই স্বীকার করেছে যে, এ আক্বীদা অবশ্য হজরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়াত কৃত হাদীছে রয়েছে।

অপর দিকে দেওবন্দীদেরকে এ ঘৃণ্য আক্বীদা থেকে মুক্ত রেখে কেবল একটি পক্ষের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ওলীপুরী বা দেওবন্দীদের সংগে ইছমাঈল দেহলভীর যে আক্বীদাগত সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা ইতিপূর্বে সপ্রমাণে উল্লেখ করেছি। তারা একে অপরের বন্ধু, যেন একই মুদ্রার এপিট ওপিট। কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, নব্য ওহবী ওলীপুরীদের বেলায় সে কথাই প্রযোজ্য।

"ইয়া নবী সালাম আলাইকা" পুস্তিকায় ওলীপুরীর পরিচয় গোপন রাখার তদবির স্বরূপ বলা হয়েছে।

"এতে দেওবন্দী আলেমগণের ওলীপুরী সাহেবের কি আসে যায়?" (উক্ত পুস্তিকার ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর ও হাস্যকর। কেননা এর যথার্থ উত্তর হলো এই এতে গোমরাহী আসে ও ঈমান চলে যায়।

হাদীছের অপব্যাখ্যায় ইছমাঈল দেহলভী মাহ্‌বুবে খোদাকে ভাই বলার দুঃসাহস

মৌলভী ইছমাঈল দেহ্‌লভী 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবে যে হাদীছের অপব্যাখ্যা করে "রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-কে বড় ভাইয়ের মত তা'জীম করতে হবে বলে দাবী করেছে, নিম্নে এ হাদীছ খানার সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করা হলো-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيْرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ اَصْحَابُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ(مشكوة شريف صـ٢٨٢) -

অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনিন হজরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের একটি ছোট জামায়াতে ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি উষ্ট্রী এসে তাঁকে (আল্লাহ্‌র হাবীবকে) ছিজ্‌দা করল। ইহা দেখে উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্ চতুষ্পদজন্তু ও বৃক্ষরাজি আপনাকে ছিজদা করে থাকে। কাজেই আপনাকে ছিজদা করার ব্যাপারে ওদের চেয়ে আমরাই অধিক হকদার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এতদ্ শ্রবণে মাহ্বুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করলেন – اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَا كُمْ (উ'বুদু রাব্বাকুম ওয়া আকরিমু আখাকুম) তোমরা তোমাদের রব বা প্রতিপালকের এবাদত কর এবং তোমাদের ভাইয়ের (যারা কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে একারণে ভাইয়ের সম্পর্ক হয়েছে, ছোট ভাই বড় ভাইয়ের) সম্মান কর।(মিশকাত শরীফ ২৮৩ পৃঃ)

উক্ত হদীছ খানার অপব্যাখ্যা করে ইছমাঈল দেহ্লভী তদীয় "তাকভীয়াতুল ঈমান" কিতাবের ৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছে-

سو فرما یا کہ بندگی کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو اپنے بھائی کی ف یعنی انسان آپسمیں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اسکے بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے –

অর্থঃ "হুজুর এরশাদ করেন তোমরা তোমাদের রবের বন্দেগী কর এবং তোমাদের ভাইয়ের তা'জীম কর।

ইছমাঈল দেহলভী ف (ফা) লিখে তার নিজের পক্ষ থেকে হাদীছ শরীফের অপব্যাখ্যা করে লিখছেন, অর্থাৎ মানুষ পরস্পর ভাইভাই। যিনি বুজুর্গ তিনি বড় ভাই। অতএব তাকে (রাছুলে পাককে) বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করিও।"

মৌলভী ইছমাঈল দেহ্লভীর এ মনগড়া ব্যাখ্যার অসারতা প্রমাণ কল্পে উক্ত হাদীছ শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা পাঠক সমাজের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, শরিয়তের দলীল চারটি কোরআন, ছুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।

কোরআনে পাকের আয়াতে করীমা দ্বারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর সম্পর্ক উম্মতের সাথে কি? তা সর্ব প্রথমেই দেখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা কালামে পাকে এরশাদ করেন-

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ –

অর্থাৎ "নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ঈমানদার গণের প্রানের চেয়েও অধিক নিকটে এবং তাঁর স্ত্রীগণ সমস্ত মু'মীনের মা।"

তাফছীরে মাদারিক ও তাফছীরে রুহুল বয়ান নামক কিতাবে অত্র আয়াতে করীমার তাফছীরে উল্লেখ রয়েছে-

وَفِىْ قِرَاَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ –

অথাৎ "হজরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) এর কেরাতে আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ঈমানদারগণের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে এবং তিনি (মাহবুবে খোদা) হচ্ছেন মু'মিনগণের পিতা।"

আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুছী বাগদাদী (রাঃ) উক্ত আয়াতে করিমার ব্যাখ্যায় বায়হাকী শরীফ থেকে তদীয় "তাফছীরে রুহুলমায়ানী" কিতাবে উল্লেখ করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ كَانَ يَقْرَاُ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ –

অর্থাৎ "রঈছুল মুফাচ্ছিরীন হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি (ইবনে আব্বাছ) কেরাত পড়তেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ঈমানদারগনের নিকট তাদের প্রাণের চাইতেও অধিক নিকটে এবং তিনি (মাহবুবে খোদা) তাদের (মু'মিনগণের) পিতা এবং তাঁর স্ত্রীগণ উম্মতের মাতা।"

হিজরী নবম শতাব্দির মুজাদ্দিদ আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন ছুয়ুতী (রঃ) তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ "তাফছীরে দুররে মনছুর" নামক কিতাবে উক্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাছ, মুজাহিদ ও হাছান (রাঃ) প্রমুখ থেকে অনুরূপ কেরাত – وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ – উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ আল্লাহর হাবীব উম্মতের দ্বীনি পিতা)

উপরন্তু "তাফছীরাতে আহমদীয়া" নামক কিতাবের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা জিউন (রাঃ) বলেন-

وَقُرِئَ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ اَىْ فِى الدِّيْنِ لِاَنَّ كُلَّ نَبِىٍّ فَهُوَ اَبٌ لِاُمَّتِهٖ لِذَالِكَ كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةً –

অর্তাৎ "এক কেরাতে রয়েছে তিনি মু'মিনদের দ্বীনি পিতা। কেননা প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতের পিতা। এজন্যই মু'মিনদের পরস্পরিক সম্পর্ক হলো ভাই ভাই।"

অনুরূপ "তফছীরে আবুছ্ ছউদ" নামক কিতাবের ৪র্থ জিলদের ৯১ পৃষ্টায় উল্লেখ রয়েছে -

وَقُرِئَ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ اَىْ فِى الدِّيْنِ فَاِنَّ كُلَّ نَبِىٍّ اَبٌ لِاُمَّتِهٖ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ اَصْلٌ فِيْمَا بِهِ الْحَيَاةُ الْاَبَدِيَّةُ وَكَذَالِكَ صَارَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَةً –

অর্থাৎ "এক কেরাতে রয়েছে যে, তিনি মু'মিনদের দ্বীনিপিতা। এমন কি প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতের (দ্বীনি) পিতা। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হায়াতে আবদী বা চিরজীবি হিসেবে উম্মতের আছল বা মূল। এজন্যই মু'মিনদের মধ্যে পরস্পরে ভাইয়ের সম্পর্ক হয়েছে।"

ঠিক তেমনি "তাফছীরে মাদারিক" নামক কিতাবে আরো উল্লেখ রয়েছে ঃ

قَالَ مُجَاهِدٌ كُلُّ نَبِىٍّ اَبُوْا اُمَّتِهٖ وَلِذٰلِكَ صَارَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَةً لِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْهُمْ فِى الدِّيْنِ

অর্থাৎ "মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতের পিতা হিসেবে পরিগণিত। এজন্যই মু'মিন দের পারস্পরিক সম্পর্ক হলো ভাইভাই। কারণ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম উম্মতের দ্বীনি পিতা।"

মিশকাত শরীফ বাবে আদাবুল খালা অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এ প্রসঙ্গে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, আল্লাহর নবী এরশাদ করেন-

اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ اُعَلِّمُكُمْ الخ –

অর্থাৎ "পিতা যেমন পুত্রের জন্য আমি তেমনি তোমাদের জন্য। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করি।"

উপরোল্লিখিত আয়াতে করীমা এবং এর তাফছীর সমূহের বর্ণনার দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হলো, মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম উম্মতের দ্বীনি পিতা এবং তাঁর স্ত্রীগণ উম্মতের দ্বীনি মাতা।

পক্ষান্তরে দেওবন্দী ওহাবীদের গুরুঠাকুর ইছমাঈল দেহলভীর মতে "মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর তা'জীম বড় ভাইয়ের মত করতে হবে।"

এই আক্বীদা কোরআন-ছুন্নাহ বিরোধী চরম গোমরাহী ও বেয়াদবী।

হাদীছের অংশ – اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ – এর সঠিক অর্থ হলো তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তোমাদের সাথীর (যারা কলেমা পড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাছুলের প্রতি ঈমান এনেছ ছোট বড় কে) সম্মান কর।

হাদীছাংশের এরূপ সঠিক অর্থ গ্রহণ করলে মুহ্কাম আয়াতে করীমাও অপর ছহীহ হাদীছের সঙ্গে অর্থগত কোন বিরোধ বা تَعَارُض (তায়ারোজ) সৃষ্টি হয় না।

অপর দিকে ইছমাঈল দেহলভী উপরোক্ত হাদীছের অপব্যাখ্যা করে "তাকভীয়াতুল ঈমান" কিতাবে লিখেছে -

يعنى انسان آپسمیں سب بھائی ہیں جو بڑا

pdf By Syed Mostafa Sakib

بزرگ ہو وہ بڑ ابھا ئی ہے سوا سکے بڑے بھا ئی کی سی تعظیم کیجئے -

অর্থাৎ "মানুষ পরস্পর ভাইভাই, যিনি বড় বুজুর্গ তিনি বড় ভাই, সুতরাং তাঁকে (রাছুলে পাককে) বড় ভাইয়ের মত তা'জীম করতে হবে।"

হাদীছের এধরণের বিরোপ অর্থ গ্রহণ করলে উল্লেখিত আয়াতে করিমার ও অপর ছহীহ হাদীছের সাথে সরাসরি تعارض (তায়ারোজ) বা বিরোধের সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায় আল্লাহর হাবীব। নিজেই এরশাদ করেছেন-

اِذَا بَلَغَكُمْ مِنِّىْ حَدِيْثٌ فَاعْرِضُوْهُ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنْ وَافَقَهُ فَاقْبَلُوْهُ وَاِلَّا فَرُدُّوْهُ -

অর্থাৎ "নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমাদের কাছে আমার কোন হাদীছ পৌঁছে তখন উহাকে আল্লাহর কালামের সহিত মিলিয়ে দেখো। যদি উহা কোরআনের সাথে মুয়াফিক বা সঙ্গতি পূর্ণ হয়, তাহলে তা গ্রহণ করো, অন্যথায় তা বর্জন করো।" (তাফছীরাতে আহমদীয়া ৩য় পৃষ্ঠা)

অতঃপর মুল্লাহ্ জিউন (রাঃ) তদীয় "তাফছীরাতে আহমদীয়া" কিতাবে অত্র হাদীছের প্রেক্ষাপটে লিখেন -

فَفِى الْقُرْاٰنِ تَصْدِيْقُ كُلِّ حَدِيْثٍ وَرَدَعَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

অর্থাৎ "নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম থেকে পেশকৃত সকল হাদীছের সত্যায়ন কোরআনে পাকে রয়েছে।

মুদ্দা কথা হলো যে, সকল হাদীছ কোরআনে পাকের মুহকাম আয়াতের পরিপন্থী নয় বরং কোরআনে পাকের মুহকাম আয়াতের মুয়াফিক বা সঙ্গতি পূর্ণ হয়, তাহাই গ্রহণীয় অন্যথায় বর্জনীয়।

সুতরাং মৌলবী ইছমাঈল দেহ্‌লভীর বর্ণনাকৃত হাদীছ, তার নিজস্ব ব্যাখ্যানুসারে "মাহবুবে খোদাকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে" এ দাবী করা মুহকাম আয়াত ও ছহীহ্ হাদীছের পরিপন্থী বিধায় ইহা বর্জনীয়। ফলে তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ যেহেতু ইসমাঈল দেহলভীর পেশ কৃত হাদিছখানা خبر واحد আক্বীদার বেলায় خبر واحد(খবরে ওয়াহিদ) দলীল হিসাবে গ্রহণ যোগ্য হয় না।

তৃতীয়ত ঃ উক্ত হাদীছ শরীফের এবারত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়না যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আমাদের ভাই বা তাঁকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে। কারণ ছাহাবায়ে কেরামগণ যখন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-কে ছিজদা করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন তিনি জবাবে اُسْجُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَنَا اَخُوْ كُمْ فَاكْرِمُوْنِىْ (তোমরা তোমাদের প্রতিপালক কে ছিজদা কর এবং আমি তেমাদের ভাই আমাকে সম্মান কর) এই কথা বলেন নাই বরং اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَا كُمْ - (তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কর এবং তোমাদের ভাইকে সম্মান কর) বলেছেন।

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহও আল্লাহ্‌র রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর উপর ঈমান আনার দরুণ পরস্পরের মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক হয়েছে যেমন "তাফছীরে মাদারিক" নামক কিতাবে - وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে -

قَالَ مُجَاهِدٌ كُلُّ نَبِىٍّ اَبُوْاُمَّتِهٖ وَلِذٰلِكَ صَارَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَةً لِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْهُمْ فِى الدِّيْنِ -

অর্থাৎ "মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক নবীই আপন উম্মতের পিতা হিসাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরিগণিত। এ জন্য মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক হলো ভাই-ভাই। এ জন্য যে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম উম্মতের দ্বীনি পিতা।"

সুতরাং এক ভাই অপর ভাইকে সম্মান প্রদর্শন কর কিন্তু কোন প্রকার ছিজদা করোনা কারণ উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য একে অপরকে সম্মানার্থে ছিজদা করা হারাম। আর ছিজদায়ে তা'য়াব্বুদী বা এবাদতের নিয়তে আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ছিজ্‌দা শির্‌ক।

চতুর্থতঃ আর যদি اخاكم (তোমাদের ভাই) এর মধ্যে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-কেও ধরে নেয়া হয়, তবে বুঝতে হবে যে, তিনি তাওয়াজু বা নম্রতা দেখানোর জন্য নিজেকে اخاكم (তোমাদের ভাই) বলেছেন যেমন মিশকাত শরীফের হাশিয়া ২৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

قَوْلُهُ اَخَاكُمْ يُرِيْدُ نَفْسَهُ الْكَرِيْمَةَ تَوَاضُعًا –

অর্থ- নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর বাণী اَخَاكُمْ (তোমাদের ভাই) দ্বারা তিনি নিজ নফছে করীমা বা পবিত্র সত্তাকে নম্রতা দেখানোর উদ্দেশ্য করে বলেছেন। সুতরাং اَخَاكُمْ (তোমাদের ভাই) ছরকারে কায়েনাতের এ ফরমান দ্বারা তাকে ভাই বলে সাম্বোদন করতে হবে এবং তাঁকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে (নাউজুবিল্লাহ্) ইহার অনুমতি কোথায়?

সুক্ষ্ম কথা হলো-আক্বাঈদ সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনিত হতে চাইলে কেবল খবরে ওয়াহিদ অগ্রহণ যোগ্য, এটা উছুলের ধারা। তবে হাঁ কোরআন শরীফের মুহকাম আয়াতে করীমার তাফছীরের অনুকূলে খবরে ওয়াহিদ দলীল হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু কোন মুহকাম আয়াতে করীমার প্রতিকূলে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা দলীল পেশ করলে তা অগ্রহণ যোগ্য হবে।

আলোচিত হাদীছের বিষয় বস্তু যেহেতু আক্বীদা সংক্রান্ত, তাই এ হাদীছ দারা দলীল পেশ করা শুদ্ধ হবেনা। এ হাদীছ শরীফ যেহেতু খবরে

ওয়াহিদ, সুতরাং দলীল পেশ করে আল্লাহ্‌র হাবীবের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্ক করা ও তাকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে, এ আক্বীদা পোষণ করা চরম গোমরাহী বই কিছুই নয়। শুদ্ধ আক্বীদা হলো আল্লাহ্‌র হাবীব সকল উম্মতের দ্বীনি পিতা।

প্রকাশ থাকে যে, আরবী اخ (আখুন) শব্দটি ভাই অর্থ ব্যতিত অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে যথাঃ صديق (ছাদীক) বিশ্বস্ত বন্ধু دوست (দস্ত) বন্ধ صاحب (ছাহেব) সাথী ইত্যাদি। (লোগাতে ছুরাহ কামুছ)

অতএব আলোচ্য হাদীছ শরীফ এর – اَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ অংশের সঠিক অনুবাদ হলো "তোমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু বা সাথীর সম্মান কর" গ্রহণ করলে আর কোন জটিলতার সৃষ্টি হয়না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ইংরেজের দালালীতে ইছমাঈল দেহ্‌লভীর ভূমিকা

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, "তাকভীয়াতুল ঈমান" নামক কিতাব খানা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে সারা ভারত বর্ষে মুছলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা ও চরম মতানৈক্যের সূচনা ঘটে।

ভারতীয় মুসলমানগন যখন ইংরেজ কোম্পানীর বিরোদ্ধে সোচ্চার হয়ে আজাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, ঠিক তখনই ইছমাঈল দেহলভী ষড়যন্ত্র মূলক ভাবে "তাকভীয়াতুল ঈমান" রচনা করে অন্তর্দ্বন্ধ সৃষ্টি করে আন্দোলনের অগ্রযাত্রার মূলে কুঠারাঘাত হানে।

বাতীল আক্বীদাপূর্ণ "তাকভীয়াতুল ঈমান" কিতাবটি প্রকাশের পরে নবী প্রেমিক মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্দাহ সৃষ্টি হয়। ক্ষোভে ফেটে পরে ইমানদার মুছলমান সম্প্রদায়। লেখক নিজেও বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিব হাল ছিলেন। এজন্য তিনি ভবিষ্যদ্বানী করে ছিলেন, যা তার উত্তর সূরী আশরাফ আলী থানবী 'আরওয়াহে ছালাছা' নামক কিতাবের ৭৪ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন-

pdf By Syed Mostafa Sakib

১) মীর্জা হায়রত দেহলভী প্রণীত "হায়াতে তাইয়্যিবা" নামক মৌলবী ইছমাঈল দেহলভীর জীবনী গ্রন্থে (২৭১ পৃঃ মাতবায়ে ফারুকী) উল্লেখ আছে -

کلکتہ میں جب مولانا اسمعیل نے جہاد کاوعظ فرمانا شروع کیااور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی تو ایك شخص نے در یافت کیا آپ انگریزوں پر جہاد کا فتوی کیوں نہي دتے؟ اپ نے جواب دیا ان پر جہاد کر نا کسی طرح واجب نہیں ایك تو ہم ان کی رعیت ہیں دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے اداکر نے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے ہمیں ان کی حکومت میں ہرطرح ازادی ھے بلکہ اگران پر کوئی حملہ وارھو تو مسلمانوں پر فرض ھے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ برطانیہ پرآنچ نہ آنے دیں -

অর্থাৎ "মাওলনা ইছমাঈল দেহলভী যখন কলিকাতায় জেহাদ সংক্রান্ত ওয়াজ শুরু করলেন এবং শিখদের অত্যাচার সম্পর্কে বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার ফত্ওয়া দিচ্ছেন না কেন? তিনি (মৌলবী ইছমাঈল দেহ্লভী) উত্তরে বল্লেন, তাদের বিরুদ্ধে (ইংরেজদের বিরুদ্ধে) কোন অবস্থাতেই জেহাদ করা ওয়াজিব নয়।

একদিকে আমরা হচ্ছি তাদের প্রজা। অপর দিকে আমাদের ধর্মীয় কোন কাজ সম্পন্ন করতে তারা কোন বাধা দিচ্ছেন না। তাদের শাসনে (ইংরেজ শাসনে) আমাদের সর্ব প্রকার স্বাধীনতা রয়েছে। যদি ইংরেজদের উপর

میں نے یہ کتاب لکھی ھے اورمیں نے جانتا ہوں کہ اسمیں بعض جگہ زرا تیزا لفاظ اگئے ھیں اوربعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ھے مثلاان امور کو جو شرك خفی تھے شرك جلی لکھدیاگیا ھے ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ھے کہ اسکی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی -

অর্থাৎ "আমি (ইসমাঈল দেহলভী) এই কিতাবটি (তাকভীয়াতুল ঈমান কিতাবটি) লিখেছি এবং জানি এর কোন কোন স্থানে সামান্য শক্ত কথা এসে গেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সীমালঙ্গন হয়ে গেছে।

যেমন যেসব বিষয় শিরকে খফী সেগুলোকে আমি শিরকে জলী লিখে দিয়েছি এই কারনে আমি মনে করি এই কিতাবটি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে অবশ্যই গোলমাল বা বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে।"

সম্মানীত পাঠক বৃন্দ! ইছমাঈল দেহলভী ছাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জেনে শুনে উদ্দেশ্য মুলকভাবে যা শিরকে জলী (সুস্পষ্ট শিরক) নয় অথচ তিনি উহাকে শিরকে জলী (সুস্পষ্ট শিরক) লিখে দিয়েছেন এবং তিনি নিজেই স্বীকার করলেন, এটা প্রকাশ হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিবে তাহলে স্বভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে এই কিতাবটি লিখার কারণ কি? যা সুস্পষ্ট শিরক নয়, তা সুস্পষ্ট শিরক বললেন কেন? এর জবাবে আমরা বলব, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করা এবং তাদের মন মস্তিস্ককে আজাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া। কারণ তিনি ছিলেন ইংরেজদের মদদপুষ্ট দালাল।

মৌলবী ইছমাঈল দেহ্লভী ইংরেজদের পক্ষে এবং আজাদী আন্দোলনের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ছিলেন। নিম্নে ইছমাঈল দেহলভী ছাহেবের বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন বহিঃশত্রু আক্রমন করে, তখন এদেশীয় মুসলমানদের উপর ফরজ তারা যেন আক্রমন কারীদেরকে প্রতিহত করে এবং ইংরেজ সরকারের যেন কোন ক্ষতি করতে না পারে।

উল্লেখ্য যে মীর্জা হায়রত দেহলভী প্রণীত হায়াতে তাইয়্যিবা কিতাবের গ্রহণ যোগ্যতা সম্পর্কে মাওলানা মঞ্জুর নোমানী সাহেব "মাসিক আল-ফুরকান ১৩৫৫ হিঃ শহীদ সংখ্যা ৫১ পৃষ্টায় বলেন ঃ

کتاب مرزا حیرت مرحوم کی حیات طیبہ ھے جو شاہ اسمعیل شہید کی نہا یت مبسوط سوانح عمری ھے –

অর্থাৎ "মীর্জা হায়রত দেহলভী লিখিত 'হায়াতে তাইয়্যিবা' শাহ ইছমাঈল দেহলভীর জীবনী হিসাবে অত্যন্ত মজবুত গ্রন্থ।"

২) মুনশী মোহাম্মদ জাফর থানছিরী প্রণীত "ছাওয়ানেহে আহমদী" নামক গ্রন্থের ৪৭ পৃঃ উল্লেখ আছে -

یہ بھی صحیح روایت ھے کہ اثنا ئے قیام کلکتہ میں جب ایک روز مولانا محمد اسمعیل دھلوی وعظ فرما رھے تھے ایک شخص نے مولانا سے یہ فتوی پوچھاکہ سر کارا نگریزی پر جھاد کرنا درست ھے یا نہیں؟ اس کے جواب میں مولا نا نے فرما یا کہ ایسی بے روریا اورغیر متعصب سر کار پر کسی طرح بھی جھاد دروست نہیں –

অর্থাৎ "ইহাও একটি ছহী বর্ণনা যে, কলিকাতা অবস্থান কালে একদা মাওলানা ইছমাঈল দেহলভী ওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি মাওলানা (ইছমাঈল দেহলভী) সাহেবকে ফত্ওয়া জিজ্ঞাসা করল, ইংরেজ সরকারের

বিরুদ্ধে জেহাদ করা সঠিক কি না? প্রতি উত্তরে মাওলানা (ইছমাঈল দেহলভী) বল্লেন, এ ধরণের সচেতন এবং সংস্কারক সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা কোন অবস্থাতেই সঠিক নয়।"

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে সুষ্টাভাবে প্রমাণিত হলো যে, মৌলবী ইছমাঈল দেহলভী ইংরেজ বিরোধী মুজাহিদ ছিলেন না। বরং সঠিক ইতিহাস হলো এই, তিনি ভারতীয় পাঠান মুসলমান ও শিখদের বিরুদ্ধেই জেহাদ করেছিলেন। তার দৃষ্টিতে পাঠান ছুন্নী মুসলমানগণও শিখদের ন্যায় মুশরিক ছিল। যেমন খারিজীরা হজরত আলী (রাঃ) কে মুশরিক মনে করে শহীদ করেছিল। তদ্রুপ 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাবের ফত্ওয়া মোতাবিক পাঠান ছুন্নী মসলমানগণকে শিখের ন্যায় মুশরিক মনে করে অকাতরে শহীদ করা হয়েছিল। যার প্রধান নায়ক ছিলেন মৌলবী ইছমাঈল দেহলভী।

এ প্রসঙ্গে এম আর আখতার মুকুল কতৃক লিখিত "কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি" পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, "ওহাবী ও শিখদের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষেরই শক্তি ক্ষয় হোক এটাই ইংরেজদের কাম্য ছিল। এই প্রেক্ষিতে ১৮৩১ সালে ও ওহাবী নেতা ..... এবং ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিং এর মৃত্যুর পর লর্ড ডাল হেউসী একে একে পাঞ্জাব ও সিন্ধু এলাকা ইংরেজ রাজত্বের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়"

এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হলো মৌলভী ইছমাঈল দেহলভীর আন্দোলনের দ্বারা ইংরেজরাই ষোলআনা বেনিফিশিয়ারী হয়েছে এবং তাদের রাজত্বের পরিধি ও শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। অপর দিকে এই আন্দোলনের দ্বারা মুসলমানদের জান মালের অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল।

মাহবুবে খোদার শানে দেওবন্দী চার নেতার জঘন্য উক্তি

মু'মিন মুসলমানদের ঈমান হলো রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর প্রতি প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। একজন মু'মিনের প্রধান মিশন হচ্ছে রাছুল প্রেমে উজ্জিবিত হয়ে আল্লাহর দ্বীনকে এ ধরাধামে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক জেহাদী তৎপরতায় নিয়োজিত থাকা। এ উপমাহাদেশে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মু'মিন মুসলমানগণকে তাদের এই মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার জন্য ইছমাঈল দেহলভীকে বেছে নেয়, কুচক্রী ইংরেজ শাসক বেনিয়ারা।

ইংরেজদের ধারণা ছিল, মুসলমানদের মূল ধারা রাছুল প্রেম থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করতে পারলেই তাদের উদ্দেশ্য সফলকাম হবে। তাই ইছমাঈল দেহলভীর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টির মানসে, ধর্মের নামে আল্লাহর রাছুলের মান হানীকর বিভিন্ন উক্তি রচনা করিয়ে ইংরেজরা তাদের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে, কাটা দিয়ে কাটা তুলতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে ইছমাইল দেহলভীর উত্তরসূরী দেওবন্দী আলেমগণ তার অপতৎপরতাকে অব্যাহত রাখে। তাদের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছেন, কাশেম নানাতবী, রশীদ আহমদ গাংগুহী, খলিল আহমদ আম্বেটুবী ও আশরাফ আলী থানবী প্রমুখ।

জঘন্য উক্তি (এক) ঃ

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা, মৌলবী কাসেম নানাতুবী তদীয় "তাহ্জিরুন নাছ" নামক কিতাবের ৩য় পৃষ্ঠায় লিখেন -

عوام کے خیال میں تو رسول اللّٰہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ سب میں اخر نبی ھیں- مگرا ھل فھم پررو شن کہ تقدم یا تأ خرزما نہ میں بالذات کچہ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ولکن رسول اللّٰہ وخاتم النبین فرما نا اس صورت میں کیو نکر صحیح ہو سکتا –

অতঃপর "তাহ্জিরুন্নাছ" কিতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখেন -

بلکہ با لفرض آپ کے زما نہ میں بھی کھیں اورکو ئی نبی ہو جب بھی آپ کاخاتم ہو نا بدستور باقی رہتا ہے –

এরপর "তাহ্জিরুন্নাছ" কিতাবের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেন-

بلکہ اگر با لفر ض بعدزما نہ نبوی بھی کوکوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچہ فرق نہ آئے گا –

অর্থাৎ (কাসেম নানাতুবী সাহেব লিখিত ভাবে বলতেছেন)

(ক) "জন সাধারণের খেয়াল তো রাসুলুল্লাহ্র 'খাতিম হওয়া' এ অর্থেই যে, তিনি সর্ব শেষ নবী। কিন্তু আহ্লে ফহম বা জ্ঞানী লোকদের নিকট একথা সুস্পষ্ট যে, জমানা বা কালের অগ্রবর্তী হওয়া পরবর্তী হওয়ার মধ্যে মূলত কোন ফজীলত বা প্রাধান্য নেই।" (নাউজুবিল্লাহ্)

(খ) "বরং ধরেনিন আল্লাহ্র হাবীবের জমানায়ও যদি কোথাও কোন নবী আসতো, তথাপি হুজুর খাতম হওয়া রিতিমত বহাল থাকতো।" (নাউজুবিল্লাহ্)

(গ) "বরং ধরেনিন নবী করীমের জমানার পরও যদি কোন নবী পয়দা হয়, তবুও 'খাতামিয়াতে মুহাম্মদী' তে কোন পার্থক্য দেখা দেবেনা।"

উপরোক্ত তিনটি এবারতের সার তত্ত্ব হলো এই-

(এক) প্রথম এবারত দ্বারা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কাসেম নানাতুবী সাহেব خاتم النبین (খাতামান্ নাবীয়্যিন) আয়াতাংশের প্রকৃত অর্থ যে আল্লাহ্র নবী সর্ব শেষ নবী, এ সর্বসম্মত সঠিক অর্থকে অস্বীকার করে বলেছেন ইহা সাধারণ লোকের আক্বীদা। জ্ঞানী গুনীদের আক্বীদা নয় অর্থাৎ নানাতুবী সাহেব আল্লাহর হাবীবকে সর্ব শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করলেন। (নাউজুবিল্লাহ্)

(দুই) দ্বিতীয় এবারতের সারতত্ব হলো. নানাতুবী সাহেব বলেন রাছুলের যুগে ও যদি কেথাও কোন নবীর আবির্ভ , তবে নবীর 'খাতাম' হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য আসবেনা অর্থাৎ 'খাতামান্ নাবীয়্যিন' এর অর্থ যে সর্ব শেষ নবী কাসেম নানাতুবী তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। (নাউজুবিল্লাহ্)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(তিন) তৃতীয় এবারতের সারতত্ব হলো নানাতুবী সাহেব বলতেছেন, রাছুলের যুগের পরও যদি কোন নবীর আবির্ভাব হয় তখন ও খাতিমিয়তে মুহাম্মদীর মধ্যে কোন পার্থক্য আসবেনা অর্থাৎ তিনি 'খাতাম' শব্দের অর্থ সর্ব শেষ এনকার করে নবী করীম (দঃ)-কে সর্বশেষ নবী অস্বীকার করলেন এবং অন্যান্য নবী আগমণের সম্ভাবনা রয়েছে বলে ও দুঃসাহস দেখালেন। (নাউজুবিল্লাহ)

এক কথায় আল্লাহর হাবীব যে সর্ব শেষ নবী কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেননা, আসতেও পারেননা, এ শুদ্ধ আক্বীদাকে নানাতুবী সাহেব অস্বীকার করে আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ হয়ে গেলেন।

পক্ষান্তরে আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াত তথা ছাহাবায়ে কেরাম তা'বেঈন, তবয়ে তা'বেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, চার মাজহাব ও চারি তরীকার ইমামগণ ও তাদের অনুসারী সহ দুনিয়ার সমস্ত মুছলমানের আক্বীদা হলো আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সর্ব শেষ নবী, তার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব হবেনা। যদি কোন ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত নবুয়তের দাবী করে সে দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদী। যেমন পাঞ্জাবের গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। সে নিজেকে নবী দাবী করেছিল। এজন্য সকল মুসলমানের ঐক্যমতে সে কাফের ও দাজ্জাল। (ফতোয়ায়ে হুছামুল হেরমাইন দ্রঃ)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌পাক কালামে পাকে এরশাদ করেন -

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ –

অর্থাৎ "হ্যাঁ বরং, তিনি আল্লাহর রাছুল এবং সর্বশেষ নবী।" উপরোক্ত আয়াতে خاتم (খাতাম) শব্দটি মুফাছ্ছিরীনে কেরামের মতে দু'কেরাতে পড়া যায়। ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের কেরাতে خاتم (খাতাম) এর تاء (তা) এর উপর যবর রয়েছে। অন্যান্য ইমামগণের কেরাতানুযায়ী উক্ত تاء জের বিশিষ্ট কিন্তু উভয়ের অর্থ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ নবীগনের

আগমনের সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা উভয় কেরাতের অবস্থায় تاء (তা) শব্দের একই অর্থ হলো শেষ বা সমাপ্তি।

আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থে ও ব্যবহার হয়ে থাকে। কেননা মোহরাঙ্কিত কোন বস্তুর পরিপূর্ণ হিসাবে সিল গালা করে ইহাকে আবদ্ধ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ কোন বস্তু বা বিষয়াদির সর্ব শেষেই মোহরাঙ্কিত করা হয়। এই মোহরকেও শেষ করার অর্থকেই বুঝায়। যের ও যবর বিশিষ্ট خاتم (খাতাম) শব্দটি উপরোল্লিখিত উভয় অর্থই কামুস, ছিহহা, লিসানুল আরব, তাজুল উরুস প্রভৃতি শীর্ষ স্থানীয় আরবী অভিধানে উল্লেখ রয়েছে।

বর্ণিত আয়াতের মধ্যে خاتم النبيين (খাতামুন্‌নাবিয়্যিন) বলতে যে সর্ব শেষ নবী বলা হয়েছে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম নিজেই ঘোষনা করেন যা মিশকাত শরীফের ৪৬৪/৪৬৫ পৃষ্ঠায় হজরত ছাওবান (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর হাবীব এরশাদ করেন -

وَاِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِىُّ اللّٰهِ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ –

অর্থাৎ "অচিরেই আমার পরে আমার উম্মতের মধ্য থেকে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী (ভন্ডনবী) ও দাজ্জাল বের হবে। তারা নিজেকে স্বঘোষিত নবী বলে প্রচার করবে। কিন্তু এরা সকলেই মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল। (জেনেরাখ) আমিই শেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী আসবেনা।

এই হাদীস খানা মুসলীম, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ও মাসনদে ইমাম আহমদ শরীফে হজরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপ ইমাম বোখারী (রাঃ) এই হাদীস খানা হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে এখানে ثَلٰثُوْنَ (ছালাছুনা) এর স্থলে قَرِيْبًا مِنَ الثَّلٰثِيْنَ (কারী বাম্ মিনাছ্ ছালাছীনা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ ত্রিশ এর স্থানে প্রায় ত্রিশ বলে উল্লেখ রয়েছে। উভয় বর্ণনায় হাদীছের মর্ম থেকে এ কথাই প্রমাণিত যে, রাছুলেপাক (দঃ)-এর পরে যে কেউ নবুয়াতের দাবী করবে নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বশেষ নবী তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আগমন অসম্ভব ইহাই আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা।

জঘন্য উক্তি (দুই) ঃ

রশিদ আহমদ গাংগুহী নির্দেশীত ও সমর্থিত খলীল আহমদ আম্বোটবী লিখিত "বারাহীনে কাতেয়া" নামক কিতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র বানানোর দুঃসাহসে লিখেছে -

اس فقیر کے گمان میں یا آتا ہے کہ مدرسہ دیو بندکی عظمت حق تعا لی کی درگاہ پاك میں بہت ہے کہ صدھا عالم یہاں سے پڑ ہکر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا یہی سبب یہ کہ ایك صا لح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہو ئے توآ پکو اردو میں کلام کر تے دیکھکر پو چھاکہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آگئ آپ تو عربی ہیں فرمایاکہ جب سے علماء مدرسہ دیو نبد سے ہمارا معا مله ہوا ہمکو یہ زبان آگئ سبحان اللّٰہ اس سے رتبہ اس مدرسہ کا کیا معلوم ہوا

অর্থাৎ "(খলিল আহমদ আম্বোটবী ছাহেব বলেন) এই ফকিরের ধারণা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট দেওবন্দ মাদ্রাসার বিশেষত্ব অনেক উর্ধ্বে। যেহেতু এখানে শতশত ছাত্র অধ্যায়ন করে বিজ্ঞ আলেম হয়েছে এবং অনেক সৃষ্টিকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছে। আরো কারণ যে, জনৈক ছালেহ বা নেক্কার ব্যক্তি একদা আল্লাহর নবীকে স্বপ্নযোগে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করল। সে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-কে উর্দূ ভাষায় কথা বলতে শুনে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনিতো আরবী (আপনি কথা বলবেন আরবী ভাষায় কিন্তু আপনি উর্দূ ভাষায় কথা বলতেছেন) এ উর্দু ভাষা আপনি কোথা হতে শিখলেন? উত্তরে হুজুর বললেন দেওবন্দী আলেমদের সাথে আমার যখন সম্পর্ক হয়ে গেল তাদের সংস্পর্শে থেকে আমি উর্দূ ভাষা শিখে নিয়েছি। অতঃপর (আম্বোটরী ছাহেব বলেন) ছুবহানাল্লাহ। এতে বুঝা গেল দেওবন্দ মাদ্রাসার মর্যাদা কত উচ্চে। (নাউজুবিল্লাহ)

আম্বোটবী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে, তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার গুরুত্ব ও বিশেষত্ব প্রমাণের জন্য দু'টি বিশেষ দিকের অবতারনা করেছেন -

(এক) এখানে শতশত ছাত্র অধ্যায়ন করে বিজ্ঞ পন্ডিত সেজেছে। (দুই) রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আরবী ভাষাভাষি হওয়ার কারণে উর্দূ শিখার জন্য তিনিও দেওবন্দের ছাত্র হয়েছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

নবীপ্রেমিক পাঠকগণ! বুঝেনিন এবার, দেওবন্দ মাদ্রাসার ফজীলত বর্ণনা করতে গিয়ে খলীল আহমদ আম্বেটবী সাহেব ছাইয়েদুল মুরছালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীনকে দেওবন্দী আলেমদের ছাত্র বানানোর হাস্যকর ও চরম বেয়াদবীর যে নজীর সৃষ্টি করেছেন তা কোন ঈমানদার মেনে নিতে পারে না।

এতদ্ব্যতিত আল্লাহর হাবীবের ইলিম এর চাইতে অভিশপ্ত শয়তানের ইলম অধিক প্রমাণ করতে গিয়ে আম্বোটবী সাহেব তদীয় "বারাহীনে কাতেয়া" নামক কিতাবের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেন -

الحا صل غورکر نا چا هئے کہ شیطان وملك الموت کا

pdf By Syed Mostafa Sakib

حال دیکھکر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرگ نہیں توکو نسا ایمان کا حصہ ہے شیطان وملگ الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئ فخر عالم کی وسعت علم کی کو نسی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کورد کرکے ایگ شرگ ثابت کرتا ہے –

অর্থ- "মোট কথা চিন্তা করার বিষয় যে, শয়তান ও মৃত্যুর ফেরেশতার জ্ঞানের অবস্থা থেকে সুস্পষ্ট দলীলের বিপরীতে বিনা দলীলে কোন ভ্রান্ত ধারনার ভিত্তিতে ফখরে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর জ্ঞানের বিস্তৃতি প্রমাণ করা শিরিক নয়তো কোন ঈমানের অংশ? শয়তান ও মৃত্যুর ফেরেশতার জ্ঞানের এ বিস্তৃতিতো অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ফখরে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর (নবীজীর) জ্ঞানের বিশালতা এমন কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত? যা সমস্ত দলীলকে রদ করে এ শিরককে প্রমাণ করে?"

উল্লেখিত বক্তব্যে, আম্বোটবী সাহেব মালাকুল মউত বা মৃত্যুর ফেরেশতা ও অভিশাপ্ত শয়তানের ইলিমের পরিধি যে অনেক বেশী, তার দলীল প্রমাণ রয়েছে; কিন্তু আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর ইলিমের কোন দলীল প্রমাণ নেই। যেহেতু রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর ইলিমের প্রসারতা বা আধিক্যের কোন দলীল প্রমাণ নেই বিধায় তার ইলিম বেশী এমন আক্বীদা পোষণ করা শিরিক ;

আম্বোটবী সাহেবের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহর হাবীবের ইলিম বেশী এরূপ আক্বীদা বা বিশ্বাস রাখলে শিরক হয়। অপর দিকে অভিশপ্ত শয়তানের ইলিম বেশী এমন আক্বীদা বা বিশ্বাসে শিরক হয়না এমন দ্বিমুখী নীতি ও স্ববিরোধী বক্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে, শিরকের সংজ্ঞা বুঝতে গিয়ে তিনি

দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এবং শিরকের মূল ব্যাখ্যা থেকে অনেক দূর চলে গেছেন। কারণ শিরকের সংজ্ঞা হলো, আল্লাহর জাত ও ছিফাতের সঙ্গে যে কোন বস্তু বা বিষয়ের সাদৃশ্য প্রদান করলে শিরক প্রতিষ্টিত হয়। এতে শয়তান হোক আর যে কোন ব্যক্তিই হোক।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে একটি কথাই স্পষ্ট যে, আম্বোটবী সাহেবের অসৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহর হাবীবের শান মানকে ক্ষুন্ন করে তাদের মূল উদ্দেশ্য নিজেদের অপকীর্তিকে মুসলিম সমাজের মাঝে প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস হিসাবে রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর উপর নিজেদের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করা যা দোষমনে রাছুলের প্রধান চরিত্র।

বিশ্ব বিখ্যাত মোহাদ্দিছ শাহ ওলীউল্লাহ (রঃ) শিরক এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তদীয় "আল ফাউযুল কবীর" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন -

اَلْشِّرْكُ اَنْ يُّثْبَتَ لِغَيْرِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى شَيْئًا مِنْ صِفَاتِهِ الْمُخْتَصَّةِ بِهٖ –

অর্থ-"শিরক হলো, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে এমন গুণে গুণান্বিত প্রমাণ করা যে সকল গুনাবলী একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাছ।"

অর্থাৎ শিরক বলতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর খাছ গুণে গুণান্বিত প্রমান করা, এতে তিনি নবী হউন ফিরিশতা হউন, অভিশপ্ত শয়তান হউক বা যেকোন ব্যক্তিই হউক না কেন প্রত্যেকের বেলায়ই শিরক সাব্যস্ত হবে। শয়তানের ক্ষেত্রে শিরক হবেনা কিন্তু নবীর বেলায় শিরক হবে তা এমন এক আজগুবী ও মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন ব্যক্তি পথ ভ্রষ্ট হলেই কেবল এ ধরণের অপব্যাখ্যা করতে পারে। খলীল আহমদ আম্বোটবীও তাদের মধ্যেই একজন পথ ভ্রষ্ট ও গোমরা। পক্ষান্তরে আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা হলো আল্লাহ্ পাক তার হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-কে পূর্বাপর সকল বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন -

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ –

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ" মহান রহমান তাঁর প্রিয় বান্দাকে কুরআন শিখিয়েছেন। মানবতার প্রাণ মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-কে সৃষ্টি করেছেন। আর (সংঘটিত এবং সংঘটিতব্য) সকল কিছুর বিস্তারিত বর্ণনাও তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ "মায়ালেমুত তান্যীল" নামক তাফছীর গ্রন্থের ৪র্থ জিলদের ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে -

قَالَ ابْنُ كَيْسَانَ : خَلَقَ الْاِنْسَانَ يَعْنِىْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ يَعْنِىْ بَيَانَ مَاكَانَ وَمَا يَكُوْنُ لِاَنَّهُ كَانَ يُبَيِّنُ عَنِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّيْنِ –

অর্থাৎ ইবনে কায়ছান বলেন আল্লাহ্ তা'য়লা الانسان (আল ইনছান) অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে البيان (আল বয়ান) তথা ماكان ومايكون (মাকানা ওমা উয়াকুন) যা হয়েছে এবং যা হবে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের এবং কিয়ামতের দিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।"

জঘন্য উক্তি (তিন) ঃ

দেওবন্দ মাদ্রাসার নেতা রশিদ আহমদ গাংগুহী তদীয় فتاوى ميلاد شريف وغيره "ফতোওয়ায়ে মীলাদ শরীফ ও গায়রা" নামক কিতাবে লিখেছেন -

پس یہ ہر روز اعادہ ولادت مثل ہنود کے سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں –

অর্থাৎ প্রত্যহ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর মীলাদ শরীফের অয়োজন করা ছাংকানাইয়ার জন্মাষ্টমী অনুষ্টানের মত।" (নাউজুবিল্লাহ)

পক্ষান্তরে আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের মতে, রাছুলে পাক ছাহেবে লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর মীলাদ শরীফের আলোচনা আল্লাহর রহমতে, বরকত লাভের অন্যতম উপায়। মুছলমানগণ এ লক্ষ্যে সর্বদা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর স্মরণে মীলাদ শরীফের মাহফিল আয়োজন করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে উছ্তাদুল উলামা আল্লামা শেখ অব্দল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রাঃ) "মাছাবাতা মিনাহু ছুন্নাহ" ৭৯ পৃষ্টায় আল্লামা আব্দুল বাকী (রঃ) "জারকানী শরীফের" ১ম জিলদ ১৩৯ পৃষ্টায় বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম কাছ্তালানী (রাঃ) "মাওয়াহিবে লাদুনিয়া" নামক কিতাবের ১ম জিল্দের ২৭ পৃষ্টায় আল্লামা আলী বিন বুরহানুদ্দিন হলবী (রঃ) তদীয় ছিরাতে হলবিয়া" নামক কিতাবের ১ম জিলদের ৮৪ পৃষ্টায় উল্লেখ করেছেন -

لَازَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَحْتَفِلُوْنَ بِشَهْرِ مَوْلُوْدِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَعْمَلُوْنَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِىْ لَيَالِيْهِ بِاَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظْهَرُوْنَ السُّرُوْرَ وَيَزِيْدُوْنَ فِى الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهٖ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ – وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِّهٖ اَنَّهٗ اَمَانٌ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً اِتَّخَذَ لَيَالِىْ شَهْرِ مَوْلُوْدِهِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادًا لِيَكُوْنَ اَشَدَّ عِلَّةً عَلٰى مَنْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَعِنَادٌ –

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ "মুসলমানগণ সর্বদা নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর জন্ম মাসে মাহফিল করে থাকেন। তদুপলক্ষে আনন্দ ভোজাদি প্রস্তত করে থাকেন এবং ঐ রাত্রি সমূহে বিভিন্ন প্রকারের দান খয়রাত ও আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন, অধিক পরিমাণে নেককাজ করে থাকেন এবং মীলাদ শরীফ পাঠ করার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। উহার বরকতে তাদের উপরে বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে।

মীলাদ শরীফ পাঠের পরীক্ষিত বিশেষত্ব এই যে, উহার বদৌলতে এক বৎসর পর্যন্ত নিরাপদ' ও শান্তিতে থাকবে। নেক মকছুদ ও প্রয়োজনাদি শীঘ্রই পূরণ হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির উপর অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করবেন। যদি কোন ব্যক্তি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর জন্ম মাসের রাত্রিকে ঈদ হিসাবে পালন করে, এই নিয়তে যেন মীলাদুন্নবীর বিদ্বেষীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হতে থাকে। কেননা মীলাদ বিরোধী ব্যক্তি গণের অন্তরে বিমার ও রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর দোষমনি রয়েছে। (ইহাও উত্তম কাজ)"

অথচ মজার ব্যাপার হলো এই যে, মৌলভী রশীদ আহমদ গাংগুহী ছাহেবের পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মহাজীরে মক্কী (রঃ) তদীয় فیصله هفت مسئله مع ارشاد مرشد (ফয়ছলায়ে হাফত মাছ আলা মা'য়া এরশাদে মুর্শিদ) নামক কিতাবে লিখেছেন-

اور مشرب فقیرکا یه هے که محفل مولد میں شریك
ہو تاہوں ذریعه برکت سمجھکر ہرسال منعقد کرتا
ہوں اورقیام میں لطف ولذت پاتا ہوں-

অর্থাৎ "আমি ফকীর (হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রঃ)) এর অভিমত হলো এই যে, আমি বরকতের উছীলা মনে করে মীলাদ শরীফের মাহফিলের আয়োজন করে থাকি এবং মীলাদ শরীফের কিয়াম করা কালীন সময়ে উহাতে আনন্দ স্বাদ অনুভব করি।"

সুপ্রিয় পাঠকগণ! এবার বিষয়টি অনুধাবন করুন, গাংগুহী ছাহেবের

ফত্‌ওয়া মতে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর মীলাদ অনুষ্ঠান কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের মত। অথচ তারই গুরু মুর্শিদ হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রঃ) নিজেই বলেছেন যে, আমি মীলাদ মাহফিলে যোগদান করে থাকি এবং প্রতি বৎসর মীলাদ অনুষ্টানের আয়োজন করি ও মীলাদের কিয়ামে আনন্দ অনুভব করি।

তাহলে গাংগুহী ছাহেবের ফত্‌ওয়া অনুযায়ী তার পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কী সাহেব কি ছাংকানাইয়ার জন্মোৎসব পালন কারী হন নাই। নাউজুবিল্লাহ, এ অদ্ভুত ফত্‌ওয়া কি কোন ঈমানদার মুসলমান গ্রহণ করতে পারে?

জঘন্য উক্তি (চার) ঃ

(ক) দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী তদীয় "হিফজুল ঈমান" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকার ১৫ পৃষ্ঠায় রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করতে গিয়ে লিখেন -

پھریه که آپ کی ذات مقدسه پر علم غیب کا حکم
کیا جانا اگر بقول زیدصحیح ہو تو دریافت طلب
یه امر ہے که اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا
کل غیب اگر بعض علوم غیبیه مراد هیں تواسمیں
حضور کی ہی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو
زید وعمرو بلکه ہر صبی ومجنون بلکه جمیع حیوا
نات وبہائم کیلئے بھی حاصل ہے -

অর্থাৎ "অতঃপর হুজুর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) এর পবিত্র সত্তার ইলমে গায়েবের হুকুম মানা যদি জায়েদের কথামত শুদ্ধ হয়, তবে এ ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞাস্য হল এই যে, গায়ের দ্বারা কতক গায়েব উদ্দেশ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

না সম্পূর্ণ গায়েব উদ্দেশ্য? যদি কতেক গায়েব মুরাদ বা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর কি বিশেষত্ব রয়েছে? এরূপ ইলমে গায়েব তো জয়েদ, আমর বরং প্রত্যেক শিশু ও পাগল এমনকি সমস্ত প্রাণী ও চতুস্পদ জন্তরও রয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ)

এ ব্যাপারে আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা হলো-

আল্লাহ্ তা'য়ালার জ্ঞান সত্তাগত অতুলনীয় ও অসীম। আর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত সসীম। আল্লাহ্ তা'য়ালার জ্ঞানের তুলনায় তা বাজ বা কতেক জ্ঞান। এই কতেক জ্ঞানের পরিমাপ হল আল্লাহ্ তা'লা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যা কিছু কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন এমনকি কিয়ামতের পরেও যা কিছু ঘটবে সবিস্থার জ্ঞানই আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে আল্লাহ পাক দান করেছেন। আল্লাহ পাকের জ্ঞানের তুলনায় এ দানকৃত জ্ঞানকে কতেক বা বায়াজ বলা হয়েছে।

দেওবন্দীদের হাকীমূল উম্মত আশরাফ আলী থানবী সাহেব আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করতে গিয়ে শানে রেছালতের উপর নগ্ন নির্লজ্ব হামলা করে নিজেই গোমরাহ হয়ে গিয়েছেন।

থানবী সাহেবের এ বক্তব্য কোরান ছুন্নাহ বিরোধী, এবং সমস্ত মুফাছ্ছিরীন, মুহাদ্দিছীন ও আউলিয়ায়ে কেরামের আক্বীদার পরি পন্থী।

এপ্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কালামে পাকে এরশাদ করেন-

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ -

অর্থাৎ "তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বা আলিমুল গায়েব। উপরন্তু তিনি তার অদৃশ্য জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেননা, তাঁর মনোনীত রাছূল ব্যতীত।"। (সূরা জীন আয়াত নং ২৬/২৭)

উক্ত আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় "তাফছীরে খাজেন" নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে-

(عٰلِمُ الْغَيْبِ) اَىْ هُوَ عَالِمُ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ (فَلَا يُظْهِرُ) اَىْ فَلَا يَطَّلِعُ (عَلٰى غَيْبِهٖ) اَىِ الْغَيْبُ الَّذِىْ يَعْلَمُهٗ وَانْفَرَدَ بِهٖ (اَحَدًا) اَىْ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ اسْتَثْنٰى فَقَالَ تَعَالٰى (اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ) يَعْنِىْ اِلَّا مَنْ يَّصْطَفِيْهِ لِرِسَالَتِهٖ وَنُبُوَّتِهٖ فَيُظْهِرُهٗ عَلٰى مَا يَشَاءُ مِنَ الْغَيْبِ حَتّٰى يَسْتَدِلَّ عَلٰى نُبُوَّتِهٖ بِمَا يُخْبِرُ بِهٖ مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ مُعْجِزَةً لَهٗ -

ভাবার্থ- "আল্লাহ্ আলিমুল গায়েব অর্থাৎ যা বান্দাগণ থেকে অজ্ঞাত আল্লাহ্ তা জানেন। অতএব তাঁর নিজস্ব খাছ গায়েব কাউকে জানিয়ে দেননা, শুধুমাত্র যাদেরকে নবুয়ত ও রেছালত দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ যতটুকু গায়েব জানানোর ইচ্ছা করেন ততটুকু গায়েব তাদের নিকট প্রকাশ করেন। যাতে গায়েবের বিষয়াদির সংবাদ প্রদান করাই তাঁর নবুয়তের দলিল সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং গায়েবের খবর দেওয়াই নবীর মুজিজা।"

খ) উল্লেখ্য যে, আশরাফ আলী থানবী তদীয় "বছতুল বেনান" নামক কিতাবে আরও বলেন-

باخدا داريم كارو با خلائق كار نيست -

অর্থাৎ "(থানবী ছাহেব বলতেছেন) আমার শুধু খোদার দরকার কোন মাখলুকের প্রয়োজন নেই।"

প্রসঙ্গত: মাখলুক বা সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র হাবীব মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও শামীল রয়েছেন। থানবী ছাহেবের এঘৃণ্য দুঃসাহসিক উক্তি- রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর প্রয়োজনতাকেই অস্বীকার করার নামান্তর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(গ) ১৩৩৬ হিজরী সালে থানাভন থেকে প্রকাশিত الامداد (আল ইমদাদ) নামক সাময়িকী সফর সংখ্যার ৩৪/৩৫ পৃষ্টায় আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের জনৈক মুরীদের বাকশক্তি আয়ত্তাধীন নহে, এই ওজরের কারনে স্বপ্নাবস্থায় اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ نَاوَ نَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا اَشْرَفْ عَلِیْ (আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা নাবিয়া না ও মাওলানা আশরাফ আলী) বলা সম্পর্কে একটি বর্ণনা শুনুন-

اورسو گیا کچه عرصه کے بعد خواب دیکھتا ہوں که کلمه شریف لااله الا اللّه محمد رسول اللّه پڑ ھتا ہون لیکن محمد رسول اللّه کی جگه حضور کا نام لیتا ہوں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا مجھ سے غلطی ہوئی کلمه شریف کے پڑ ھنے میں اسکو صحیع پڑ ھنا چا ہئے اس خیال سے دوباره کلمه شریف پڑ ھتا ہوں دل پر تو یه ہے که صحیع پڑھا جاوے لیکن زبان سے بیسا خته بجائے رسول اللّه صل اللّه علیه وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے حالا نکه مجھکو اس بات کا علم ہے که اس طرح درست نہیں- لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمه نکلتا ہے- دوتین بارجب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سا منے دیکھتا ہوں اوریہی چند

شخص حضور کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری یه حالت ہوگئ که میں کھڑا بو جه اس کے که رقت طاری ہو گئ زمین پر گر گیا اور زورکے سا تھ ایك چیخ ماری اور مجھکو معلوم ہونا تھا که مرے اندرکوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بنده خواب سے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بد ستور بے حسی تھی اوروه اثر نا طاقتی بد ستور تھا- لیکن حالت خواب اور بیدا ری میں حضورکا ہی خیال تھا لیکن حالت بیداری میں کلمه شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تواس بات کا اراده ہواکه اس خیال کودل سے دورکیا جاوے اس واسطے که پھر کو ئی ایسی غلطی نه ہو جاوے بایں خیال بنده بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمه شریف کی غلطی کے ثدارک میں رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم پر درودشر یف- پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یه کھتا ہوں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْ لَا نَااَشْرَفْ عَلِیْ حالا نکه اب بیدار ہوں خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں مجبورہوں زبان اپنے

pdf By Syed Mostafa Sakib

قابو میں نہیں اس روزایسا ھی کچہ خیال رہا

تودوسرے روز بیداری میں رقت رہی خوب رویا

اوربھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ

با عث محبت ہیں کھا نتك عرض کروں جواب اس

واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع

کرتے ہووہ بعونہ تعالیٰ متبع سنت ہے –

অনুবাদঃ "আর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, কিছুক্ষন পর স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি কলিমা শরীফ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ" পড়ছি। কিন্তু মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' এর স্থলে হুজুরের নাম (আশরাফ আলী থানভী ছাহেবের নাম) নিচ্ছি। এমতাবস্থায় আমার মনে খেয়াল আসল যে, কলিমা শরীফ পড়ার বেলায় ভুল হচ্ছে। ইহাকে শুদ্ধ করে পাঠ করার প্রয়োজন এ জন্য দ্বিতীয় বার কলিমা শরীফ পাঠ করতে ছিলাম। মনেতো চায় শুদ্ধ করে পড়ব কিন্তু বাকশক্তি আয়াত্বাধীন না থাকার দরুন রাছুলুল্লাহ্ এর পরিবর্তে অনায়াসে আশরাফ আলী বের হয়ে আসতে থাকে। তথাপি আমার এ কথা জানা আছে যে, এভাবে পড়া ঠিক নয়। কিন্তু জবান আয়াত্বাধীন না থাকায় এধরনের কালিমা বের হতে থাকে।

এ ধরনের অবস্থা অব্যাহত থাকার পর আমি হুজুরকে (আশরাফ আলী থানবীকে) আমার সম্মুখে দেখতে পেলাম এবং কয়েক জন লোকও উনার সঙ্গে ছিল। এ সময় আমার অবস্থা এমন হলো যে, আমার শরীর নিস্তেজ হয়ে গেল এবং আমি জমীনে পড়ে খুব জোরে চিৎকার দিলাম। আমি অনুভব করলাম আমার শরীরে কোন শক্তি নেই। তৎক্ষনাত আমি স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হলাম। কিন্তু শরীরে এখনও যথারিতি নিস্তেজ ছিল এবং নিস্তেজতার প্রভাব শরীরে বিদ্যমান ছিল। তদুপরি স্বপ্নাবস্থায় এবং জাগ্রত অবস্থায় হুজুরের খেয়াল বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যখন কালিমা শরীফের ভুল পড়ছি স্মরণ হলো তখন এ ব্যাপারে ইচ্ছা হলো যে, ইহাকে

অন্তর থেকে দূরিভুত করে দেই যেন পূনরায় এ ধরণের ভুলে পতিত না হই। এ ধারনায় আমি বসে পড়লাম। অতঃপর পার্শ্ব পরিবর্তন করে দ্বিতীয় বার শুয়ে কালিমা শরীফকে শুদ্ধ করে পাঠ করার জন্য বার বার চেষ্টা করছিলাম। এজন্য দূরুদ শরীফও পড়তে ছিলাম কিন্তু তার পরও আমি এরূপ বলতে ছিলাম।"আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়্যালা ছাইয়্যিদিনা নাবিয়ানা মাওলানা আশরাফ আলী।"

উক্ত ঘটনা থানভী ছাহেব শ্রবণ করার পর উত্তরে বল্‌লেন, এই ঘটনার মধ্যে শান্তনা ছিল যে, তুমি যার দিকে ধাবিত হয়েছ, তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্যে ছুন্নতের অনুসারী।

সম্মানীত পাঠক বৃন্দ লক্ষ্য করুন!

একজন সাধারণ মুসলমানও ইহা অবশ্যই জানে যে, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রাছুলুল্লাহ" বলা কিরূপ মারাত্মক অন্যায়। তদুপরি জাগ্রত অবস্থায় এরূপ দূরুদ " আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছাইয়্যিদিনা নাবিয়্যানা মাওলানা আশরাফ আলী" পাঠকরা কিরূপ জঘন্য অপরাধ। আশরাফ আলী থানভীকে নবী, রাছুল বলা কুফরি কালাম নয় কি? এমতাবস্থায় বাক শক্তি আয়াত্মাধীন নহে, এই ওজর কি গ্রহনীয়? কখনও নয়। থানভী ছাহেব যদি ভ্রান্ত মতাবলম্বী না হতেন, তবে দ্বিধাহীন চিত্তে এ ব্যক্তিকে নছীহত করা একান্ত কর্তব্য ছিল যে, তুমি তওবা করো, নতুন করে কলেমা পাঠ করে ঈমানকে শুদ্ধ করে নাও। কারণ তুমি যা করছ উহা কুফুরী কালাম কিন্তু থানভী ছাহেব এগুলো করলেন না বরং তার কথার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন যে, এতে তছল্লি বা শান্তনা রয়েছে, তুমি যার দিকে (থানভীর দিকে) ধাবিত হচ্ছ, তিনি ছুন্নতের অনুসারী। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যার পীর ছুন্নতের অনুসারী সে ঘুমন্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায় বাক শক্তি আয়ত্বের বহির্ভূত এ ওজর করত। নিজের পীরকে নবী বা রাছুল বলতে পারে কি?

থানভী ছাহেব কি তার পূর্বসূরী কাশেম নানাতুবী ছাহেবের خاتم النبين (খাতামান্‌নাবিয়্যন) এর অপব্যাখ্যা অনুসারে নবী বা রাছুল হওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখছেন কি? (নাউজুবিল্লাহ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইয়া নবী ছালামু আলাইকা বলা কি আসলেই অশুদ্ধ?

কুল্ মাখলুকাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব প্রধান সৃষ্টি হলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। যুগ ও কালের বেষ্টনী অতিক্রম করে সমগ্র সৃষ্টি কুলের রহমত পেয়ারা নবী সকলের কাছে সুপরিচিত, সমাদৃত। মহানবীকে ইয়ানবী সালামু আলাইকা সম্বোধন করে সালাম ও সম্মান প্রদর্শন করা শরীয়ত ও আরবী গ্রামারে বিধি অনুসারে সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তথাকথিত আলেম নামধারী মুফতী উপাধিধারী কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী মৌলভীগণ উক্ত সঠিক ও শুদ্ধ ছন্দ সম্বলিত ছালাত ও ছালামকে অশুদ্ধ ও আরবী গ্রামারের পরিপন্থী বলে নতুন অপপ্রচার শুরু করেছে, যা রাছুল প্রেমিক মু'মিন মুছলমানের অন্তরে আঘাত সৃষ্টি করেছে।

নব্য ওহাবী ওলীপুরীর দোসর সেজে তথাকথিত মুফতী নামধারী তালেব উদ্দিন উক্ত সশ্রদ্ধ ছালামের বিরূপ সমালোচনা করে, তার বিভ্রান্তিকর পুস্তক "ইয়ানবী সালাম আলাইকা" এর ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছে ঃ

"কাজেই নবী শব্দের সাথে 'ইয়া' যুক্ত করে ইয়া নবী বললে এবং রাসুল শব্দের সাথে ইয়া যুক্ত করে ইয়া রাসুল বললে মারেফা হয় বটে কিন্তু তখন কথা দাড়ায় নবী বা রাসুল শব্দদ্বয় শুধু মাত্র ইয়া যুক্ত হওয়ার কারণে অথবা সম্বোধন করার কারণে মারেফা হল। এর আগে নাকেরা ছিল। কিন্তু আমাদের মহানবী এমন নন যে তাকে সম্বোধন করার কারণে পরিচিত হয়েছেন। বরং আমাদের মহানবীকে ইয়া নবী বলে সম্বোধন করার পূর্ব থেকেই তিনি সমস্ত জগতবাসীর কাছে সুপরিচিত কাজেই তাকে ইয়ানবী বলে সম্বোধন করা তার শানের খেলাফ।"

অতঃপর তার এ ভ্রান্ত উক্তিকে প্রমাণ করার জন্য উক্ত পুস্তকের ২৮পৃঃ আরো উল্লেখ রয়েছে-

"অনুরূপভাবে উক্ত শরহে জামী গ্রন্থের ২৭০ পৃষ্ঠার ১১নং পার্শ্বটিকায় উল্লেখ আছে যে, ইয়া রাজুল মূলত ঃ ছিল ইয়া আইয়ুহার রাজুল এ কথার নির্ভরযোগ্য দলীল প্রকাশ পায় নাই। আসলে ইয়া রাজুল শব্দটা মা'রেফা

হওয়ার কারণ এটা নয় যে এটা মূলত ইয়া আইয়ুহার রাজুল ছিল। বরং ইয়া রাজুল মারেফা হওয়ার ভিন্ন কারণ রয়েছে যা নির্ভরযোগ্য। ... ইয়া নবী বাক্যটাকে মূলত ইয়া আইয়ুহান্নাবী ছিল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সে যুক্তিটাকেই আরবী গ্রামারের তত্ত্ববিদগণ নড়বড়ে বলে নাকচ করে দিয়েছেন।"

বাহ্! কি অদ্ভুত যুক্তি। কি আজগুবি দলীল। তথাকথিত মুফতী তালিব উদ্দিন ছাহেব নূরুল ইছলাম ওলীপুরী ছাহেবের পক্ষে উকালতী করতে গিয়ে নজদী ওহাবী চিন্তাধারার চশমা চোখে নিয়ে শরীয়ত সম্মত মাহফিলে মীলাদ শরীফে পঠিত ছালাত ও ছালামের সুন্দর বিশুদ্ধ ছন্দকে ভুল প্রমাণ করার নিমিত্তে কতনা আদাজল খেয়ে লেগেছেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয় এখানে লিখক "শরহে জামী" কিতাবের ২৭০ পৃষ্ঠার শুধু ১১নং পার্শ্বটিকার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু মূল কিতাবের আরবী এবারত উল্লেখ করেননি। কারণ কিতাবের মূল এবারত উল্লেখ করলে একদিকে অর্থকে বিকৃত করা যাবে না, অপরদিকে সরলমনা ছুন্নী মুসলমানকে বিভ্রান্ত করাও সহজ হবে না। এহেন কুচিন্তার তাড়নায় সূ-চতুর লিখক মূল আরবী এবারত উল্লেখ না করে বরং মূল এবারতের অর্থকে বিকৃত করে হাস্যকর বাহাদুরী প্রদর্শন করেছেন। পাঠক গণের সুবিধার্থে আমরা "শরহে জামী" কিতাবের ২৭০ পৃষ্ঠার মূল এবারত এবং ১১নং হাশিয়া বা পার্শ্বটিকার এবারত নিম্নে পেশ করলাম-

اَوْعُرِّفَ بِا لنِّدَاءِ نَحْوُ يَارَجُلُ اِذَا قُصِدَ بِهٖ مُعَيَّنٌ بِخِلَافِ يَارَجُلًا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَاِنَّهٗ نَكِرَةٌ وَلَمْ يَرِدْ كَرَّهُ الْمُتَقَدِّمُوْنَ لِرُجُوْعِهٖ اِلٰى ذِى اللَّامِ اِذْاَصْلُ يَارَجُلُ يَااَيُّهَا الرَّجُلُ-

অর্থাৎ " ندا (নেদা) বা সম্বোধন সূচক শব্দ দ্বারা منادى (মুনাদা) বা সম্বোধিত ব্যক্তি/বস্তু তখনই মা'রেফা হয়ে থাকে, যখন এ ندا (নেদা) বা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্বোধন সূচক শব্দ দ্বারা منادى (মুনাদা) বা সম্বোধিত ব্যক্তি/বস্তুকে নির্দিষ্ট করার ইচ্ছা পোষন করা হয়ে থাকে। যেমন يارجل (ইয়া রাজুলু) তবে يا رجلا (ইয়া রাজুলান) এর ব্যতিক্রম, কেননা এখানে منادى- (মুনাদা) বা সম্বোধিত ব্যক্তি/বস্তুকে অনির্দিষ্ট রাখা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, কারণ এটা নাকেরা বা অনির্দিষ্ট। ইহা মুতায়াখ্খেরীন বা পরবর্তী নাহুবিদগণের অভিমত)।

পক্ষান্তরে মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তী নাহুবিদগণ معرف بالندا (মুয়াররাফ বিন নেদা) অর্থাৎ হরফে নেদার দ্বারা নাকেরাকে যে মা'রেফা করা হয় এর উল্লেখ করেন নাই। কারণ পূর্ববর্তী নাহুবিদগণের মতে يا رجل (ইয়া রাজুলু) মূলত يا ايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) ছিল, এর দিকে তারা রুজু করেছেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নাহুবিদগণ يارجل (ইয়া রাজুলু) এর মধ্যে যে رجل (রাজুলু) শব্দটি রয়েছে তা মূলতঃ الرجل (আর রাজুলু) ছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।" (শরহে জামী- ২৭০ পৃঃ দ্রঃ)

এ প্রসঙ্গে শরহে জামী কিতাবের ২৭০ পৃষ্ঠায় ১১ নং পার্শ্বটিকায় লিখা রয়েছে-

قَوْلُهُ اِذْ اَصْلُ يَارَجُلُ اَه يَعْنِىْ اَنَّهُ كَانَ فِى الْاَصْلِ مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ تَوَسَّلَ لِنِدَا ئِهَا يَاىُ ثُمَّ حُذِفَ اللَّامُ وَاَىٌّ لِكَثْرَةِ الْاِسْتِعْمَالِ فَصَارَ يَارَجُلُ -

অর্থাৎ يارجل (ইয়া রাজুলু) মূলত يا ايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) ছিল। الرجل (আররাজুলু) এর পূর্বে হরফে নেদা يا (ইয়া) আসার কারণে আরবী গ্রামারের কায়দা মোতাবিক নেদা ও মুনাদার

মধ্যখান ايها (আইয়ুহা) যুক্ত করা হয়েছিল। يا ايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) রূপধারণ করলো।

অতঃপর الرجل (আররাজুলু) এর আলিফ ও লাম এবং اى (আইয়ু) শব্দকে বিলুপ্ত করা হয়েছে- لكثرة الاستعمال (লিকাছ রাতিল ইছতেমাল) অধিক ব্যবহারের কারণে। অতএব - يا ايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) থেকে يارجل (ইয়া রাজুলু) হয়ে গেল।

উল্লেখ্য যে, "হেদায়াতুন্‌নাহ্‌" এর আরবী শরাহ্‌ "দারায়াতুন নাহ্‌" নামক কিতাবের ১৮৩ পৃষ্ঠায়ও অনুরূপ কায়দা লিখা রয়েছে ঃ

وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُتَقَدِّمُوْنَ الْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاءِ لِرُجُوْعِهِ اِلَى الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ اِذْ اَصْلُ يَارَجُلُ يَااَيُّهَا الرَّجُلُ -

অর্থাৎ يارجل (ইয়া রাজুলু) যেহেতু মূলত يا ايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) ছিল, সে কারণে মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তী নাহুবিদগণ المعرف بالنداء (মুয়াররাফ বিন নেদা) কে " মারেফা" এর প্রকার ভেদে উল্লেখ করেন নাই।"

সুধী পাঠকবৃন্দ! উপরোক্ত আরবী গ্রামারে দলীল ভিত্তিক আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট ভাবে একথা প্রমানিত হলো যে, يارجل (ইয়া রাজুলু) মূলত ছিল يا ايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) ঠিক তেমনি ভাবে يانبى- (ইয়ানবী) মূলত ছিল يا ايها النبى (ইয়া আইয়ুহান নাবী) يارسول (ইয়া রাছুল) মূলত ছিল يا ايها الرسول (ইয়া আইয়ুহার রাছুল) এটাই হলো আরবী গ্রামারের তত্ত্ববিদগণের পরিভাষা।

এটাকে বিনা দলীলে নড়বড়ে বলা অথবা খোড়া যুক্তির জোড়াতালি বলে উপহাস করা নিরেট মুর্খ বা জাহিলের কাজ। কোন আলেমের কাজ হতে পারে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সত্যিকার আলেমের কাজ হলো নির্ভর যোগ্য দলীল দিয়ে নিজ দাবী প্রমাণ করা। দলীল বিহীন কারো কোন দাবী বা কথা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

ওলীপুরীর দোসর তথাকথিত মুফতী তালিব উদ্দিন "ইয়া নবী সালাম আলাইকা" পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ আরবী গ্রামারের কিতাব শরহে জামী এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ সাওয়ালে বাসুলী গ্রন্থের ৫৭৭ পৃষ্ঠার যে এবারত টুকু উল্লেখ করেছেন, তাতেও তার এ দাবী প্রমাণিত হয় না। কারণ তিনি সওয়ালে বাসুলী কিতাবের এবারতের অপব্যাখ্যা করে তার দাবী প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। নিম্নে সাওয়ালে বাসুলীর এবারত সহ এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলো-

قَوْلُ يَارَجُلُ يَاأَيُّهَا الرَّجُلُ هٰذَا فِى اصْطِلَاحِهِمْ وَالْأَفْلَا نَدْرِىْ مِنْ اَيْنَ عَلِمَا اِنْ اَصْلُ يَارَجُلُ يَاأَيُّهَا الرَّجُلُ -

অর্থাৎ "বাসুলী গ্রন্থকার বলেন, নাহুবিদ গণের اصطلاح বা পরিভাষা হলো يارجل (ইয়া রাজুলু) মূলত ছিল- يايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) কিন্তু এ কায়দার হাকীকত সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নেই যে, يارجل (ইয়া রাজুলু) মূলত যে ছিল- يايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু)।"

উপরোক্ত এবারতে বাসুলী গ্রন্থকার এ দাবী করেন নাই যে, নাহুবিদ গণের اصطلاح (ইছতেলাহ) বা পরিভাষা يارجل (ইয়া রাজুলু) মূলতই যে ছিল يايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) ইহা অশুদ্ধ। বরং তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন যে, এ কায়দা আমাদের জানা নেই। তদুপরি তিনি ইহা নাহুবীদ গণের পরিভাষা বলেও স্বীকার করেছেন। উপরন্ত শরহে জামী গ্রন্থের ২৭০ পৃষ্ঠায় ১১নং পার্শ্বটীকার মূল আরবী এবারতে যা রয়েছে, তা আমরা ইতিপূর্বে এবারত সহ সবিস্থার আলোচনা করেছি। তার মূল কায়দা হলো لكثرة الاستعمال (লিকাছরাতিল ইছতে'মাল) অর্থাৎ অধিক

ব্যবহারের কারণে يايها الرجل (ইয়া আইয়ুহার রাজুলু) কে يارجل- (ইয়া রাজুলু) বলা হয়ে থাকে। নাহুবিদগণের ইস্তেলা বা পরিভাষা رجل (রাজুল) বলতে ইহা - الرجل (আররাজুল) ই ছিল, যা পূর্ব থেকেই মা'রেফা।

এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে, পরবর্তী নাহুবিদগণ عرف بالنداء (উররিফা বিন্‌নেদা) অর্থাৎ নেদা দ্বারা নাকেরা মা'রেফা হয়ে থাকে, বলে মা'রেফার প্রকার ভেদে গণ্য করবেন কেন? এতে কি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নাহুবিদগণের মধ্যে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ? না, নিশ্চয়ই হয় না, এজন্য যে, পরবর্তী নাহুবিদগণের দৃষ্টিতে মুনাদা মারেফা হয় শর্ত সাপেক্ষে, অপর দিকে বিশেষ ক্ষেত্রে মুনাদা নাকেরাও হয়ে থাকে। যেমন يارجلاخذ بيدى (ইয়া রাজুলান খুজ বিয়াদী) দেখুন এখানে ইয়া হরফে নেদা আসার পর ও মুনাদা رجلا (রাজুলান) মারেফা হয় নাই বরং নাকেরাই রয়ে গেল। পক্ষান্তরে يارجل (ইয়া রাজুলু) এর মধ্যে ইয়া হরফে নেদা আসার কারণ رجل (রাজুল) মুনাদাকে এই শর্তে মারেফার মধ্যে গণ্য করা হলো, মুতাকাল্লিম বা বক্তা رجل (রাজুল) কে মারেফা বা নির্দিষ্ট ইচ্ছা পোষণ করার কারণে।

এজন্যই, মুল্লা জামী শরহে জামীতে লিখেছেন اذا قصد به معين যখন বক্তা তার মুখাতাব বা সম্বোধিত ব্যক্তি নির্দিষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করে থাকে। অর্থাৎ رجل (রাজুল) বলতে এখানে الرجل (আর রাজুল) ই ছিল। তবে পরবর্তী নাহুবিদগণ عرف بالنداء (উররিফা বিন্‌নেদা) কে মারেফা এর প্রকার ভেদে শর্তাধীন উল্লেখ করেছেন, যাতে ইহাকে মারেফা বলে বুঝতে সহজ হয়। অন্যথায় মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববর্তী নাহুবিদগণ নেদা দ্বারা মুনাদা যে মা'রেফা হয়ে থাকে তা মা'রেফার প্রকারভেদে উল্লেখই করেন নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাহু শাস্ত্রে তথা আরবী গ্রামারে যাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই, তারাই কেবল আদার বেপারী হয়ে জাহাজের খবর রাখার মত আচরণ করে, তাই এ সহজ বিষয়টিও তাদের বোধগম্য নয়। অবাক লাগে তার পরেও আবার পান্ডিত্বের বাহাদুরী! এতে আমাদের হাসি পায়, পাশা-পাশি লজ্জাও লাগে।

ছালামের বাক্যের পূর্বে সম্বোধনের বাক্য প্রয়োগের বিধান

একথা সর্বজন বিদিত যে, হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর শিখানো পদ্ধতিতে দূরুদ ও ছালাম পাঠ করা অতি উত্তম। এতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। তবে ছন্দে, কাব্যে গদ্যে যে দূরুদ ও ছালামের প্রচলন মুছলিম সমাজে রয়েছে, তা শরীয়তের পরিপন্থী নয়। বরং তাও শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ছালামের বাক্য আগে এবং সম্বোধনের বাক্য পরে। আবার সম্বোধনের বাক্য আগে ছালামের বাক্য পরে, মুছলিম সমাজে উভয় রীতিরই প্রচলন রয়েছে এবং উভয় রীতির উপর বুজুর্গানে দ্বীনের আমলও রয়েছে।

লেখক মুফতী তালিব উদ্দিন ছাহেব মৌলভী নূরুল ইছলাম ওলীপুরীর নজদী ওহাবী ষ্টাইলের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে তার লিখিত "ইয়ানবী সালাম আলাইকা" নামক পুস্তকের ৮৯ পৃঃ লিখেন ঃ "সালামের বাক্য আগে ব্যবহার করার পরিবর্তে সম্বোধনের বাক্য আগে ব্যবহার করেছে। অথচ হাদীস শরীফে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, সালামের বাক্য অন্য কথার আগে ব্যবহার করতে হবে। (দ্রঃ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মাযহারী)"

মুফতী ছাহেব উপরোক্ত বক্তব্যে দাবী করেছেন, তাফছীরে মাজহারীতে ছুরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, আল্লাহর রাছুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে দিয়েছেন, "সালামের বাক্য অন্য কথার আগে ব্যবহার করতে হবে।" কিন্তু তাফছীরে মাজহারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এমন কোন হাদীছের উল্লেখ নাই। সুতরাং তার এ দাবী

অবাস্তব অবান্তর, একে বারেই ভিত্তিহীন।

আমাদের মনে হয় তিনি "তাফছীরে মাজহারী" কিতাবের মূল আরবী এবারত দেখেন নাই বরং নিজের ভ্রান্ত মতবাদ প্রমাণ করার মানসে তাফছীরে মাজহারীর উদৃতি পেশ করে মনগড়া বানাউট কথা লিখে সরলমনা মুসলমান গণকে বিভ্রান্তি করার জন্য প্রতারণা করেছেন মাত্র।

উপরুন্ত মুফাচ্ছির কুল শিরমনি আল্লামা ইছমাঈল হক্কী বরছয়ী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে রুহুল বয়ান" নামক তাফছীর গ্রন্থের ৭ম জিলদের ২৩৬ পৃঃ ছুরা আহযাবের ৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত মাছআলার বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে নিম্ন লিখিত কবিতাটি উল্লেখ করেছেন-

يَانَبِىَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ- اِنَّمَاالْفَوْزُ وَالْفَلَاحُ لَدَيْكَ -

অর্থাৎ "আয় আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি ছালাম, নিশ্চয় বিজয় ও সাফল্য কেবল আপনার মহান দরবারেই রয়েছে।"

এখানে লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে, সম্বোধনের বাক্য আগে রয়েছে এবং ছালামের বাক্য পরে রয়েছে। নজদী ওহাবীদের অনুসারী ওলীপুরী ও তার অনুসারীরা উক্ত পুস্তকের মধ্যে يا نبى سلام عليك (ইয়া নবী ছালামু আলাইকা) এর মধ্যে সম্বোধন বাক্য আগে থাকার কারণে এ ধরনের ছালাম পেশ করাকে ভুল প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ তার একথা জানা নেই যে, নছর ও নজমের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে। নছরে যা উত্তম ক্ষেত্র বিশেষ নজমে এর ব্যতিক্রম। এ জন্যইতো তাফছীরে রুহুল বয়ানের মুছান্নিফ আল্লামা ইছমাঈল হক্কী বয়ছয়ী (রঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ছালামের ধারা বয়ান করতে গিয়ে প্রথমে নছর পরে নজম উভয়ের উদাহরণ দিয়া নজম ও নছরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন, নিম্নে এবারত পেশ করা গেল

তাফছীরে রুহুল বয়ান ৭ম খন্ড ২৩৬ পৃঃ . . . আছে-

ومنها قوله (اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااِمَامَ الْحَرَمَيْنِ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااِمَامَ الْخَا نِقِيْنَ-
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الثَّقَلَيْنِ ....)-

এখানে আল্লামা ইছমাঈল হক্কী বরছয়ী (রঃ) নছর বা গদ্যের ভাষায় রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর উপর ছালাম আরজ করার ধারা বয়ান করতে গিয়ে ছালামের বাক্য আগে এবং সম্বোধনের বাক্য পরে উল্লেখ করেছেন।

এর কয়েক লাইন পরে নজম বা পদ্যের ভাষায় ছালাম আরজ করার ধারা বয়ান করতে গিয়ে সম্বোধনের বাক্য আগে এবং ছালামের বাক্য পরে উল্লেখ করে বলেছেন-

يَانَبِىَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ- اِنَّمَا الْفَوْزُ وَالْفَلَاحُ لَدَيْكَ-

অতঃপর আরবী ভাষা ছাড়া অনারবীয় ভাষা যেমন ফার্সী কবিতাকারে আলিফ লাম ও তানভীন ব্যতিত শুধু ছালাম শব্দ দ্বারা নবীজির দরবারে ছালাম পেশ করার ধারা বয়ান করতে গিয়ে বলেছেন-

بسلام آمدم جوابم ده- مرهمى بردل خرا بم نه
پس بود جاه واحترام مر- ايك عليك ازتو صد سلام مرا

উল্লেখ্য যে-- (ইলমুল আরুজ) শাস্ত্রের সূত্র রয়েছে-

اَلنَّظْمُ يَسَعُ فِيْهِ مَالَا يَسَعُ فِىْ غَيْرِهٖ-

অর্থাৎ "কবিতায় এমন সব ধারা সচল রাখা হয়েছে যে সব গদ্যের বেলায় একেবারেই অচল।"

অবশ্য হাদীছ শরীফে রয়েছে-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ رواه الترمذى وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ-

অর্থাৎ "হজরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, কালাম বা কথাবার্তার পূর্বে ছালাম প্রদান করবে। ইমাম তিরমিজী এই হাদীছকে মুনকার বলে অভিহিত করেছেন।"

মুছলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী (রঃ) "আল্ আজকার" নামক কিতাবে উপরোক্ত হাদীছকে জয়ীফ বলে অভিহিত করেছেন।

মুনকার বা জয়ীফ হাদীছ দ্বারা ফাজায়েলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দলীল হতে পারে কিন্তু কোন না জায়েজ প্রমাণ করার ক্ষেত্রে জয়ীফ/মুনকার হাদীছ দলীল রূপে গণ্য হতে পারে না।

এজন্য ইমাম নববী (রঃ) কালামের পূর্বে ছালাম বলা (গদ্যে) উত্তম বলেছেন। ছালামের পূর্বে কালামকে নাজায়েজ বলেন নাই। কিন্তু নজম বা পদ্যের ছন্দের মিল রাখতে গিয়ে ছালাম শব্দ কালামের পরে আসলে কোন অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে আল্লামা ইছমাঈল হক্কী বরছয়ী (রাঃ) তদীয় তাফছীরে রুহুল বয়ানে صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। যা ইতিপূর্বে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

নজদী ওহাবীদের পদাংক অনুসারী ওলীপুরী ছাহেবের অন্যতম সহযোগী তথা কথিত মুফতী তালিব উদ্দিন ছাহেব তার পুস্তিকায় কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করে আরবী গ্রামারের ভুল তত্ব পরিবেশন করে মীলাদ শরীফের মাহ্ফিলে পঠিত ছালাত ও ছালাম সম্পর্কে যে বিরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন এতে আমাদের নিকট দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল।

হয়তো তিনি তৎসংশ্লিষ্ট তাফছীর গ্রন্থ পর্যালোচনা করেননি, নয়তো জেনে শুনে সত্য গোপন করেছেন যা ইহুদী পন্ডিতদের উল্লেখ যোগ্য চরিত্র।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শাগরিদ রাখে না মুর্শিদের খবর

ইসলামী জ্ঞান অর্জনের দারায় মুর্শিদ ও শাগরিদের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বিশেষ করে ইছলামী শিষ্টাচারীতায় শাগরিদের নিকট মুর্শিদ হচ্ছেন পরম মান্যবর। মুর্শিদের আমল আখলাকের বিপরীত ফতওয়া প্রদান করলে মুর্শিদ মানা হয় না। শাগরিদ ও মুর্শিদের সম্পর্কও বহাল থাকে না। হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী ছাহেব হচ্ছেন স্বদেশী বিদেশী সকল দেওবন্দীদের নেতা এবং আশরাফ আলী থানবী ও রশীদ আহমদ গাংগুহী উভয়ের পীর ও মুর্শিদ।

প্রকাশ থাকে যে, তথা কথিত মুফতী তালিব উদ্দিন ছাহেব ওলীপুরীর মনগড়া ফত্ওয়াকে প্রমাণ করতে গিয়ে তার পূর্বসূরীদের পীর ও মুর্শিদের বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন, এমন একটা বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

তথা কথিত মুফতী তালিব উদ্দিন ছাহেব "ইয়া নবী সালাম আলাইকা" পুস্তকের ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেন ঃ

"ইয়া রাজুল শব্দটি সম্বোধনের পূর্বে নাকেরা বা অপরিচিত ছিল। যেমন ভাবে ইয়া নবী ও ইয়া রাসুল দ্বারা সম্বোধিত নবী এবং রাসুল শব্দ সম্বোধনের পূর্বে নাকেরা অর্থাৎ অপরিচিত ছিল।

তাই আমাদের মহানবীকে ইয়া বলে ডাকার মানেই হল ডাকার আগে তিনি অপরিচিত ছিলেন এটা আমাদের নবীর শানের অবমাননা। এতথ্য জন সাধারণের সামনে হয়ত এখনও বিকাশ হত না, যদি ওলীপুরী সাহেব গ্রামার শিখতেন না।

উক্ত পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখেন "এমতাবস্থায় আপনারা যারা' ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলেন, এর মাধ্যমে আপনারা নবীর শানে কি পরিমাণ বে-আদবী করেন, তা কি কোন দিন হিসাব করে দেখেছেন ?"

উক্ত বক্তব্য দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, তাদের (ওলীপুরীদের) ভাষ্য অনুযায়ী ইয়া রাছুলাল্লাহ্, ইয়া নবীয়াল্লাহ্, না বলে শুধু ইয়া নবী, ইয়া রাছুল বলে রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে সম্বোধন করলে আল্লাহর হাবীবের শানের অবমাননা এবং বেয়াদবী হয়। ওলীপুরী ছাহেবের

গ্রামার শিখার বদৌলতে উপরোক্ত হাস্যকর তথ্য আবিস্কার করেছেন।

পক্ষান্তরে স্বদেশী-বিদেশী সকল দেওবন্দীদের মুরব্বীদ্বয় আশরাফ আলী থানবী ও রশীদ আহমদ গাংগুহী ছাহেবদের পীর হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী সাহেব তাদীয় "কুল্লিয়াতে এমদাদীয়া" নামক কিতাবে গুলজারে মা'রিফত' অধ্যায়ের ২০৫ পৃষ্ঠায় গজলে না'তিয়া, অংশে আল্লাহ্র হাবীবের শানে রচিত কবিতায় ১৪ বার শুধু মাত্র ইয়া রাছুল' বলে সম্বোধন করেছেন। ইয়া আইয়্যুহার রাছুল বা ইয়া রাছুলাল্লাহ বলে সম্বোধন করেন নাই।

নিম্নে হাজী ইমদাদ উল্লাহ মোহাজিরে মক্কী (রঃ) এর রচিত "গজলে না'তিয়া " পেশ করা হলো ঃ

(۱) کرکے نثا ر آپ پہ گھر بار یارسول

آب آپڑا ہوں آپ کےدر بار یارسول

(۲) عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پا رسا

ہوں امتی تمھارا گنھگار یارسول

(۳) اچھا ہوں یابرا ہوں غرض جو کچھ ہوں سو ہوں

پر ہوں تمھارا تم مرے مختاریاسول -

অনুবাদ ঃ (১) হে রাছুল। সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি, এখন আপনার পবিত্র দরবারে এসে হাজির হয়েছি, হে রাছুল।

(২) হে রাছুল। আমি (হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মোহাজিরে মক্কী (রাঃ)) না আলেম, না মুত্তাকী, না জাহেদ, না উপযুক্ত কিন্তু আমিতো আপনার একজন গোনাহ গার উম্মত ইয়া রাছুল।

(৩) হে রাসুল ! আমি ভাল বা মন্দ যাই হই না কেন, তবুও আমি আপনার উম্মত, আপনি আমার মুখতার ইয়া রাছুল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাজী ছাহেব এভাবে গজলে না'তিয়ায় ১৪ বার শুধু আল্লাহ্র হাবীবকে ইয়া রাছুল বলে সম্বোধন করেছেন।

সকল দেওবন্দীদের পীরানে পীর হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মোহাজিরে মক্কী (রঃ) এর রচিত" গজলে নাতিয়া" এর উপরোক্ত কবিতা দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হলো যে, শুধু "ইয়া রাছুল" বলে সম্বোধন করা ছহীহ বা শুদ্ধ, যেমনি ভাবে ইয়া রাছুলাল্লাহ ও ইয়া আইয়্যুহার রাছুল বলা শুদ্ধ বা ছহীহ। যেমন হাজী ইমদাদ উল্লাহ (রঃ) উক্ত "গোলজারে মা'রেফত" অধ্যায়ে অপর একটি "গজলে না'তিয়া' বলেছেন-

جهازا مت کا حق نے کرد یا ہے اپکے ہا تھوں

بس اب چا ہو ڈبا ؤ یا تراؤ یا رسول اللّٰہ -

অনুবাদ ঃ "উম্মতের জাহাজ আল্লাহ তা'য়ালা আপনার হাতে অর্পন করেছেন। অতএব ইয়া রাছুলাল্লাহ। সেই উম্মতের জাহাজ আপনি ইচ্ছা করলে ডুবাতেও পারেন, ইচ্ছা করলে ভাসাতেও পারেন।"

সুতরাং ইয়া নবী, ইয়া রাছুল বলে আল্লাহ্র হাবীব-কে সম্বোধন করা যেমনি আশিকে রাছুলের কাজ তেমনি ইয়া রাছুল্লাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ বলাও আশিকে রাছুলের কাজ। শুধুমাত্র দুশমনে রাছুল এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে ফিত্না সৃষ্টি করে থাকে। সুধী পাঠকবন্দৃ! লক্ষ করুন, ইয়া নবী, ইয়া রাছুল বলে আল্লাহ্র হাবীবকে সম্বোধন করলে যদি বেয়াদবী হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, আশরাফ আলী থানবী ছাহেব ও রশীদ আহমদ গাংগুহী ছাহেব সহ সকল দেওবন্দী আলেমদের পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রঃ) তদীয় "কুল্লিমারেফত অধ্যায়ের ২০৫ পৃষ্ঠায় গজলে না'তিয়ায় আল্লাহ্র হাবীবের শানে রচিত কবিতায় ১৪ বার ইয়া রাছুল বলে আল্লাহ্র হাবীবকে আহ্বান করেছেন। অথচ ইয়া আইয়্যুহার রাছুল অথবা ইয়া রাছুলাল্লাহ বলে মাহবুবে খোদাকে আহ্বান করেন নাই।

এখন তথাকথিত মুফতী তালিবুদ্দিনের ফত্ওয়া অনুযায়ী তাদের পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মোহাজিরে মক্কী (রঃ) কি বেয়াদবে রাছুল হন নাই? (নাউজুবিল্লাহ)

মুদ্দা কথা হলো মুফতী তালিব উদ্দিন ও তার পরম শ্রদ্ধার পাত্র নব্য ওহাবী ওলীপুরীরা যেন জন্মই নিয়েছে রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর প্রেম ভালবাসা উচ্ছেদের জন্য। কিন্তু তারা যতই ষড়যন্ত্র করছে তা সবই বুমেরাং হয়ে তাদের দিকেই ফিরে আসছে।

তাদের এ সমস্ত ভ্রান্ত উপস্থাপনা তাদের পীর মাশায়েখদেরকেই প্রকারান্তরে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করছে। তারা নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভংগের যত অপচেষ্টাই করুক, তা কখনও সফল হতে পারবে না। তারা রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর দোষমনিতে অন্ধ হয়ে নিজের মুর্শিদের খবর পর্যন্ত ভুলে গেছে।

"ইয়ানবী ছালামু আলাইকা" বাক্যটি শুদ্ধ এবং শরীয়ত সম্মত

মীলাদ শরীফের মাহ্ফিলে পঠিত " ইয়া নবী ছালামু আলাইকা, ইয়া রাছুল ছালামু আলাইকা, ইয়া হাবীব ছালামু আলাইকা, ছালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা" এ রূপ ছান্দিক ছালাত ও ছালাম পাঠ করাতে ভুল প্রমান করার অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে, তথাকথিত মুফতী তালিব উদ্দিন তার লিখিত বইয়ে, ওলীপুরী ছাহেবের প্রদত্ত তথ্য মোতাবিক "ফতোয়ায়ে শামী" কিতাবের এবারতের বরাত দিয়ে যে দাবী উত্থাপন করেছেন, তাতে নিজেই ভুলের আবর্তনে ঘুরপাক খাচ্ছেন। কারণ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) মুছলমানের পরস্পর সাক্ষাতে প্রদেয়, ছালামের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে এ নিয়ম লিখেছেন। আর তালিব উদ্দিন ছাহেব ওলীপুরীর এ ভুল তথ্যকে প্রচার করে মুছলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে আল্লামা শামীর এবারতের অপব্যাখ্যা অর্থাৎ মুছলমানের পরস্পরের সাক্ষাতী ছালামের বিধি নবীর ব্যাপারে উল্লেখ করে নিজেই পথ ভ্রষ্ট হয়েছেন।

অথচ আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবের খেদমতে ছালাত ও ছালাম পেশ করার তাকিদ দিতেগিয়ে স্বতন্ত্র আয়াতে করীমা নাজিল করেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

(হে ঈমানদারগণ তোমরা আমার হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপর দূরুদ শরীফ পাঠ কর এবং তাঁর খেদমতে ছালাম পেশ কর। অর্থাৎ প্রেম ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ ছালাম পেশ করার মত কর।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর খেদমতে কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানদারগণ ছালাত ও ছালাম পেশ করতে থাকবেন।

অন্যদিকে মুছলমানগণ একে অন্যকে প্রতি সাক্ষাতে ছালাম দিবেন যা ছুন্নত রূপে পরিগণিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে পৃথিবীর যে কোন ভাষায়ই ছালাম প্রদানের বৈধতা রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্ পাক মতলকান নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর খেদমতে ছালাম পেশ করার জন্য কালামে পাকে নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মুছলমান গণ একে অপরকে শুধুমাত্র আরবী ভাষায় ও আরবী তারকীবে ছালাম আদান প্রদান করতে হবে। অনারবীয় তরকীবে অন্য কোন ভাষায় পরস্পর ছালাম আদান প্রদান করলে তা শুদ্ধ হবে না।

মুছলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতের ছালামের যে বিধান আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী বর্ণনা করেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ (ফতোয়ায়ে শামী ৬ষ্ঠ খন্ডের ৪১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে)

وَاَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ بِجَزْمِ الْمِيْمِ قَالَ الشَّامِىْ بِجَزْمِ الْمِيْمِ الْاُوْلٰى بِسُكُوْنِ الْمِيْمِ قَالَ- وَكَانَ عَدَمُ الْوُجُوْبِ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ الَّتِىْ جَاءَتْ بِالتَّرْكِيْبِ الْعَرَبِىْ -

অর্থাৎ "ছালাম আলাইকুম বলে ছালাম দিলে এর জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয়। কারণ উহা ছুন্নতের পরিপন্থী। আর ছুন্নত হচ্ছে, আরবী তারকীবে বা গ্রামার মোতাবিক "ছালাম প্রদান করা।"

আল্লামা শামীর উপরোক্ত এবারত দ্বারা একথাই বুঝাচ্ছেন যে, মুছলমানগণ একে অপরকে ছালাম দিতে হবে আরবী তরকীব তথা বাক্যের আরবী

সংযুক্তিতে বা আরবী গ্রামার মোতাবিক। অন্যথায় তা ছুন্নতের পরিপন্থী হবে।

অতঃপর আল্লামা শামী কয়েক লাইন পরে আরো উল্লেখ করেন ঃ

وَلَفْظُ السَّلَامِ فِى الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَوْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِالتَّنْوِيْنِ وَبِدُوْنِ هٰذَيْنِ كَمَا يَقُوْلُ الْجُهَّالُ لَايَكُوْنُ سَلَامٌ -

অর্থাৎ- "ছালাম আলাইকুম বলে ছালাম দিলে এ ছালাম শুদ্ধ হবে না। এরূপ ছালাম দেওয়া মুর্খদের কাজ। সর্বক্ষেত্রে ছালাম প্রদানে দুটি মাত্র পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে "আছছালামু আলাইকুম' অপরটি হচ্ছে "ছালামুন আলাইকুম।"

এ দুটি পদ্ধতি ব্যতীত ছালাম দিলে তা ছালাম হিসাবে গণ্য হবে না।"

আল্লামা শামী (রঃ) উম্মতে মোহাম্মদীর পরস্পরের ছালামের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ছালাম হবে আরবী ভাষায় ও আরবী তারকীব অনুযায়ী যা ছুন্নত রূপে পরিগণিত। অন্যথায় তা ছালামই হবে না। মূল কথা হলো আল্লাহ্‌র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে যে ভাষায়ই ছালাম প্রদান করা হোক না কেন তা শুদ্ধ হবে।

অপর দিকে উম্মতে মোহাম্মদীর পরস্পরের ছালাম একমাত্র আরবী তরকীবেই হতে হবে।

উপরোক্ত পার্থক্য টুকু তথাকথিত মুফতী তালেব উদ্দিন ও তার পরম শ্রদ্ধার পাত্র ওলীপুরীর দ্বারা বুঝে উঠা সম্ভব নহে যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য অশুভ।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী ছালাম আদান প্রদানের বিধানাবলীর ইতিবাচক বিশ্লেষনকে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা মতো নেতিবাচক রূপে বর্ণনা করে তদীয় "ইয়া নবী সালাম আলাইকা' ক পুস্তিকায় ৮৬ ও ৮৭ পৃষ্ঠায় নির্লজ্জভাবে উল্লেখ করেছে-

"বিদয়াতীরা তাদের মনগড়া প্রচলিত মীলাদের অনুষ্ঠানে নবীয়ে করিম

pdf By Syed Mostafa Sakib

(দঃ)-কে সালাম দেওয়ার নামে বলে থাকে সালাম আলাইকা। যা উপরোক্ত দুটি পদ্ধতির কোন একটিরও অন্তর্ভূক্ত নয়। অথচ ফতোয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে যে, এ বাক্যে ব্যবহৃত প্রথম শব্দটাকে আস্‌সালামু বা সালামুন এ দু'পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতিতেও উচ্চারণ না করে সালাম আকৃতিতে উচ্চারণ করলে প্রথমত ঃ এটা আরবী গ্রামার মতে ভুল হয়। দ্বিতীয়ত ঃ সুন্নতের পরিপন্থী হয়। তৃতীয়ত ঃ এভাবে ভুল উচ্চারণের মাধ্যমে সালাম করলে তা ছালাম হয় না। চতুর্থত ঃ এ ভুল উচ্চারিত সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব হয় না। পঞ্চমত ঃ এভাবে ভুল উচ্চারণে সালাম করা জাহিল মূর্খদের কাজ।"

তালেব উদ্দিন ছাহেবের উপরোল্লেখিত লেখনীর মর্মার্থ আল্লামা শামী (রঃ) এর বক্তব্যের সম্পূর্ণই বিপরীত। যা ইতিপূর্বে আমরা আল্লামা শামী (রাঃ) এর এবারতের মূলভাষ্য সহ এর যথাযথ ব্যাখ্যা ও এর সঠিক অর্থ আলোচনা করেছি।

আল্লাহ্‌র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে কেবল আরবী তারকীব বা গ্রামারেই সালাম দিতে হবে তা নয় বরং আনারবী তারকীবেও সালাম দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে যেমন-

তাফছীরে রুহুল বয়ানে ইছমাঈল হক্কী বরছয়ী (রঃ) صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا – এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রথমে আরবী তারকীবে পরে অনারবী তারকীবে আল্লাহ্‌র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে সালাম পেশ করার ধারা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে আরবী তারকীবে লিখেছেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْحَرَمَيْنِ– পরে অনারবী তারকীবে লিখেছেন-

بسلام آمدم جوابم دہ– مر همی بردل خرابم نه –

এখানে শুধু বলেছেন 'ছালাম' ছালামুনও বলেননি এবং আছ্‌ছালামুও বলেন নাই। যেহেতু অনারবী তারকীবেও আল্লাহ্‌র হাবীবকে ছালাম দেওয়ার বিধান রয়েছে।

পক্ষান্তরে, উম্মতে মোহাম্মদীর একে অপরকে ছালাম দেওয়ার ধারা হলো কেবল মাত্র আরবী তারকীবে অর্থাৎ 'ছালামুন' বলতে হবে, অথবা 'আছছালামু' বলতে হবে। আমাদের মীলাদ শরীফের মাহফিলে পঠিত ছালাত ও ছালাম হলো ঃ

يَانَبِىَ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ –

(ইয়া নবী ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুল ছালামু আলাইকা ইয়া হাবীব ছালামু আলাইকা ছালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা) ইহা কবিতার পংক্তিতে এবং অনারবীয় তারকীবে রচিত। এ ধরনের ছালাত ও ছালাম রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানে প্রদান করা শরীয়ত সম্মত।

বুজুর্গানে দ্বীন এ ধরনের ছালাত ও ছালাম রাছুলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানে পেশ করে আসছেন।

এ প্রসঙ্গে শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিছে দেহলভী (রাঃ) "জযবুল কুলুব" নামক কিতাবের (উর্দ্দূ) ২৮৭ পৃঃ উল্লেখ করেন ঃ

حديث شريف ميں آيا ہے كه اذا صليتم على فاحسنوا الصلوة يعنى جب تم مجھپردرود پڑھو تو اسے خو بصورت بنا كر پڑ ھو– بعض مفسرين نے اس آيت كى تفسير ميں كها ہے وقو لوا للناس حسنا كه ناس سے مراد محمد صلى الله عليه واله وسلم ہيں اور قول احسن سے مراد آپ كا درود شريف ہے اورسدى جو علما ئےتفسير سے ہيں– جما عت صحا به وغير هم رضى الله عنهم سے نقل

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়াতে করীমার আমল কারীদের মধ্যে এবং অত্র নি'য়ামতের মর্যাদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

দূরুদ ও ছালাম সম্বলিত কোন কোন শব্দাবলী ফজীলতের দিক দিয়ে উত্তম, এ রেওয়ায়েতটি হলো এর ভিত্তি। এ কারণেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বুযুর্গানে দ্বীন কর্তৃক বর্ণিত প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন দরুদ শরীফ ও ছালাম লিপিবদ্ধ রয়েছে।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একটি বিষয় পরিস্কার যে, রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নির্দেশানুসারে প্রাঞ্জল ও শ্রুতি মধুর যে কোন ছন্দে, যে কোন ভাষায় ছালাত ও ছালাম পেশ করা সম্পূর্ন শুদ্ধ রয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় মীলাদ শরীফে পঠিত ছালাত ও ছালাম-এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

এতদসত্ত্বে নূরুল ইছলাম ওলীপুরীর বক্তব্যকে প্রচার করতে গিয়ে তথাকথিত মুফতী তালেব উদ্দিন তার বইয়ে "ইয়া নবী ছালাম আলাইকা" পাঠ করাকে অশুদ্ধ ও নবীর শানে বেয়াদবী বলে বার বার উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে বাংলাদেশের বিদআতী ওহাবী দেওবন্দীদের প্রধান প্রাণ কেন্দ্র হাটহাজারী থেকে প্রকাশিত ক্বারী রশিদ আহমদ চট্টগ্রামী কর্তৃক রচিত, মুফতী ফয়জুল্লা মেখলী, হাট হাজারী ও মুফতী আজিজুল হক পটিয়া কর্তৃক প্রশংসিত "রেছালায়ে হাতেফ" নামক পুস্তকে ৮ম পৃষ্ঠা থেকে ১০ম পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্বরচিত কবিতার ফাকে ফাকে-

ইয়া নবী ছালামু আলাইকা
ইয়া রাছুল ছালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব ছালামু আলাইকা
ছালাওয়াতুল্লা আলাইকা

বার বার উল্লেখ করেছেন। "রেছালায়ে হাতেফ" নামক পুস্তক থেকে কয়েকটি কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(١) يَا نَبِيَّ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ

کرتے ہیں کہ جس کو حق تعالی نے بیان شانی شریفہ وعظمت کو صلوات وتسلیمات تصنیف وایجاد کر کے ظاہر کرے اوراس راہ کے چلنے والوں اور اس نعمت کی قدر جانے والوں میں داخل ہواس حکم عالی کے بجالانے والوں میں سے ہو گا۔ اور بعض صیغوں کی فضیلت میں جوا ختلاف ہے تو غالب ہے کہ معتمداس کا یہی حدیث ہو گی اوراس بنا پراکابر سلف وخلف نے صیغہ بلیغہ اورکلمات بالغہ مطابق اسکے جوما ثور ہیں تصنیف کئے ہیں۔

অর্থাৎ হাদীছ শরীফে আছে اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَاَحْسِنُوا الصَّلٰوةَ তোমরা যখন আমার প্রতি দূরুদ শরীফ পাঠ করবে তখন উহাকে সুন্দর করে তৈরী করে পড়বে। কতেক মুফাচ্ছেরীনে কেরাম وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় বলেছেন ناس (নাছ) দ্বারা মুরাদ হচ্ছে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং حسن (কাওলে হাছন) দ্বারা মুরাদ হচ্ছে তার প্রতি দূরুদ শরীফ পাঠ করা। সুদ্দী (রাঃ) একদল ছাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যান্য (তা'বেয়ীন, তবয়ে তাবেয়ীন) থেকে বর্ণনা করেছেন, যাকে আল্লাহ তা'য়ালা চমৎকার বর্ণনা বিশুদ্ধ অর্থপূর্ণ ও প্রাঞ্জল শব্দাবলী প্রয়োগের ক্ষমতা দান করেছেন, যদি সে ব্যক্তি উপরোক্ত আয়াত শরীফের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে দূরুদ ও ছালাম নিজে রচনা ও আবিস্কার করতঃ উহা প্রকাশ করে, তাতে সেও ঐ

pdf By Syed Mostafa Sakib

يَا حَبِيْبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ -

تیرے دشمن بد عتی ہیں- پھر یہ کیسے جنتی ہیں
نام کے یہ امتی ہیں -

(۲) یا نبی سلام علیك یارسول سلام علیك
یا حبیب سلامٌ علیك صلوات اللّٰه علیك -
چھوڑدی جو تری سنت- چھا کئی توا پنہ ظلمت
اٹھ گئی ہے ان سے رحمت

(۳) یا نبی سلام علیك یارسول سلام علیك -
یا حبیب سلام علیك صلوات اللّٰه علیك -
ان سے جوظلم وجفا ہو تم رشید کیوں خفا ہو
جب غلام مصطفے اہو -

মুফতী তালিব উদ্দিনের অন্যতম বরেন্য নূরুল ইছলাম ওলীপুরীর প্রাণপ্রিয় ওস্তাদ ও লালবাগ মাদ্রাসার স্বনাম ধন্য মোহাদ্দেছ মাওলানা আজিজুল হক ছাহেব তদীয় বোখারী শরীফ (বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা) পঞ্চম খন্ড দ্বিতীয় সংস্করণের ৪৯ ও ৫০ পৃষ্ঠায় লিখেন ঃ

"সৃষ্টির প্রাণ পেয়ারা রাছুল মোস্তফা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর আবির্ভাব ও শুভাগমনে আনন্দের হিল্লোল উঠিল সমগ্র ধরনীতে যাহার জন্য সমস্ত মাখলুকাতের সৃষ্টি যাহার জন্য আরশ-কুরছি, লৌহ-কলম আসমান-জমীন, মানুষ, ফেরেশতা; আজ তিনি আসিয়াছেন শত উর্ধের উর্ধ্ব হইতে এই ধুলির ধরণীতে; তাই হর্ষে ও আনন্দে সমাদৃত করিয়াছে তাহাকে নিখিল সৃষ্টি, অভিনন্দন জানাইয়াছে, তাহাকে সমস্ত প্রকৃতি, বহিয়াছে সকলের উপর আনন্দের বন্যাধারা।

ইয়্যা নবী সালামু আলাইকা আল্লার নবী তুমি; তোমাকে সালাম
ইয়্যা রসুল সালামু আলাইকা আল্লার রসুল তুমি; তোমাকে সালাম
ইয়্যা হাবীব সালামু আলাইকা আল্লার হাবীব তুমি; তোমাকে সালাম
ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা তোমার স্মরণে সদা সালাম সালাম

সম্মানি পাঠক বৃন্দ! দেখলেনতো ঢাকা লালবাগ মাদ্রাসার মোহাদ্দিছ, মাওলানা আজিজুল হক ছাহেব কি সুন্দর করে বাংলা উচ্চারণে "ইয়্যা নবী সালামু আলাইকা লিখেছেন।

পক্ষান্তরে বিদয়াতী মুফতী তালিব উদ্দিন ছাহেব তদীয় "ইয়া নবী সালাম আলাইকা" পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

(১) ওলীপুরী সাহেবের বক্তব্যের মূল কথা ছিল পবিত্র কোরআন হাদিসে "ইয়া নবী, ইয়া রাছুল" নাই। আরবী গ্রামারের দৃষ্টিতে এভাবে আমাদের নবীজিকে ডাকলে সাব্যস্ত হয় যে, সম্বোধনের পূর্বে তিনি অপরিচিত ছিলেন। অথচ এটা যে নবী সমস্ত জগদ্বাসীর কাছে সুপরিচিত তাঁর শানে অবমাননা করা।"

এবং উক্ত পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

(২) "আমাদের মহানবীকে ইয়া নবী বলে ডাকার মানেই হল ডাকার আগে তিনি অপরিচিত ছিলেন। এটা আমাদের নবীর শানে অবমাননা। এ তথ্য জন সাধারণের সামনে হয়ত এখনও বিকাশ হত না, যদি ওলীপুরী সাহেব গ্রামার শিখতেন না। সুতরাং ওলীপুরী সাহেবের গ্রামার না শিখা বিদ্‌য়াতীদের জন্য তো খুবই ভাল ছিল, কিন্তু অন্যদের জন্য নয়।"

আর উক্ত পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

(৩) "এমতাবস্থায় আপনারা যারা ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলেন, এর মাধ্যমে আপনারা নবীর শানে কি পরিমান বে-আদবী করেন, তা কি কোন দিন হিসাব করে দেখেছেন?"

উল্লেখিত তিনটি বক্তব্যের সার কথা হলো, ইয়া নবী, ইয়া রাছুল বলা আমাদের নবীর শানে অবমাননা কর ও বেআদবী। এতথ্য নুরুল ইছলাম ওলীপুরী সাহেবের গ্রামার শিখার বদৌলতে আবিস্কার করেছেন। এমনকি

pdf By Syed Mostafa Sakib

যারা ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলেন তারা নবীর শানে কি পরিমান, বে-আদবী করেছেন তা হিসাব করে দেখার নির্দেশও ওলীপুরী ছাহেব দিয়েছেন।

অপর দিকে মজার ব্যাপার হলো ঃ ওলীপুরী ছাহেব ঢাকা লালবাগ মাদ্রাসায় কিছুদিন লেখা পড়া করেছেন। এ হিসাবে মোহাদ্দিছ আজিজুল হক সাহেব তার ওস্তাদ বা শিক্ষা গুরু বটে। এখন আমাদের জিজ্ঞাসা, যে সব ওস্তাদের কাছ থেকে ওলীপুরী ছাহেব আরবী গ্রামার শিখে এ অদ্ভুত তথ্য আবিস্কার করে "ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলাকে বিদআতীদের উক্তি এবং নবীর শানে অবমাননা ও বে-আদবী সাব্যস্ত করলেন, যে সব ওস্তাদের অন্যতম লালবাগ মাদ্রাসার মোহাদ্দিছ মাওলানা আজিজুল হক ছাহেবও ' ইয়া নবী সালামু আলাইকা" লিখেছেন, বলেছেন, প্রকাশও করছেন, তিনি কি ওলীপুরী ছাহেবের নব্য ফত্ওয়া দ্বারা বিদআতী ও নবীর শানে অবমাননাকারী ও বে-আদব সাব্যস্ত হন নাই ?

এছাড়াও "রেছালায়ে হাতেফ" নামক পুস্তিকার লেখক ও সমর্থক রশিদ আহমদ চাটগামী, মুফতী ফয়জুল্লাহ্ মেখলী, হাটহাজারী ও মুফতী আজিজুল হক পটিয়া সকলের ঐক্য মতে লেখা রয়েছে ঃ

يَا نَبِىَّ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ

يَا حَبِيْبَ سَلَامٌ عَلَيْكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ –

(ইয়া নবী ছালামু আলাইকা, ইয়া রাছুল ছালামু আলাইকা ইয়া হাবীব ছালামু আলাইকা, ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা)

তারা সকলেই লিখেছেন এবং প্রকাশও করেছেন। যা আমরা ইতিপূর্বে তাদের বইয়ের পৃষ্ঠা ও এবারত সহ সবিস্তার উল্লেখ করেছি। ওলীপুরীর বক্তব্য বা ফত্ওয়া মতে তারা সকলই বিদআতী, নবীর শানে আবমাননাকারী ও বেয়াদবে রাছুল কি সাব্যস্ত হন নাই? আগে নিজের ঘর সামল্যান, পরে অন্যের উপর ফত্ওয়া জারী করেন।

প্রচলিত মীলাদ শরীফের নিয়ম পদ্ধতি ছাহাবায়ে কেরাম আউলিয়ায়ে কেরাম, মুহাদ্দিছীন ও মুফাচ্ছিরীন থেকে প্রমাণিত

নব্য বিদ্আতী ওহাবী ওলীপুরীর দোসর তথাকথিত মুফতী তালিব উদ্দিন তার "ইয়া নবী ছালাম আলাইকা" পুস্তকে, "প্রচলিত মীলাদ শরীফের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক, অবান্তর, মনগড়া ভুয়া দলীল পেশ করে মুছলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে পাগলের মত মীলাদ বিরোধী বক্তব্য পেশ করে হক্কানী উলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দিছীন, মুফাচ্ছিরীন ও আউলিয়ায়ে কেরামগণকে বিদ্আতী আখ্যায়িত করার দুঃসাহস করেছে। সে তা পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে-

"এ সম্পর্কে আল্লামা ছুয়ূতী (রঃ) তাঁর হুসনুল মাকছাদ কিতাবে লিখেন-

قَدْ صَنَّفَ الشَّيْخُ اَبُوْ الْخَطَّابِ بْنِ دَحْيَةَ مُجَلَّداً فِى مَوْلِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ التَّنْوِيْرَ فِى مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ فَجَازَهُ عَلٰى ذٰلِكَ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ .... اِلٰى ان مات ..... عام ثلا ثين وستمأة –

অর্থাৎ- শেখ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া মীলাদের একটা পুস্তক রচনা করেন এবং এর নাম করণ করেন আত্তানভীর ফি মাওলিদিন বশীরে ওয়ান নাযীর। এর বিনিময়ে তিনি বাদ্শাহ্ মুযাফফরের কাছ থেকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রালাভ করেন। অবশেষে তিনি ৬৩০ হিজরীতে প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।"

(অতঃপর মুফতী তালীব উদ্দিন লিখেন) "বিদয়াতীরা এ লোকেরও খুব প্রশংসা করে।"

অপর দিকে নবম শতকের মুজাদ্দিদ আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রাঃ) "হুছনুল মাকছাদ ফি আমালিল মাওলিদ" নামক কিতাবে প্রচলিত মীলাদ মাহফিলের নিয়ম পদ্ধতি ও উহার উপকারিতা সবিস্থার বর্ণনা করেন এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

এর সমর্থনে প্রখ্যাত মুফাচ্ছির হাফিজুল হাদীছ আল্লামা ইবনে কাছীর (ওফাত ৭৭৪ হিঃ) এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে প্রচলিত মীলাদ মাহফিলের আয়োজন কারী আরবলের বাদশাহ মুজাফ্ফর আবু ছাঈদ কুকুবরী এবং "আত্তানভির ফি মাওলিদিন বাশীরিন নাজির" এর প্রণেতা হাফিজুল হাদীছ শায়খ আবুল খাত্তাব বিন দাহ্ইয়া (রঃ) এর পরিচিতি তুলে ধরেন।

দুঃখের বিষয় তথা কথিত মুফতী ছাহেব ইমাম ছয়ূতী (রঃ) এর "হুছনুল মাকছাদ" এর বরাত দিয়ে মূল এবারতের গুরুত্ব পূর্ণ অংশটুকু বাদ দিয়ে বক্তব্যের মর্মার্থকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপকৌশল করেছে। নিম্নে তার কারচুপির নমুনা তুলে ধরা হলো-

যেমন- (এক) হুছনুল্ মাকছাদ কিতাবের মূল এবারতে রয়েছে ঃ قد صنف له (কাদ ছান্নাফা লাহু) এর স্থলে লেখা হয়েছে قد صنف (কাদ ছান্নাফা) এখানে له (লাহু) বাদ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু له (লাহু) শব্দ বাদ দিলে প্রচলিত মীলাদ শরীফ যে শরীয়ত সম্মত, তা গোপন থেকে যায় এবং মুছলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করা সহজ হয়।

(দুই) হুছনুল মাকছাদ কিতাবে মূল এবারতে রয়েছে- فاجازه على ذلك بالف دينار- (ফা আজাজাহ আলাজালিকা বি আলফে দিনার) এর স্থরে লেখা হয়েছে- فجازه (ফা জাজাহু) এবং এর অর্থ লিখা হয়েছে- "এর বিনিময়ে তিনি বাদ্শাহ মুজাফ্ফরের কাছ থেকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা লাভ করেন।" এতে হাফিজুল হাদীছ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া (রাঃ)-কে হেয় প্রতিপন্ন করেছে।

অথচ মূল কিতাবের এবারতের মর্মার্থ হচ্ছে যেহেতু হাফিজুল হাদীছ আবুল খাত্তাব বিন দাহ্ইয়া (রাঃ) প্রচলিত মীলাদ শরীফকে কোরআন ছুন্নাহর মাধ্যমে শরীয়ত সম্মত ছুন্নত প্রমাণ করলেন, এতে নবী প্রেমিক বাদশাহ মুজাফফর আবু ছাঈদ কুকুবরী আল্লাহর রাছুলের শান-মান সম্বলিত "আত্ তানভীর" কিতাব লেখায় খুশী হয়ে তাঁকে একহাজার স্বর্ণ মুদ্রা হাদীয়া হিসাবে দান করলেন।

প্রসঙ্গত সবিশেষ উল্লেখ্য যে, নবীর প্রশংসা কারীকে হাদীয়া দেওয়ার বিধান ছাহাবায়ে কেরামের যুগেও ছিল। এমন কি আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম প্রখ্যাত ছাহাবী হাচ্ছান বিন ছাবিত (রাঃ)-কে তার শানে প্রশংসা সূচক কবিতা আবৃত্তি করার কারণে পুরস্কৃত করে ছিলেন। সুতরাং হাদীয়া দেওয়া ও নেওয়া কোন দোষের কাজ নয় বরং ইহা রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের ছুন্নত।

(তিন) মূল কিতাবের –محمود السيرة والسريره (মাহমুদুছ ছীরাতে ওয়াছ ছারীরাহ) এ অংশটুকু সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। যার মর্মার্থ হলো- প্রচলিত মীলাদ শরীফের আয়োজন কারী আরবলের বাদশাহর জীবন ও কর্ম তথা আক্বীদা, আমল ও সৎচরিত্র সুপ্রসংসার পাত্র ছিলেন।

আল্লামা হাফিজুল হাদীছ ইবনে কাছীর (রঃ) ও ইমাম জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) এর মূল গুরুত্ব পূর্ণ বক্তব্যকে এভাবে পরিবর্তন ও বিকৃতির মাধ্যমে তাদেরকে বিদ্আতী বলে অখ্যায়িত করার অপকৌশল করেছে। (নাউজুবিল্লাহ্)

আল্লামা জালাল উদ্দিন ছয়ূতী (রাঃ) "হুছনুল মাকছাদ ফি আমালিল্ মাওলিদে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন-

عِنْدِىْ اَنَّ اَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِىْ هُوَ اِجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَأَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَرِوَايَةِ الْاَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِى مَبْدَأِ اَمْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَقَعَ فِىْ مَوْلِدِهٖ مِنَ الْاٰيَاتِ ثُمَّ يُمَدُّ لَهُمْ سِمَاطٌ يَاْكُلُوْنَهٗ وَيَنْصَرِفُوْنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلٰى ذٰلِكَ هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِىْ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالْاِسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ –

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ- "(নবম শতকের মুজাদ্দিদ হাফিজুল হাদীছ আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) বলেন) আমার তাহকীকে প্রচলিত মীলাদ শরীফের মৌলিক বিষয় হলো লোকজনকে একত্রিত করা, কোরআনে করীম থেকে কিছু তিলাওয়াত করা। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর প্রাথমিক অবস্থা এবং আল্লাহর হাবীবের শুভাগমনের সময় যে সব অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে ছিল, এ সংক্রান্ত রেওয়ায়েত সমূহ পাঠ করা। প্রয়োজন মোতাবিক বিভিন্ন খানা পীনার আয়োজন করতঃ লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া। (প্রচলিত মীলাদ শরীফের মাহফিলে ইহাই করা হয়ে থাকে) এরূপ প্রচলিত মীলাদ মাহ্ফিল বিদ্আতে হাছানাহ্ যা ছুন্নতের সাথে সংযুক্ত। এধরণের মীলাদ শরীফ আয়োজন কারীর আমল নামায় ছওয়াব নিহিত রয়েছে, যেহেতু প্রচলিত মীলাদ শরীফ দ্বারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর সম্মান প্রদর্শন, আনন্দ প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং মীলাদ শরীফ পাঠ কারীদের জন্য শুভ সংবাদও রয়েছে।"

উক্ত এবারতের সারতত্ব হলো, আল্লামা জালাল উদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) নিজেই প্রচলিত মীলাদ শরীফের নিয়ম পদ্ধতি উল্লেখ করতঃ ইহাকে বিদ্আতে হাছানা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এতে ছওয়াব নিহিত রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বিদ্আতে হাছানাই যে ছুন্নত রূপে পরিগণিত এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইছমাঈল হক্কী বরছয়ী (রঃ) তাফছীরে রুহুল বয়ান ৩য় খন্ড ৪০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنِىْ النَّا بِلسِىْ فِى كَشْفِ النُّوْر عَنْ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ مَا خُلَاصَتُهٗ اَنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ اَلْمُوَافِقَةَ لِمَقْصُوْدِ الشَّرْعِ تُسَمّٰى سُنَّةً –

অর্থাৎ- "হানাফী মাজহাবের অন্যতম ফকীহ, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) এর সুযোগ্য ওস্তাদ, আল্লামা শায়খ আব্দুল গণি নাবেলিছী (রঃ) "কাশফিননূর আল্ আছহাবীল কুবুর" নামক কিতাবে বিদ্আতে হাছানা সম্পর্কে যা বলেছেন, তার সারকথা হলো নিশ্চয় বিদ্আতে হাছানাই

শরীয়তের মাকছুদ বা উদ্দেশ্যের অনুকূলে এই জন্য ইহাকে ছুন্নত বলে নামকরণ করা হয়েছে।"

সুতরাং প্রচলিত মীলাদ মাহ্ফিলের আয়োজন বিদ্আতে হাছানা বা ছুন্নতের মধ্যে গণ্য। ইহা কখনও বিদ্আত নয়।

অতঃপর আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) তদীয় "হুছনুল মাকছাদ ফি আ'মালিল মাওলিদ্" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন-

وَاَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَ فِعْلَ ذٰلِكَ صَاحِبُ اَرْبَلَ اَلْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ اَبُوْ سَعِيْدٍ كُوْكُبْرِىْ بِنْ زَيْنُ الدِّيْنِ عَلِىْ اِبْنِ بَكْتَكِيْنَ اَحَدُ الْمُلُوْكِ الْاَمْجَادِ وَالْكُبَرَاءِ الْاَجْوَادِ وَكَانَ لَهٗ اٰثَارٌ حَسَنَةٌ –

অর্থাৎ- "প্রচলিত মীলাদ শরীফের প্রথম সূত্রপাত করেন, আরবলের বাদ্শাহ্ মুজাফ্ফর আবু ছাঈদ কুকুবরী বিন জাইনুদ্দিন আলী বিন বক্তাকাইন। তিনি সম্মানীত বাদ্শাহ ও বুজুর্গদের অন্যতম। তার অনেক উত্তম নিদর্শন রয়েছে।

এরপর নবম শতকের মুজাদ্দিদ হাফিজুল হাদীছ আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) তার দাবীর সপক্ষে প্রখ্যাত মুফাচ্ছির হাফিজুল হাদীছ আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ) (ওফাত ৭৭৪ হিঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে তদীয় "হুছনুল মাকছাদ ফি আমালিল মাওলিদ" নামক কিতাবে লিখে ঃ

قال ابن كثير في تار يخه : كان يعمل المو لدا لشريف فى ربيع الاول ويحتفل به احتفالا هائلا وكان شهما شجاعا بطلا عا قلا عالما عا دلا رحمه الله واكرم مثواه قال صنف له الشيخ ابو الخطاب بن دحية مجلدا فى المولد النبوى سماه التنو ير في

pdf By Syed Mostafa Sakib

إِسْتَخْرَجَ لَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ اَصْلاً مِنَ السُّنَّةِ وَكَذَا الْحَافِظُ السُّيُوْطِىْ وَرَدًّا عَلَى الْفَاكِهَانِىْ الْمَالِكِىْ فِى قَوْلِهِ اِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ كَمَا فِى اِنْسَانِ الْعُيُوْنِ –

অর্থাৎ- "আরবলের বাদশাহ্ প্রচলিত মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন। হাফিজুল হাদীছ আবুল খাত্তাব বিন দাহ্ইয়া (রঃ) প্রচলিত মীলাদ শরীফ যে শরীয়ত সম্মত সে সম্পর্কে একখানা কিতাব প্রণয়ন করেন এবং উক্ত কিতাবের নাম করণ করেন" "আত্তানভীর ফি মাওলিদিল বাশীরিন নাজির" এতে বাদশাহ্ খুশী হয়ে হাফিজুল হাদীছ ইবনে দাহ্ইয়াকে এক হাজার দিনার হাদিয়া প্রদান করেন। হাফিজুল হাদীছ ইবনে হাজর আছকালানী (রঃ) ও হাফিজুল হাদীছ আল্লামা জালালুদ্দিন ছুয়তী (রঃ) উভয়ে প্রচলিত মীলাদ শরীফ এর আছল বা মূল ছুন্নত থেকে উৎসারিত বলে প্রমাণ করেন এবং ফাকেহানী মালিকীর উক্তি-"প্রচলিত মীলাদ শরীফ নিন্দনীয় বিদ্আত" এর খন্ডন ও জওয়াব প্রদান করেন। যেমন "ইন্ছানুল উয়ূন" কিতাবে এ সম্পর্কে সবিস্থার বর্ণনা রয়েছে।"

আল্লামা ইছমাঈল হক্কী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে রূহুল বয়ান" নামক কিতাবের ৯ম খন্ড ৫৬ পৃষ্ঠায় প্রচলিত মীলাদ মাহফিল সম্পর্কে আরও উল্লেখ করেন-

وَمِنْ تَعْظِيْمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مُنْكَرٌ قَالَ الْاِمَامُ السُّيُوْطِىْ قَدَّسَ سِرَّهُ يُسْتَحَبُّ لَنَا اِظْهَارَ الشُّكْرِ لِمَوْلِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنْتَهَى –

অর্থাৎ- নিষিদ্ধ কার্যকলাপ বর্জন করতঃ মীলাদ শরীফ এর আমল করা রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর তা'জীম বা সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

مولد البشيرا لنذير فا جازه على ذلك بالف دينار وقد طالت مدته فى الملك الى ان مات..... سنة ثلاثين وستمائه محمود السيرة والسريرة –

অর্থাৎ- "প্রখ্যাত মুফাচ্ছির আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ) তদীয় তারীখের কিতাবে বলেন ঃ আরবলের বাদ্শাহ্ মুজাফ্ফর আবু ছাঈদ (রঃ) রবিউল আউয়াল মাসে জাক্ঝমক সহকারে মীলাদুন্ নবীর মাহফিল আয়োজন করতেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ বীর, বাহাদুর বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ন (আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন) এবং কবর জগতে সম্মানীত করুন।

আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন, হাফিজুল হাদীছ শায়খ আবুল খাত্তাব বিন দাহ্ইয়া (রঃ) প্রচলিত মীলাদ শরীফের আয়োজন যে, ছুন্নত মোতাবিক সে প্রসঙ্গে এক খানা মীলাদুন্নবীর কিতাব লিখে এর নাম করন করেন "আত্তানভীর ফি মাওলিদিল বাশীরিন নাজির" নবী প্রেমিক বাদশাহ মুজাফ্ফর উদ্দিন আবু ছাঈদ কুকুবরী (রঃ) প্রচলিত পবিত্র মীলাদ শরীফের আয়োজন যে কোরআন ছুন্নাহ ভিত্তিক উত্তম কাজ, এ কিতাব ("আত্তানভীর কিতাব) পেয়ে তিনি আনন্দিত হয়ে হাফিজুল হাদীছ আবুল খাত্তাব বিন দাহ্ইয়া (রঃ) কে একহাজার স্বর্ণ মুদ্রা হাদিয়া দিলেন। তার শাসন কাল দীর্ঘায়িত হয়ে ছিল (আল্লাহর নবীর প্রশংসা ও মীলাদ শরীফ পড়া) বরকতে তিনি ৬৩০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তার জীবন ও কর্ম তথা আক্বীদা ও আমল প্রশংসনীয় ছিল।"

অনুরূপ আল্লামা ইছমাঈল হক্কী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে রুহুল বয়ান" নামক কিতাবের ৯ম খন্ড ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেন-

اَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَهُ مِنَ الْمُلُوْكِ صَاحِبُ اَرْبَلَ وَصَنَّفَ لَهُ ابْنُ دَحْيَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ كِتَابًا فِى الْمَوْلِدِ سَمَّاهُ التَّنْوِيْرَ بِمَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ فَاَجَازَهُ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ وَقَدْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবম শতকের মুজাদ্দিদ হাফিজুল হাদীছ আল্লামা জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রঃ) বলেন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর মীলাদ শরীফের আলোচনা করে শোকর আদায় করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব।"

প্রচলিত মীলাদ শরীফ যে শরীয়ত সম্মত ছুন্নত কাজ এ সম্পর্কে প্রথম কিতাব প্রণয়ন করেন হাফিজুল হাদীছ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া (রাঃ) (ওফাত ৬৩৩ হিজরী) তার লিখিত কিতাবের নাম التنوير فى مولدالبشير النذير – "আত্তান্‌ভীর ফি মাওলিদিল বাশীরিন্ নাজীর" সেই প্রখ্যাত হাফিজুল হাদীছ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া (রাঃ)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে, নবম শতকের মুজাদ্দিদ হাফিজুল হাদিছ জালালুদ্দিন ছয়ূতী (রাঃ) হুছ্‌নুল মাক্‌ছাদ ফি আমালিল্ মাওলিদ কিতাবে উল্লেখ করেন-

وَقَالَ اِبْنُ خَلِكَانَ فِى تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ اَبِى الْخَطَّابِ بْنِ دِحْيَةَ : كَانَ مِنْ اَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَمَشَاهِرِ الْفُضَلَاءِ قَدِمَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَدَخَلَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَاجْتَازَ بِاَرْبَلَ سَنَةَ اَرْبَعَ وَسِتِّمِائَةٍ فَوَجَدَ مَلِكَهَا الْمُعَظَّمَ مُظَفَّرَ الدِّيْنِ بْنَ زَيْنِ الدِّيْنِ يَعْتَنِىْ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِىِّ فَعَمِلَ لَهُ كِتَابَ التَّنْوِيْرِ فِى مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَاَجَازَهُ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ قَالَ : وَقَدْ سَمِعْنَاهُ عَلَى السُّلْطَانِ فِى سِتَّةِ مَجَالِسَ فِى سَنَةِ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ اِنْتَهَى –

অর্থাৎ- "হাফিজ আবুল খাত্তাব বিন দাহইয়া (রাঃ) এর প্রশংসায় ইবনে খাল্‌কান বলেন ঃ ইবনে দাহ্‌ইয়া (রাঃ) ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত উলামা ও

সুপ্রসিদ্ধ ফোজালাগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি মরক্কো হতে আগমন করে পর্যটনের উদ্দেশ্য সিরিয়া ও ইরাকে প্রবেশ করেন এবং ৬০৪ হিজরী সালে (কুর্দিস্তানের) আরবল শহরে আগমন করেন। তিনি সেখানেই সম্মানীত শাসক ও বাদ্‌শাহ্ মোজাফফর উদ্দীন ইবনে জয়নুদ্দীনকে মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান পালন করতে দেখতে পান। তিনি নবী প্রেমিক বাদশাহ্‌কে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে "আত্-তান্‌ভীর ফি মাওলিদিল বাশীরিন নাজীর" নামক একখানা গ্রন্থ মীলাদ শরীফের উপর রচনা করে উপহার প্রদান করেন। তিনি নিজে গ্রন্থ খানা পাঠ করে বাদ্‌শাহ্‌কে শুনান। বাদ্‌শাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার বা হাদিয়া দেন। ইবনে খাল্‌কান বলেন- "আমি ৬২৫ হিজরীতে উক্ত গ্রন্থ খানা ছয়টি মীলাদ মাহ্‌ফিলে বাদ্‌শাহর উপস্থিতিতে পাঠ করতে নিজে শুনেছি।"

ইমাম জালালুদ্দিন ছুয়ূতী (রঃ) এর বক্তব্য থেকে প্রমাণীত হলো হাফিজুল হাদীছ আবুল খাত্তাব ইবনে দাহ্‌ইয়া (রাঃ) এর লিখিত "আত্-তানবীর" কিতাব খানা গ্রহণ যোগ্য এবং মীলাদ শরীফ সম্পর্কে একটি নির্ভর যোগ্য দলীল।

উপরোল্লেখিত দীর্ঘ আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আরবলের বাদশাহ্ মোজাফ্‌ফর এবং "আত্-তান্‌বীর ফি মাওলিদিল্ বাশীরিন্ নাযির" কিতাবের লিখক হাফিজুল হাদীছ ইবনে আবুল খাত্তাব বিন দাহ্‌ইয়া (রঃ) সম্পর্কে হাফিজুল হাদীছ ইমাম জালাল উদ্দিন (রঃ) হাফিজুল হাদীছ আল্লামা ইবনে হজর আসকালনী (রঃ) প্রখ্যাত মুফাছ্ছির আল্লামা ইছমাঈল হক্কী (রঃ) প্রমূখ মনীষীবৃন্দ সকলেই তাদের উভয়ের খুব প্রশংসা করেছেন।

অথচ মুফতী তালিব উদ্দিন তার "ইয়া নবী সালাম আলাইকা" পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেন- "বেদয়াতিরা এ লোকেরও খুব প্রশংসা করে" এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য হলো- তাহলে ভয়া মুফতীর ফত্‌ওয়া দ্বারা উপরোল্লেখীত মুহাদ্দিছীন, মুফাছ্ছিরীন, ও আউলিয়ায়ে কেরামগণ কি বিদ্‌আতি? (নউজুবিল্লাহ্)

স্বনামধন্য মুহাদ্দিছীন, মুফাচ্ছিরীন, ও আউলিয়ায়ে কেরামগণের অভিমত

pdf By Syed Mostafa Sakib

গ্রহণ না করে, নজদী ওহাবী বিদ্আতী দেওবন্দী মতানুসারে লিখিত তারিখে মীলাদ' থেকে কিছু কিছু অংশ চয়ন করে বাদ্শাহ মোজাফ্ফর ও হাফিজুল হাদীছ ইবনে আবুল খাত্তাব বিন দাহ্ইয়া (রঃ) কে বিরূপ সমালোচনা করার যে চক্রান্ত করা হয়েছে "আমাদের পূর্বোল্লিখিত মূল কিতাবের এবারত গুলো সেই চক্রান্তের স্বরূপ উন্মোচন করেছে এবং একই সাথে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এছাড়াও যেসব স্বনাম ধন্য মুহাদ্দিছীন, মুফাচ্ছিরীন ও আউলিয়ায়ে কেরামগন প্রচলিত মীলাদ শরীফকে শরীয়ত সম্মত ছুন্নত ও ছওয়াবের কাজ বলে দলীল আদিল্লাহর মাধ্যমে প্রমাণ করেছে তারা হচ্ছেন ঃ

(এক) আল্লামা শিহাব উদ্দিন আহমদ ইবনে হজর মক্কী হায়তমী শাফেয়ী (রাঃ) "আন্নি'মাতুল কুবরা আলাম আলামে" কিতাবে।

(দুই) আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) এর লিখিত "মাছাবা মিনাছুন্নাহ" কিতাবের ৮৯ পৃষ্ঠায়।

(তিন) আল্লামা আব্দুল বাকী জারকানী "জারকানী শরীফ" ১ম জিলদ ১৩৯ পৃষ্ঠা।

(চার) আল্লামা ইমাম কাছতালানী (রাঃ) "মাওয়াহিবে লাদুনিয়া" ১ম জিলদ ২৭ পৃষ্ঠায়

(পাঁচ) আল্লামা আলী বিন বুরহানুদ্দিন হলবী (রাঃ) ছিরতে হলবীয়া ১ম জিলদ ৮৪ পৃষ্ঠা।

(ছয়) আল্লামা মুল্লা আলী কারী "মাও রিদুলবারী"

(সাত) আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী (রাঃ) ফত্হুল বারী শরহে বোখারি" ৭ম জিলদ ১২৫ পৃষ্ঠা।

(আট) আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (রাঃ) মজমুয়ায়ে ফাতাওয়া" ৩য় জিলদ ১৩০ পৃষ্ঠা।

(নয়) ইমামে আহ্লে ছুন্নত আল্লামা আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) "একামতে কিয়ামহ"

(দশ) হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রঃ) ফয়ছলায়ে হাফ্ত মাছ আলা"

(এগার) আল্লামা ছৈয়দ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রঃ) "আতইয়াবুল বয়ান"

(বার) ইমাম জাফর বিন হুছাইন বরজঞ্জী (রঃ) "রিছালায়ে মাওলেদ"

(তের) আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রঃ) "জায়াল হক"

(চোদ্দ) আল্লামা গাজী শেরে বাংলা ছৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী (রঃ) "ফতওয়ায়ে আজিজিয়া"

(পনের) আল্লামা কাজী আবুল ফজল লুদিয়ানবী (রঃ) "আনোয়ারে আফতাবে ছাদাকাত"।

(ষোল) আল্লামা ইউছুফ নাবেহানী মিসরী (রঃ) "হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন"

এছাড়া আরব আজমের বহু উলামায়ে কেরামগণ প্রচলিত মীলাদ ও কিয়ামকে মুস্তাহাব ও ছোয়াবের কাজ বলে কোরআন ছুন্নাহর দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জান্তে চাইলে আমার লিখিত "হাকীকতে মীলাদ বা মীলাদ শরীফের মূলতত্ত্ব- নামক পুস্তক খানা পাঠ করতে অনুরুধ করছি।

ঈদে মীলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম উদযাপন ইছলামী শরীয়ত সম্মত

মুছলিম জাতির জন্য বৎসরে যে কয়টি আনন্দ উৎসবের দিন রয়েছে, তন্মধ্যে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ কারণ সৃষ্টিকুল শিরোমণি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর পবিত্র সত্তার সহিত এই দিনটি সরাসরি সম্পর্কিত।

পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশ্ববাসীকে যার আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছেন, যাকে প্রেরণের জন্য দোয়া করেছেন আল্লাহর দরবারে, যার মহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন নিজ নিজ জামানার জন সমাবেশে, অধির আগ্রহে প্রতীক্ষমান ছিল যাঁর জন্য সমগ্র সৃষ্টি কুল। সে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম অনন্ত রহমত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন এই দুনিয়ায় পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ্ তা'য়ালা কালামে পাকে এরশাদ করেন-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا -

অর্থাৎ- "হে মাহ্বুব! আপনি উম্মতগণকে বলেদিন, আল্লাহর ফজল এবং তাঁর রহমত প্রাপ্তিতে তারা যেন খুশী প্রকাশ করে।" (ছুরা ইউনুছ ৫৮ নং আয়াত)

হাফিজুল হাদীছ ইমাম জালালুদ্দীন ছয়ূতী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে দূররে মন্ছুর " নামক কিতাবের ৪র্থ খন্ড ৩৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

وَاَخْرَجَ اَبُو الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِى الْاٰيَةِ قَالَ فَضْلُ اللّٰهِ الْعِلْمُ وَرَحْمَتُهٗ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ- আবু শায়খ হজরত আব্দুলাহ বিন আব্বাছ (রাঃ) থেকে এ আয়াতের তাফছীর সম্পর্কে রেওয়ায়েত করেন ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন فضل اللّٰه (ফদ্লুল্লাহ) দ্বারা মুরাদ 'ইলিম' ورحمته (ওয়া রাহমাতুহু) দ্বারা মুরাদ মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম। যেহেতু অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন-

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ- "আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি আপনাকে সমস্ত জগতের রহমত করে প্রেরণ করেছি।"

তাফছীরে দূররে মন্ছুর ৪র্থ খন্ড ৩৬৮ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ রয়েছে-

وَاَخْرَجَ الْخَطِيْبُ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا (قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ) قَالَ : اَلنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَبِرَحْمَتِهٖ) قَالَ : عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

অর্থাৎ- খতীব এবং ইবনে আছাকির রঈছুল মুফাচ্ছিরীন হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) থেকে উক্ত আয়াতে করীমার তাফছীর সম্পর্কে রেওয়ায়েত করেন بفضل اللّٰه (বিফাদ্ লিল্লাহ) এর মুরাদ হলো নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম وبر حمته (ওয়া বিরাহমাতিহী) এর দ্বারা মুরাদ হজরত আলী বিন আবি তালিব (রাঃ)।

অনুরূপ মুফতীয়ে বাগদাদ আল্লামা অবুল ফজল শিহাবুদ্দিন ছৈয়দ মাহমুদ আলুছী বাগদাদী (রঃ) "তাফছীরে রুহুল মায়ানী" নামক কিতাবে ১১ পারায় ১৪১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের তাফছীরে উল্লেখ করেন-

وَاَخْرَجَ اَبُوْ الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ الْفَضْلَ الْعِلْمَ وَالرَّحْمَةَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاَخْرَجَ الْخَطِيْبُ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْهُ تَفْسِيْرُ الْفَضْلِ بِالنَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالرَّحْمَةِ بِعَلِىٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهٗ وَالْمَشْهُوْرُ وَصْفُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحْمَةِ كَمَا يُرْشِدُ اِلَيْهِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى : «وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ» دُوْنَ الْاَمِيْرِ كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهٗ وَاِنْ كَانَ رَحْمَةً جَلِيْلَةً رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَاَرْضَاهُ -

অর্থাৎ- "আবু শায়খ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) থেকে উক্ত আয়াতের তাফছীর বর্ণনা করেন, فضل (ফজল) দ্বারা মুরাদ ইলিম এবং رحمة (রহমত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বারা মুরাদ মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম।

খতীব এবং ইবনে আছাকির ইবনে আব্বাছ (রাঃ) থেকে তাফছীর বর্ণনা করেন الفضل (ফজল) দ্বারা মুরাদ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এবং الرحمة (রহমত) দ্বারা মুরাদ হজরত আলী কার্রামাল্লাহু তা'য়ালা ওয়াজহাহু (রাঃ)।

আল্লামা আলুছী (রঃ) বলেন সু-প্রসিদ্ধ অভিমত হলো رحمة (রহমত) দ্বারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর গুণ বা ছিফত বুঝানো হয়েছে। এই জন্য যে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীবের শানে এরশাদ করেছেন – وماارسلنك الا رحمة للعالمين (আমি আপানাকে সব সৃষ্টি জগতের রহমত বানিয়ে প্রেরণ করেছি।)

(আল্লামা আলুছী বলেন) অত্র আয়াতে (রহমত) দ্বারা হযরত আলী (রাঃ) মুরাদ নহেন, যদিও তিনি মুছলিম জাতীর জন্য এক বড় রহমত।"

হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম যে উম্মতের জন্য রহমত অন্য আয়াতে করীমায়ও তার প্রমাণ রয়েছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজেই এরশাদ করেন-

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً –

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা মু'মিনদের উপর বড়ই অনুগ্রহ বা রহমত করেছেন যে, তাদের মধ্যে একজন সম্মানীত রাছুল পাঠিয়েছেন।"

এ আয়াতে করীমার ব্যখ্যায় ইমাম জালালুদ্দিন ছুয়ূতি (রাঃ) তদীয় "তাফছীরে দুর্রে মনছূর" নামক কিতাবের ২য় জিল্দের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের তাফছীরে লিখেছেন ঃ جَعَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لَهُمْ

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'য়ালা উম্মতের জন্য তার হাবীবকে রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

ইমাম জালালুদ্দিন ছুয়ূতী (রাঃ) ও আল্লামা আলুছী বাগ্দাদী (রাঃ) আলোচ্য

আয়াতে وبر حمته (বিরাহ্মাতিহী) এর তাফছীর বা ব্যাখ্যায় আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম মুরাদ নিয়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, তাফছীরে কোরআনের তিনটি ধারা রয়েছে ঃ (এক) এক আয়াতের তাফছীর অন্য আয়াত দ্বারা হবে। (দুই) আয়াতের তাফছীর হাদীছ শরীফ দ্বারা হবে। (তিন) আয়াতের তাফছীর اقوال صحابه বা ছাহাবায়ে কেরামের কউল বা উক্তি সমূহের দ্বারা হবে।

ইমাম জালালুদ্দিন ছুয়ূতী (রাঃ) আল্লামা আলুছী বাদদাদী (রাঃ) আলোচ্য আয়াতাংশ وبرحمته (ওয়া বিরাহমতিহী) এর তাফছীরে রইছুল মুফাচ্ছিরীন হজরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) এর বর্ণনা উল্লেখ করে যে তাফছীর পেশ করেছেন, তা তাফছীরে কোরআনের প্রথম ধারা মোতাবিক وبرحمته (ওমা বিরাহমাতিহী) অংশ কে وماارسلنك الا رحمة للعالمين (ওমা আরছালনাকা ইল্লা রাহ মাতাল্লিল আলামীন) আয়াতের দ্বারা رحمة (রহমত) এর মুরাদ নিয়েছেন, রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম।

সুতরাং আলোচ্য আয়াত-

قل بفضل اللّٰه وبر حمته فبذلك فليفر حوا –

এর মর্মার্থ হলো ঃ "হে মাহবুব ! আপনি উম্মতগণকে বলে দিন আল্লাহর ফজল ও তাঁর রহমত অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর প্রাপ্তিতে তারা (উম্মতে মুহাম্মদীরা) যেন আনন্দ প্রকাশ করে।"

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ) (ওফাত ৬০৪ হিজরী) "তাফছীরে কবীর" নামক কিতাবের নবম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের তাফছীর পেশ করতে গিয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করেন-

وَلِذٰلِكَ قَالَ الْمَعْرِى- اِنَّ حُزْنًا فِى سَاعَةِ الْمَوْتِ اَضْعَافُ سُرُوْرِكَ فِى سَاعَةِ الْمِيْلَادِ –

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী (রাঃ) 'রহমত' দ্বারা আল্লাহর নবীকে মুরাদ নিয়ে প্রসংগত, উল্লেখ করে বলেন ঃ "এজন্য ম'রী বলেছেন ঃ

'আল্লাহর রাছুল্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর মীলাদের মূহুর্ত খুবই আনন্দ দায়ক এবং ওফাতের মূহুর্ত ভীষন বেদনা দায়ক।"

উপরোক্ত আয়াতে করীমার যে তাফছীর ইতিপূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো- আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশেরই অন্তর্ভূক্ত।

এজন্য নবী প্রেমিক ছুন্নী মুসলমানগণ মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর মীলাদের আনন্দ অর্থাৎ ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করে থাকেন এবং প্রতি বৎসর রবিউল আউয়াল মাসের বিভিন্ন তারিখে জশনে জুলুছে ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করে থাকেন। এ জুলুছও আল্লাহর নির্দেশ فَلْيَفْرَحُوا (তোমরা আনন্দ প্রকাশ কর) এর অন্তর্ভূক্ত।

জশন (جشن) শব্দের অর্থ খুশী ও আনন্দের মাহফিল। (লুগাতে কেশুয়ারী ১৯৩ পৃঃ) জুলুছ (جلوس) শব্দের অর্থ হলো বসা বা উপবেশন (গিয়াছুল লুগাত ১৪৭ পৃষ্ঠা)

নামাজ আল্লাহর জিকিরের জলছা, একই স্থানে বসে সম্পন্ন করা হয়, হজ্জ হচ্ছে আল্লাহ্‌র জিকিরের জুলুছ, এক বৈঠকে সম্পন্ন করা যায় না বরং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে সম্পন্ন করতে হয়।

কোরআনে করীম থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে,- 'তাবুতে ছকীনা' ফেরেশ্‌তাগণ জুলুছ সহকারে নিয়ে এসে ছিলেন ।

এতে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হলো যে, জুলুছ মিছিল বা শোভা যাত্রা অর্থেও ব্যবহৃত হযে থাকে। 'ঈদ' শব্দের অর্থ খুশী বা আনন্দ উৎসব। 'মীলাদুন্‌নবী' অর্থ হলো, নূর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর জন্ম কাহিনী ও তদ সম্বলিত ঘটনাবলী আলোচনা করা।

"জশ্‌নে জুলুছে ঈদে মীলাদুন্‌নবী" এই বাক্যটির অর্থ হলো-নুর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর শুভাগমন উপলক্ষে মিছিল সহকারে অনন্দ প্রকাশ করা। ইহা একটি শরীয়ত সম্মত অনুষ্ঠান। আল্লাহর হাবীব

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর প্রতি আন্তরিক মহব্বতের বহিঃপ্রকাশের উত্তম ব্যবস্থা।

ছহীহ্ মুছলিম শরীফের ২য় জিল্‌দের ৪১৯ পৃষ্ঠায় 'হাদীছুল হিজরত' অধ্যায়ে হজরত বরাহ (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে -

فقدمنا المدينة ليلا فتناز عوا ايهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزل على بنى النجار اخوال عبد المطلب اكرمهم بذلك فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطريق ينادون يا محمد يا رسول الله يامحمد يا رسول الله (مسلم شريف صـ٤١٩)

অর্থাৎ- "(রাবী বলেন) অতঃপর যে রাত্রিতে আমরা আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে সাথে নিয়ে মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে আগমন করলাম, সে সময় মদীনা বাসীরা পরস্পর বিরোধ করছিলেন যে, রাছুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কোথায় অবতরণ করবেন। তদুত্তরে আল্লাহর হাবীব বল্‌লেন, আব্দুল মোত্তালিবের মাতুলালয় বণী নাজ্জার গোত্রে অবতরন করবো। যেহেতু আমি তাদের সাথে স্নেহ পরায়ন। এ সময় মদীনা শরীফের নারী পুরুষ ঘরের ছাদ সমূহের উপর আরোহন করলেন এবং কিশোরগণ ও সেবকগণ মদীনা শরীফের অলীতে গলিতে জুলুছ আকারে ছড়িয়ে পড়লেন, সকলেই ইয়া মোহাম্মাদু ইয়া রাছুলাল্লাহ, ইয়া মোহাম্মাদু ইয়া রাছুলাল্লাহ্ শ্লোগান দিতে থাকেন।" (মুছলীম শরীফ ২য় জিলদের ৪১৯ পৃঃ)

উপরোক্ত হাদীছ শরীফের দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হলো যে' ছাহাবায়ে কেরাম হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর শুভাগমনে জুলুছ বা মিছিল আকারে ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ধ্বনীতে আকাস বাতাশ মুখরিত করে তুলেন। এ জন্যই আমরা ছাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করে ঈদে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মীলুদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর খুশীতে বিভোর হয়ে মিছিল আকারে আনন্দ উৎসব করে থাকি এবং ইয়া রাছুলাল্লাহ ধ্বণী দিয়ে থাকি।

এখানে পার্থক্য হল এই যে, ছাহাবায়ে কেরাম নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ প্রবেশ কালে ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ধ্বণীতে বিভোর হয়ে জুলুছ বা মিছিল করেছেন এবং আমরা রবিউল আউয়াল চাঁদের বিভিন্ন তারিখে রাহমাতুল্লিল আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর এই ধরা ধামে আগমনের খুশীতে আত্মাহারা হয়ে জুলুছের মাধ্যমে আনন্দ উৎসব করে ইয়া রাছুলাল্লাহ ধ্বনি দিয়ে থাকি। যা আল্লাহর কালাম فليفرحوا (ফাল্ইয়াফ রাহু) 'আনন্দ উৎসব কর' এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত ইহা নিঃসন্দেহে জায়েজ ও উত্তম কাজ।

প্রচলিত নিয়মানুসারে "জশনে জুলুছে ঈদে মীলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম পালন করা নিন্দনীয় বিদ্আত হতে পারেনা। কেননা আল্লাহ্র রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম নিজেই এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ الحديث –

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইছলামের মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট তরীকা বা নিয়ম পদ্ধতি বের করবে, তার আমল নামায় উহার ছওয়াব লেখা হবে, অতঃপর উহার অনুসরণে যারা উহা আমল করবে তারা যে পরিমাণ ছওয়াবের আধিকারী হবে তদসমুদয় তার আমল নামায় লেখা হবে; অথচ অনুসরণ কারীদেরও ছওয়াবের কোন অংশ কম হবে না। (মিশকাত শরীফ ৩৩ পৃষ্ঠায়)

মোটকথা হলো এই যে, ইসলামের মধ্যে যে প্রচলন বা রীতি কোরআন, ছুন্নাহ ও ইজমার পরিপন্থী হবে না ইহা বিদ্আতে ছাইয়্যিয়া বা নিন্দনিয় বিদ্আত হতে পারে না। (মিরকাত শরহে মিশকাত ১৭৯ পৃষ্ঠা)

সুতরাং প্রচলিত জশনে জুলুছে ঈদে মীলাদুন্নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম পালন করা কোরআন ছুন্নাহ্ ইজমার পরিপন্থী নহে, পূর্বে উল্লেখিত

ছহীহ মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হলো, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর শুভাগমনকে কেন্দ্র করে জুলুছ আকারে রাস্তায়-রাস্তায়, ঘরের-ছাদে আরোহন করে ইয়া রাছুলাল্লাহ্ স্লোগান দিয়েছেন।

কাজেই 'জশনে জুলুছে ঈদে মীলাদুন্নবী ছুন্নত ধ্বংসকারী বা নিন্দনীয় বিদ্আত হতে পারে না।

১৯৯১ ইংরেজী সনে তথা কথিত মাওলানা আব্দুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী "জশ্নে জুলুছে ঈদে মীলাদুন্নবী" বিরুদ্ধে ভুলতত্ব প্রচার করে মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার পায়তারা করছিলেন। তিনি তার বক্তব্যে সরল প্রাণ মুছলমানকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্য "জশন" শব্দের সঙ্গে 'মানানা' শব্দ যোগ করে "জশন" প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করতঃ নাচ গান, আয়েশ ও নিশাতে মশগুল হওয়ার কাজ উল্লেখ করে ছিলেন। এতে তার জেহালত বা মূর্খতার পরিচয়ই প্রকাশ হয়েছিল।

তিনি ছাহাবায়ে কেরামের আমলকে অগ্নি উপাসকের নওরোজ উৎসবের সহিত তুলনা করে তাঁদের অবমাননা করে মুসলিম সমাজে ফিত্না ছড়াচ্ছিলেন। কোথাও বা তিনি জঘন্য বিদ্আত বলে উল্লেখ করে ছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ্) তখনও আমি তার দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব দিয়ে ছিলাম। বর্তমানে তারই অপর সহচর বিদ্আতী মাওলানা ওলীপুরী, ভূয়া মুফতী তালিব উদ্দিন দ্বারা "ইয়ানবী সালাম আলাইকা" নামে একখানা পুস্তক প্রনয়ন করিয়ে মুসলিম সমাজকে পথভ্রষ্ট করার নতুন পায়তারা চালাচ্ছেন। হয়ত তারা কোরআন ছুন্নাহর সঠিক মর্ম বুঝেন না, নতুবা জেনে শুনে তাদের পূর্বসূরীদের ন্যায় হক গোপন রাখার কৌশল অবলম্বন করছেন। এমন কি তাদের দেওবন্দী বিদ্আতীদের মছলক বা চিন্তাধারা বহাল রাখতে গিয়ে বিদ্আতে হাছানাও বিদ্আতে ছাইয়্যিয়ার প্রকৃত সংজ্ঞা দিতেও তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছেন।

উপরন্ত শরীয়তের চার দলীল দ্বারা প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম এবং জশ্নে জুলুছে ঈদে মীলাদুননবী উদযাপন করা ইসলাম বিরোধী প্রমাণ করতে সক্ষম হন নাই। শুধু মাত্র মনগড়া মতবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছে। ইসলাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারো মনগড়া মতবাদ সমর্থন করে না।

ইতিপূর্বে আমরা কোরআন শরীফের আয়াতে করীমা ও তার সঠিক তাফছীরের উদ্বৃতির দ্বারা আল্লাহ্‌র হাবীবের মীলাদ শরীফ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ঈদ বা আনন্দ উৎসব করা যে উত্তম বা ছওয়াবের কাজ তা প্রমাণ করেছি।

মুসলমানদের বাৎসরিক 'ঈদ' কতটা? এ শিরোনামে তালেব উদ্দিন এর লিখিত 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা" পুস্তকে ঈদ শব্দের অপব্যাখ্যা করে শুধুমাত্র মুছলমানদের বাৎসরিক দুইটি 'ঈদ' উল্লেখ করে বৎসরের অন্য ঈদ বা আনন্দ উৎসবের দিবসকে অস্বীকার করেছে। অথচ মু'তাবর বা গ্রহণ যোগ্য তাফছীর ও ছহীহ্ হাদীছের মর্মে বাৎসরিক দু' ঈদ অর্থাৎ ঈদুল আয্‌হা ও ঈদুল ফিত্‌র ছাড়া আরও অন্যান্য ঈদের দিবসের প্রমাণ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইছমাঈল হাক্কী (রঃ) তদীয় 'তাফছীরে রুহুল বয়ান" নামক কিতাবের ২য় জিলদের ৪৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

اَلْعِيْدُ اُمَّةُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ عِيْدٌ يَتَكَرَّرُ كُلَّ اُسْبُوْعٍ وَعِيْدَانِ يَاْتِيَانِ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَرَّةً مِنْ غَيْرِ تَكَرُّرٍ فِى السَّنَةِ فَاَمَّا الْعِيْدُ الْمُتَكَرِّرُ فَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عِيْدُ الْاُسْبُوْعِ -

অর্থাৎ- "উম্মতে মোহাম্মদীর ঈদ তিনটি তন্মধ্যে একটি ঈদ বৎসরে বার বার আসে; আর অপর দুইটি ঈদ বৎসরে একবার আসে। বারবার আগমন কারী ঈদের দিন হলো জুময়ার দিন বা শুক্র বার এবং ইহা হচ্ছে সাপ্তাহিক ঈদ।"

মুফাচ্ছির কূল শিরমণি আল্লামা ইছমাঈল হাক্কী (রঃ) এর উপরোক্ত তাফছীর বা ব্যাখ্যার দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে বৎসরে যেহেতু বায়ান্ন টি জুময়া বা শুক্র বার রয়েছে সে অর্থে ঈদ সংখ্যা দাঁড়ালো বায়ান্ন। অপর দু টি ঈদ মিলে মোট ঈদ সংখ্যা হলো ৫২ + ২ = ৫৪ টি

উল্লেখিত ৫৪টি ঈদ আমরা পেয়েছি আল্লাহ্‌র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর ধরাতে শুভাগমন করার দরূণ। এজন্য হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর শুভাগমন হলো সকল ঈদের ঈদ। এই ঈদকে ঘিরেই সকল ঈদ আবর্তিত। এজন্যই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে করীমে ঘোষণা করেন-

فل بفضل اللّٰه وبر حمته فبذا لك فليفرحوا -

(হে মাহ্‌বুব! আপনি উম্মতগণকে বলে দিন আল্লাহ্‌র ফজল ও তার রহমত অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর প্রাপ্তিতে তারা (উম্মতে মুহাম্মদীরা) যেন আনন্দ উৎসব করে।)

কালামে পাকে আরো এরশাদ হচ্ছে -

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا -

অর্থাৎ- "মরিয়ম আলাইহাছ্‌ছালাম এর পুত্র ঈছা আলাহিচ্ছালাম আরজ করলেন, আয় আল্লাহ, হে আমার প্রতি পালক! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা 'খাদ্য-খাঞ্চা' অবতরণ করুণ, যা আমাদের জন্য ঈদ বা আনন্দ-উৎসব হবে, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য।"

উক্ত আয়াতের তাফছীর আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ফখরদ্দীন রাজী (রঃ) (ওফাত ৬০৪ হিজরী) তদীয় "তাফছীরে কবীর" নামক কিতাবের ৬ষ্ঠ জিলদ ১৩৯ পৃঃ উল্লেখ করেন-

والعيد فى اللغة اسم لما عاد اليك فى وقت معلوم واشتقاقه من عاد يعود فاصله هو العود فسمى العيد عيدا لانه يعودكل سنة بفرح جديد -

অর্থাৎ- "অভিধানে عيد (ঈদ) শব্দটি নির্দিষ্ট সময়ে তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করে, এমন শব্দের নাম (ঈদ)। ইহা عاد (আদা) يعود

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ইয়াউদ) থেকে বের করা হয়েছে, যা মূলত: عود (আউদুন) ছিল। আর عيد (ঈদ) কে এজন্য ঈদ বলে নাম করণ করা হয়েছে, যেহেতু ইহা প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে নিত্য নতুন খুশীর আমেজ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে।"

প্রকাশ থাকে যে, হজরত ঈসা আলাইহিছ্ছালাম 'মায়েদা' বা খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার দিন কে ঈদ হিসাবে উদ্‌যাপন করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন। কেননা ঐদিনই মায়েদা বা খাদ্য ভরা দস্তর খানা অবতীর্ণ হয়েছিল।

অপর দিকে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর বেলাদত বা শুভাগমন আমাদের জন্য ঐ মায়েদা বা খাঞ্চা থেকে ও অনেক বড় নে'য়ামত। যাঁর শানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষনা দিয়েছেন-

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ –

অর্থাৎ- আমি আপনাকে সমস্ত জগতের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি।

সুতরাং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর পবিত্র মাওলেদ বা জন্ম দিবস সৃষ্টিকূলের জন্য সেরা ঈদ বা আনন্দের দিন।

এ প্রসঙ্গে ছহীহ্ বোখারী শরীফের সুবৃহৎ ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাস্‌তালানী তদীয় "মাওয়াহিবে লাদুনিয়া" নামক কিতাবে ১ম খন্ড ২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

فرحم الله امرا اتخذ ليالى شهر مولده المبارك اعيادا ليكون اشد علة على من فى قلبه مرض –

ভাবার্থ- "আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির প্রতি অফুরন্ত রহমত বর্ষন করেন, যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফ মাসের অর্থাৎ রবিউল আউয়াল চান্দের প্রতিটি রাত্রিতে ঈদ উদ্‌যাপন করে, যাতে প্রতি রাত্রের ঈদ উদ্‌যাপন ঐ ব্যক্তির জন্য শক্ত মুছিবত হয়ে দাড়ায় যার কলবে বিমার রয়েছে।" শারিহে বোখারী আল্লামা কাছ্‌তালানী (রঃ) এর উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হলো মীলাদ শরীফের মাস পবিত্র রবিউল আউয়ালের প্রতিটি রাত্রে ঈদ উদ্‌যাপন

করা আল্লাহর রহমত লাভের অন্যতম উপায়। অপর দিকে যাদের কলবে বা অন্তরে বিমার রয়েছে তারাই একমাত্র ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করায় বিরোধীতায় মত্ত।

আয়াতে মায়েদা عيدا لاولنا واخرنا (ইদান্ লি আউয়া লিনা ও আখেরিনা) এর ব্যাখ্যায় "তাফছীরে খাজাইনুল ইরফান") নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে-

مسئله اس سے معلوم ہو اکه جس روز الله تعالى کی خاص رحمت نا زل ہو اس دن کو عید منا نا اور خو شیاں منا نا عباد تیں کر نا شکر الهی بجالا نا طر یقه صا لحین ہے اور کچه شك نہیں که سید عالم صلى الله علیه وسلم کی تشریف آوری الله تعالى کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے اس لئے حضور صلى الله علیه وسلم کی ولادت مبارکه کے دن عیدمنا نا اور میلاد شریف پڑه کر شکر الهی بجالانا اورا ظهار فرح اورسرورکرنا مستحب محمود اوز الله کے مقبول بندوں کا طریقه ہے –

অর্থ- "মাছআলা ঃ এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যেদিনে আল্লাহ্ তা'য়ালার খাছ্ রহমত নাযিল হয়, সে দিন কে ঈদের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা, আনন্দ প্রকাশ করা, ইবাদত করা এবং আল্লাহ্‌র শোকরিয়া জ্ঞাপন করা ছালেহীন তথা নেক বান্দাদের তরীকা বা পন্থা। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, দোজাহানের ছরদার মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছাল্লাম এর শুভাগমন আল্লাহ্ তা'য়ালার সব চেয়ে বড় নেয়ামত এবং সর্বশ্রেষ্ট রহমত। এ কারণে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর বরকতময় জন্মদিনে আনন্দ উদ্‌যাপন করা এবং মীলাদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা ও খুশী প্রকাশ করা মুছ্‌তাহ্‌ছান বা পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ এবং আল্লাহ্‌র মাকবুল বান্দাদেরই তরীকা বা পন্থা।

এ জন্য মু'মিন মুছলমানগণ সারা রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করে আসছেন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর বেলাদত বা জন্মের খুশিতে শুধু মাত্র মু'মিন মুছলমানগণই যে উপকৃত তা নয়, এমনকি মীলাদুন্নবীর খুশীতে প্রখ্যাত কাফের আবুলাহাব ও উপকৃত।

ছহীহ্ বোখারী শরীফের ২য় জিলদের ৭৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

قال عروة وثويبة مولاة لابى لهب كان ابولهب اعتقها فارضعت النبى صلى اللّه عليه وسلم فلما مات ابولهب اريه بعض اهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال ابو لهب لم الق بعد كم غير انى سقيت فى هذه بعتا قتى ثويبة -

অর্থাৎ- "হজরত উরওয়া (রাঃ) বলেন, ছোওয়াইবা আবু লাহাবের বান্দি ছিলেন। আবু লাহাব (হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর মীলাদ শরীফের খুশিতে) তার বান্দিকে আজাদ করে দিয়েছিল। তিনি আল্লাহ্‌র হাবীব কে দুধ পান করিয়ে ছিলেন। আবু লাহাবের মৃত্যুর (এক বৎসর) পর, তার কোন আহল (হজরত আব্বাছ (রাঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন, তার অবস্থা খুব শোচনীয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুর পর তোমার অবস্থা কেমন? আবু লাহাব উত্তরে বলল, আপনাদের নিকট হতে আসার পর আমি কোন শান্তি পাই নাই, শুধু মাত্র আমি যে (আল্লাহ্‌র হাবীবের জন্ম সংবাদ বা মীলাদ শরীফের খুশিতে) ছোওয়াইবাকে (তর্জুনী ও মধ্যমা অঙ্গলী দ্বারা ইশারা করত:) আজাদ করে দিয়েছিলাম সেই কারণে (প্রতি

সোমবারে অঙ্গুলীদ্বয়ের অভ্যন্তরে কিছু পানি জমে থাকে) আমি পানি চুষে প্রতি সোমবারে আযাব নিরসন বোধ করে থাকি।"

উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইবনে হজর আছকালানী (রাঃ) এর লিখিত ফতহুলবারী শরহে বোখারী ৯ম জিলদের ১৪৫ পৃষ্ঠা অনুকরণে উপরোক্ত হাদীছ শরীফের সারাংশ লেখা হয়েছে।

উক্ত হাদীছ শরীফের আলোকে ইমাম ইবনুজ জাজরী বলেন-

«قال ابن الجزرى فاذا كان هذا ابو لهب الكا فر الذى نزل القرآن بذ مه جوزى فى النار بفر حه ليلة مولد النبى صلى اللّه عليه وسلم به فما حال المسلم الموحد من امته عليه السلام الذى يسر بمو لده ويبذل ما تصل اليه قدرته فى محبته صلى اللّه عليه وسلم لعمرى انما يكون جزاؤه من اللّه الكريم ان يد خله بفضله العميم جنات النعيم» مو احب اللد نيه صـ٢٧- زرقا نى ضـ ١٣٩-

ইমাম ইবনোজ জাজরী (রঃ) বলেন, যেই কাফের আবুলাহাবের দূর্নামে কোরআন নাজিল হয়েছে এবং যার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত, সেই আবু লাহাবও যদি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর মীলাদুন্নবীর উপর খুশি হওয়াতে সুফল পেল, তা হলে তার উম্মতের মধ্যে যে একত্ববাদী মুসলমান এবং তার মীলাদুন্নবীতে আনন্দিত হয়, তার মহব্বতে যথাসাধ্য দান করে, তার অবস্থা কি হবে? আমি কছম করে বলছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ হতে তার বিনিম ই হবে, তিনি সর্বব্যাপী অনুগ্রহ দ্বারা তাকে জান্নাতুন নাঈমে প্রবেশ কর।। (মাওয়াহিবে লাদুনীয়া ১ম জিলদ ২৭ পৃঃ জারকানী ১ম জিলদের ১৩৯ পৃষ্ঠা মাছাবাতা মিনাছ ছুন্নাহ নতুন ছাপা ২৯০ পৃঃ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছহীহ্ বোখারী শরীফের উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম ইবনোজ্ জাজরী (রাঃ) এর উক্তি শারিহে বোখারী আল্লামা ইমাম কাছতালানী (রঃ) ও আল্লামা জারকানী (রঃ) এমন কি আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিছে দেহলভী (রাঃ) সকলেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করে নিজ নিজ কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।

সার কথা হলো ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করলে ঈমানদার মুসলমানগণ জান্নাতুন নাঈমের অধিকারী হবে। কেননা আবু লাহাব যেহেতু কাফের তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত তদুপরি যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর মীলাদের খুশিতে বান্দী আজাদ করার দরুণ তার উপর জাহান্নামের আজাব হ্রাস করা হয়েছে।

তথা কথিত মুফতী তালিব উদ্দিনের মনগড়া কথায় পরিপূর্ণ তদীয় 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় "নবীর জন্মের শুকরিয়া ঈদ না রোজা" শিরোনামায় বক্তব্যে লিখেন, "ঈদ আর রোজা এ দুটি কাজের পদ্ধতি একটা আরেকটা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।"

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিপরীত শব্দের হুবহু আরবী শব্দ হলো ضد (জিদ) আর اجتماع الضدين محال (ইজতে মাউজ জিদ্দাইনে মহালুন) অর্থাৎ- দুই বিপরীত মুখী বস্তু একত্রিত হওয়া অসম্ভব। যেমন, আলোর বিপরীত অন্ধকার। ঈমানের বিপরীত কুফুর। রাতের বিপরীত দিন। আগুনের বিপরীত পানি। আকাশের বিপরীত পাতাল, সূখের বিপরীত দুঃখ, জীবনের বিপরীত মৃত্যু, হালালের বিপরীত হারাম, ভাল এর বিপরীত মন্দ ইত্যাদি। এসব একটি অন্যটির সহিত একত্রিত হওয়া অসম্ভব।

আল্লাহ্ ও রাছুলের বিধান মোতাবিক বৎসরে দুটি ঈদ্ ওয়াজিব, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা। এ দু' ঈদে রোজা রাখা হারাম এবং ঈদুল আজহার পরের তিন দিন ঈদ না হওয়া সত্বেও রোজা রাখা হারাম। সর্বমোট বৎসরে ৫দিন রোজা রাখা হারাম।

অপর দিকে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য সপ্তাহে প্রতি জুম্‌য়ার দিন হলো 'ঈদ' ইহা ছহীহ হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত (ইবনে মাজাহ ৭৮ পৃঃ)। এ হিসাবে

বৎসরে ৫২ জুম্‌য়া ৫২ ঈদ। এই সাপ্তাহিক জুম্‌য়ার ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম নয়।

উপরন্তু প্রতি বছর রমজান শরীফের মাসে কমপক্ষে ৪টি জুম্‌য়া আসে। এই ৪টি জুম্‌য়াতে রোজা রাখা ফরজ। যদি ঈদ এবং রোজা বিপরীত হত, তাহলে কস্মিন কালেও রমজান শরীফের জুম্‌য়াতে রোজা রাখা ফরজ হতনা এবং রমজান শরীফ ব্যতিত জুম্‌য়ার দিনসহ অন্যান্য নফল রোজা রাখা হারাম হত। এতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা গেল রোজা এবং ঈদ সম্পূর্ণ বিপরীত নয়।

আজব মুফতী ছাহেবের উক্তি "ঈদ আর রোজা এ দুটি কাজের পদ্ধতি একটা আরেকটা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত" এটি তার একমাত্র মনগড়া মতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুন্নবী সারা বৎসরের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ঈদ বা খুশি। যেহেতু আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এই মাসে দুনিয়াতে আগমন করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই এরশাদ করেছেন ঃ قل بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفرحوا (আল্লাহর ফজল ও রহমত অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর প্রাপ্তিতে উম্মতে মুহাম্মদীরা যেন আনন্দ উৎসব করে।)

আজব মুফতী তালিব উদ্দিন ছাহেব তার বক্তব্যের সমর্থনে হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক খানা হাদীছের উল্লেখ করেছেন যে, রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম যে সমস্ত দিনে রোজা রাখতেন এর মধ্যে অধিকাংশ শনি ও রবিবারে রোজা রাখতেন আর বলতেন-

انهما يوما عيد للمشركين فانا احب اخا لفهم رواه احمد –

অর্থ- "এ দুটি দিন হচ্ছে মুশরিকদের ঈদের দিন। তাই আমি এ দু'দিন রোজা রাখার মাধ্যমে তাদের ব্যতিক্রম করা পছন্দ করি।"

উক্ত হাদীছে একথা প্রমাণিত হয় না যে, রোজা রাখা ঈদের সম্পূর্ণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিপরীত। রোজা রাখার মাধ্যমে রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম তথা ইহুদী ও নাছারাদের ঈদের কার্য্যক্রমের বিরোধীতা করেছেন। কারণ তাদের ঈদ হলো সম্মিলিত ভাবে শিরক কুফুরী মূলক কর্ম কান্ডের মাধ্যমে তারা ঈদ্ পালন করে থাকে। এ সমস্ত খোদাদ্রোহী মূলক আচার অনুষ্ঠানের মুখালিফাত বা বিরোধীতা করেছেন আল্লাহর হাবীব মুসলমানদের ঈদের বিপরীত রোজা একথা প্রমাণ করার জন্য নয়।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী জারকানী মালেকী (রঃ) তদীয় "শরহে মাওয়াহীবে লাদুনীয়া নামক কিতাবের প্রথম খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

ان النبى صلى اللّه عليه وسلم قدم المد ينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلهم فقالوا هو يوم اغرق اللّه فيه فر عون ونجى موسى ونحن نصوم شكرا قال فيستفاد منه فعل الشكر على مامن به فى يوم معين واىٔ نعمة اعظم من بروزنبى الر حمة والشكر يحصل بانواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وسبقه الى ذلك الحا فظ ابن رجب قال السيوطى وظهر لى تخريجه على اصل آخرو هوماراه البنيهقى عن انس انه صلى اللّه عليه وسلم عق عن نفسه ولاتعاد العقيقة مرة ثا نية فتحمل على انه فعله شكرا فذ'لك يستحب لنا اظهار الشكر بمو لده بالا جتماع واطعام الطعام ونحو ذ'لك من وجوه القربات –

অর্থাৎ- নিশ্চয় যখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হিজরত করে মদীনা শরীফ তাশরীফ নিলেন এবং সেখানকার ইহুদীগণ কে আশুরার দিন রোজা রাখতে দেখলেন, তখন রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, ইহুদীরা উত্তরে বলল, আমাদের নবী হজরত মুছা আলাইহিছ্ ছালাম-কে আল্লাহ্ পাক এই দিনে ফেরাউনের কবল থেকে নাজাত দিয়ে ছিলেন। সুতরাং আমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার শোকরিয়া পালনার্থে এই দিনে রোজা পালন করি। মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বললেন انا احق بمو سى فصام وامربصومه (তোমরা যদি মুছা আলাইহিছ্ ছালামকে নাজাত প্রদান উপলক্ষে রোজা রাখ তবে আমি তার সাথে বেশী ঘনিষ্ঠ, কেননা তিনিও নবী এবং আমিও নবী। অতঃপর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আশুরার রোজা রাখা শুরু করলেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকেও ঐ তারিখে রোজা রাখার হুকুম দিলেন।

অতএব এই হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান হলো যে, যদি বিশেষ কোন তারিখে বিশেষ কোন নিয়ামত লাভ করা যায় এবং এই বিশেষ তারিখ বৎসরে ঘুরে এলে সারা জীবন এই নিয়মতের শোকরিয়া আদায় করা মুস্তাহাব।

আর নবী করমি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম যে দিবসে ইহ জগতে তাশরীফ আনয়ন করেছেন, এ থেকে আর বড় কোন নিয়ামত হতে পারে? সুতরাং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর বেলাদত বা জন্মকে উপলক্ষ করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করার জন্য বিবিধ প্রকারের এবাদত বন্দেগী রয়েছে, যেমন, সিজদা, রোজা, ছদকা, তেলাওতে কালামে পাক ইত্যাদি যা হাফিজ ইবনে রজব ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন।

হাফিজুল হাদীছ ইমাম জালালুদ্দিন ছুয়ূতী (রঃ) বলেন আমার নিকট এ বিষয়টি অতি পরিস্কার যে শোকরিয়া আদায় করার ব্যাপারে অন্য দলীল প্রমাণও রয়েছে, যা ইমাম বায়হাকী (রঃ) হজরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম নিজের আক্বীকা নিজেই সম্পন্ন করেছেন। অথচ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর আক্বীকা পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। আর একবার আক্বীকা হলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুনরায় আক্বীকা করার বিধান নেই। তখন এর অর্থ হবে আল্লাহ্‌র হাবীব নিজেই তার জন্মের শোকরিয়া আদায় করার জন্য পূনরায় আক্বীকা করেছেন। এ রকম সম্মিলিত ভাবে খানা পিনার আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে মীলাদ শরীফের দ্বারা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব।"

নবম শতকের মুজাদ্দিদ হাফিজুল হাদীছ ইমাম জালালুদ্দিন ছুয়ূতী (রঃ) ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা জারকানী (রঃ) এর উপরোক্ত দলীল ভিত্তিক বক্তব্যের মূল কথা হল ঈদে মীলাদুন্নবীর দিনে শুধু মাত্র রোজা রাখাই নির্দিষ্ট নয় বরং এ দিনে শরিয়ত সম্মত আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে খাওয়া-দাওয়া, দূরুদ শরীফ পাঠ করা, কাঙ্গালী ভুজের আয়োজন সহ যাবতীয় সকল ছওয়াবের কাজ করার ব্যাপারে মুফাচ্ছিরীন ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের অভিমত রয়েছে এমনকি বর্তমানে ঈদে মীলাদুন্নবীর দিনে যে জুলুছ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাও সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত। অথচ আজব মুফতী তালিব উদ্দিন সে মনগড়া বক্তব্য দিয়ে কেবল মাত্র ঈদে মীলাদুন্নবী তথা রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর আগমনের খুশির বিরোধিতাই তার মূল লক্ষ্য। আর এটা করা তার জন্য স্বাভাবিক কেননা তাদের পূর্ব সূরীদের আল্লাহ্ ও রাছুল সম্পর্কিত ভ্রান্ত আক্বীদা পর্যালোচনা করলেই এটি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে। নিম্নে তালিব ও ওলীপুরী উভয়ের পূর্ব সূরীদের আল্লাহ ও রাছুল সম্পর্কিত উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি জঘন্য আক্বীদা তুলে ধরা হলো-

ভ্রান্ত আক্বীদা (এক) ঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী বলেন, "আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে পারেন।" (নাউজুবিল্লাহ) (ফতোয়ায়ে রশিদীয়া)

ভ্রান্ত আক্বীদা (দুই) ঃ আশরাফ আলী থানবী বলেন, রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর খোদা প্রদত্ত যে ইলমে গায়েব আছে, এরূপ গায়েব জয়েদ আমর, এমন কি প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তু ও জানে। (নাউজুবিল্লাহ,) (হিফজুল ঈমান)

ভ্রান্ত আক্বীদা (তিন) ঃ খলিল আহমদ আম্বেটবী বলেন, রাছুলের ইলিমের চাইতে শয়তানের ইলিম বেশী। (নাউজুবিল্লাহ) (বারাহীনে কাতেয়া)

এছাড়া আরো বহু বিদ্‌আতী ও চরম গোমরাহী পূর্ণ আক্বীদা তাদের কিতাবাদীর মধ্যে লিখা রয়েছে, ইতিপূর্বে আমরা তাদের লিখিত কিতাবের এবারত সহ, এমন কি পৃষ্ঠা সহ উল্লেখ করেছি। পরিসরের ক্ষুদ্রতার দরুন এখানে সংক্ষিপ্ত করা গেল।

ইলমে গায়েব প্রসঙ্গ

মুফতী তালিব উদ্দিন তদীয় "ইয়া নবী সালাম আলাইকা" নামক পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় "শরহে আক্বাঈদ" এর শরাহ "নিব্‌রাস" নামক কিতাব থেকে ইলমে গায়েব প্রসঙ্গে একখানা এবারত উল্লেখ করে এ এবারতের সংযুক্ত একটি গুরুত্ব পূর্ণ অংশ وَلَا كُفْرَ فِيْ دَعْوَاهُ (এ গায়েবের দাবীদারকে কাফের বলা যাবে না) গোপন করে ছুন্নী মুসলমানগণকে কাফের বলে ফত্‌ওয়া প্রদান করার দুঃসাহস করেছে।

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে নিবরাছ কিতাবের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত পুর্ণাঙ্গ মুল এবারত সঠিক অর্থ সহ আমরা তুলে ধরছি-

والتحقيق ان الغيب ما غاب عن الحواس والعلم الضرورى والعلم الاستدلالى وقد نطق القرآن بنفى علمه عمن سواه تعالى فمن ادعى انه يعلمه كفر ومن صدق المدعى كفر واما ما علم بحاسة اوضرورة اودليل فليس بغيب وَلَا كُفْرَ فِيْ دَعْوَاهُ –

অর্থাৎ- "গায়েব" এর তত্বপূর্ণ সংজ্ঞা হলো, যা কিছু পঞ্চ ইন্দ্রীয় শক্তি, স্বভাবগত মেধাশক্তি এবং দলীল প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না তাই হলো "গায়েব"। আর পবিত্র কুরআন মজীদে এ কথা পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা রয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নিজে নিজে গায়েব জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে নিজে গায়েব জানার দাবী করবে সে তো কাফের হবেই এবং যারা তাকে বিশ্বাস করবে তারাও কাফের হবে। আর যা কিছু

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইন্দ্রীয় শক্তি স্বভাবগত মেধা শক্তি অথবা দলীল প্রমাণের দ্বারা জানা যায় শুধুমাত্র ছাহেবে নিবরাছের মতে সেগুলি গায়েব নয় বটে কিন্তু' এ গায়েবের দাবীদারকে কাফের বলা যাবে না।"

মুফতী তালিব উদ্দিন "নিবরাছ" গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ এবারত وَلَاكُفْرَفِىْ دَعْوَاهُ (দলীলের মাধ্যমে গায়েবের দাবীদারকে কাফের বলা যাবে না) এ তত্ত্বকে গোপন করে তাঁর এবারতের বিকৃত অর্থ করে গায়েবের ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিদ্আতী ওলীপুরীর দোসর মুফতী তালিব উদ্দিন তার উক্ত পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের পরিপন্থী আক্বীদাকে ছুন্নী আক্বীদা বলে দাবী করে ভুলতত্ব মুছলিম সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। এতে তিনি নিজে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়েছেন এবং ছুন্নী মুছলমানগণকে পথভ্রষ্ট করার পায়তারা চালাচ্ছে।

আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের আক্বীদা হলো আল্লাহপাক নবীগণ আলাইহি মুছছালাম অনেক গায়েবের সংবাদ প্রদান করেছেন। যেহেতু নবী শব্দের অর্থই হলো গায়েবের সংবাদ দাতা।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আব্দুল গনি নাবিলিছী হানাফী (রাঃ) "আল্‌হাদীকাতুন নাদীয়া" নামক কিতাবের ১০ পৃঃ উল্লেখ করেন-

اَلنَّبُوَّةُ بِا لْهَمْزِ مَاْخُوْذَةٌ مِنَ النَّبَاءِ وَهُوَ الْخَبَرُ وَقَدْ لَا تُهْمَزُ تَسْهِيْلًا اَىْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَطْلَعَهُ عَلٰى غَيْبِه وَاَعْلَمَهُ اَنَّهُ نَبِيَّهُ فَيَكُوْنُ نَبِيًّا مُنْبِئًا اَوْيَكُوْنُ مُخْبِرًا عَمَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِه -

অর্থাৎ- "নবুয়ত শব্দটি" নাবাউন্ (হাম্‌জার সহিত) থেকে উদ্ভুত, তার অর্থ হচ্ছে গায়েবের সংবাদ। কোন কোন সময় সহজের জন্য হামজা বাদ দেওয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তাকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এবং গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিশ্চয় তিনি তাঁর নবী। অতএব নবী হচ্ছেন (গায়েবের) সংবাদ দাতা।

অনুরূপ আল্লামা কাজী আয়াজ (রাঃ) "শিফা শরীফ" ১ম খণ্ড ২৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

وَالْمَعْنٰى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَطْلَعَهُ عَلٰى غَيْبِه وَاَعْلَمَهُ اَنَّهُ نَبِيَّهُ فَيَكُوْنُ نَبِىٌّ مُنْبِاءٌ اَوْيَكُوْنُ مُخْبِرًا عَمَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِه -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে গায়েবের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি যেহেতু নবী এজন্য তাকে গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ নবী শব্দের অর্থ গায়েবের খবর দেনে ওয়ালা।"

এভাবে "মিছ্‌বাহুল লুগাত" ৮৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

النبی- اللّٰہ تعالیٰ کے الہام سے غیب کی باتیں بتا نیوالا -

অর্থাৎ- "যিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে এল্‌হামের মাধ্যমে গায়েবের সংবাদ প্রদান করেন তিনি হচ্ছেন নবী।"

পাঠকগণের সুবিধার্থে নিম্নে গায়েবের সংজ্ঞা ও এর প্রকারভেদ এবং এর হুকুম সম্পর্কে আলোকপাত করছি। আল্লামা নাছির উদ্দিন আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বিন মোহাম্মদ শিরাজী শাফেয়ী বায়জাভী (রঃ) (ওফাত ৬৯১ হিজরী) তদীয় "তাফছীরে বায়জাভী" নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ৩৮ পৃষ্ঠায়" – يومنون بالغيب (ইউমিনুনা বিল্‌গাইব) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

المراد به الخفى الذى لايدركه الحس ولاتقتضيه بديهة العقل وهو قسمان: قسم لادليل عليه وهوا لمعنى بقوله تعالىٰ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وقسم نصب موقع عليه دليل: كالصانع

pdf By Syed Mostafa Sakib

وصفاته واليوم الاخر وا حواله وهوا لمراد به فى هذه الا يه–

অর্থাৎ- গায়েব দ্বারা মুরাদ হচ্ছে এ সকল অদৃশ্য বস্তু যাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিব্বা ও ত্বক ইত্যাদি অনুভব শক্তি দ্বারা অর্জন করা যায় না এবং সাধারণ জ্ঞান দ্বারা যাকে সহজে বুঝা যায় না। উহা দুই প্রকার। এক প্রকার গায়েব হলো যার কোন দলীল প্রমান নেই। সে অর্থে আল্লাহ্‌র বাণী – وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الاهو

অর্থাৎ- আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে গায়েবের চাবি সমূহ তিনি ব্যতিত উহা কেহ জানে না। অন্য প্রকারের গায়েব হলো যার অবগতির জন্য দলীল প্রমাণ রয়েছে, যেমন আল্লাহ্‌র জাত বা সত্ত্বা ও তাঁর গুণাবলী; পরকাল ও তার অবস্থা – يؤ منون بالغيب দ্বারা এ প্রকারের গায়েক কে মুরাদ নেওয়া হয়েছে।

অনুরূপ ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রঃ) ওফাত ৬০৪ হিজরী তদীয় "তাফছীরে কবীর" নামক কিতাবে يومنون بالغيب এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন-

هو قول جمهورا لمفسرين ان الغيب هو الذى يكون غا ئبا عن الحا سة ثم هذا الغيب ينقسم الىٰ ما عليه دليل والىٰ ما ليس عليه دليل –

অর্থাৎ- "জমহুর তাফছীর কারকদের মতে গায়েব হলো এমন একটি বিষয় যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় হতে গোপন থেকে যায়। অতঃপর গায়েব কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ এক প্রকারের গায়েব হলো, সেসব অদৃশ্য বস্তু যেগুলো সম্পর্কে দলীল দ্বারা অবগতি লাভ করা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের গায়েব হলো, সে সকল অদৃশ্য বিষয়াদি, যে গুলোর অবগতির জন্য কোন রূপ দলীল প্রমাণ নেই।"

আল্লামা ইছমাঈল হক্কী (রঃ) (ওফাত ১১৩৭ হিজরী) তদীয়"তাফছীরে রুহুল বয়ান" নামক কিতাবে يومنون بالغيب এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন-

وهوما غاب عن الحس والعقل غيبة كا ملة بحيث لايدرك بواحد منهاا بتداء بطريق البداهة وهو قسمان: قسم لادليل عليه وهو الذى اريد بقوله سبجانه «وعنده مفا تيح الغيب لايعلمها الاهو» وقسم نصب عليه دليل كا لصانع وصفا ته وهو المراد –

অর্থাৎ- "গায়েব হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং আকল বা জ্ঞানানুভূতি থেকে সম্পুর্ণ রূপে এমন ভাবে গোপন থাকে যে কোন উপায়েই তাৎক্ষনিক ভাবে স্পষ্ট রূপে উপলব্দি করা যায় না।

গায়েব দুই প্রকার ঃ এক প্রকারের গায়েব হলো যার সম্পর্কে কোন দলীল প্রমাণ নেই। কালামে পাকের আয়াতে করীমা عنده مفا تيح الغيب– (আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছেই রয়েছে গায়েবের চাবী সমূহ) এ ধরনের গায়েবের কথাই বলা হয়েছে। অন্য প্রকারের গায়েব হলো, যার অবগতির জন্য দলীল প্রমাণ রয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর গুণাবলী –يومنون بالغيب (মু'মিনগণ গায়েবের উপর ঈমান রাখে) এ গুলোর কথাই বলা হয়েছে।"

তাফছীরে বায়জাভী, তাফছীরে কবীর ও তাফছীরে রুহুল বয়ানের উপরোল্লেখিত বর্ণনা অনুসারে – يومنون با لغيب (মু'মিনগণ গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে) এ আয়াতে করীমার তাফছীরের সারতত্ব হলো-

pdf By Syed Mostafa Sakib

গায়েব দুই প্রকার ঃ

প্রথম প্রকারের গায়েব হলো, যার কোন দলীল প্রমাণ নেই। আর দ্বিতীয় প্রকারের গায়েব হলো, যার দলীল প্রমাণ রয়েছে। উল্লেখিত দু'প্রকারের গায়েবের প্রথম প্রকার (যার কোন দলীল প্রমাণ নেই) তা আল্লাহ্‌র জন্য খাছ, তবে এ প্রকারের গায়েব আল্লাহ্ তাঁর হাবীবকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের গায়েবের অবগতির জন্য দলীল প্রমাণাদি রয়েছে। এ প্রকারের গায়েব মু'মিন গণ ও জানে।

ছাহেবে নিবরাছ প্রদত্ত গায়েবের সংজ্ঞায়, দ্বিতীয় প্রকারের গায়েব (যে সব গায়েবের দলীল প্রমানাদি রয়েছে এ ধরনের গায়েব)কে গায়েবের অন্তর্ভূক্ত না করলে ও যারা ইহাকে গায়েব বলে দাবী করে, তাদেরকে কাফির বলা যাবে না, এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুদ্দা কথা হচ্ছে, পঞ্চ ইদ্রিয় ও সাধারণ জ্ঞান বহির্ভূত বিষয়ই হচ্ছে গায়েব। গায়েব দু'প্রকার যথা, দলীল বিহীন গায়েব, আর দলীল ভিত্তিক গায়েব। অর্থাৎ যে সব গায়েব কোরআন -ছুন্নাহ্‌র দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশ হওয়ার পরেও ইহা গায়েব, এ গায়েব মু'মিন গণ জানে। অপরদিকে যে গায়েব কোরআন ছুন্নাহ্‌র দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীবকে এ প্রকারের অনেক গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা কালামে পাকে এরশাদ করেছেন-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ –

তরজমা- "তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বা আলিমুল গায়েব। উপরন্তু তিনি তার অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তার মনোনীত রাছুল ব্যতীত।" (পারা ২৯ ছুরা জীন আয়াত নং ২৬/২৭)

উপরোক্ত আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায়"তাফছীরে খাজেন" নামক কিতাবের জুজ ৭ম পৃষ্ঠা ১৩৬ এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে-

(عالم الغيب) اى هوعالم ما غاب عن العباد (فلايظهر) اى فلا يطلع (على غيبه) اى الغيب الذى يعلمه وانفرد به (احدا) اى من الناس ثم استثنى فقال تعالى (الامن ارتضى من رسول) يعنى الا من يصطفيه لر سا لته ونبو ته فيظهره على مايشاء من الغيب حتى يستدل على نبو ته بما يخبر به من المغيبات فيكون ذلك معجزة له –

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ আলিমুল গায়েব অর্থাৎ বান্দা যা জানে না, আল্লাহ্ তা জানেন। অতএব তাঁর নিজস্ব খাছ গায়েব কাউকে জানিয়ে দেন না, শুধুমাত্র যাদেরকে নবুয়ত ও রেছালত দ্বারা সম্মানীত করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছা মোতাবিক গায়েব জানিয়েছেন। যাতে তার গায়েবের বিষয়াদির সংবাদ প্রদান তার নবুয়তের দলীল স্বরূপ সর্ব সাধারণের নিকট গৃহীত হয়। সুতরাং গায়েবের খবর দেওয়াই নবীর মু'জিজা।"

আল্লামা ইছমাঈল হক্কী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে রুহুল বয়ান" নামক কিতাবের ১০ খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন"-

قال ابن الشيخ انه تعالى لايطلع على الغيب الذى يختص به علمه الا المر تضى الذى يكون رسولا وما لايختص به يطلع عليه غيرا لرسول امابتو سط الانبياء اوبنصب الدلائل –

অর্থাৎ- "ইবনে শায়েখ বলেছেন. নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নিজস্ব খাছ গায়েব কাউকে জানিয়ে দেন না শুধুমাত্র যাকে রাছুল হিসেবে মানোনীত করেছেন তাকে ছাড়া অর্থাৎ রাছুল কে তাঁর খাছ গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং যে গায়েব তাঁর জন্য খাছ নয়, তা রাছুল ব্যতিত অন্যান্য ব্যক্তিদের ও জানিয়ে দিয়েছেন। হয়তো নবীগণের তাওয়াচ্ছুত বা মারফতে অথবা দলীলের মাধ্যমে।"

আল্লামা আরিফ বিল্লাহ শেখ আহমদ ছাভী মালেকী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে ছাভী" নামক কিতাবের ৪র্থ খণ্ড ২৫৮ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

(قوله فلا يظهر على' غيبه احدا) اى اظهارا تاما كاملا يستحيل تخلفه فليس فى الاية ما يدل على' نفى كرامات الاولياء المتعلقة بالكشف ولكن اطلاع الانبياء على' الغيب قوى من اطلاع الاولياء لان اطلاع الانبياء يكون بالوحى وهو معصوم من كل نقص بخلاف اطلاع الاولياء فعصمة لانبياء واجبة وعصمة الاولياء جائزة (قوله الامن ارتضى) اى الا رسولا ارتضاه لاظهاره على' بعض غيوبه فانه يظهره على' ما يشاء من غيبه –

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব গায়েবকে পরিপূর্ণ ভাবে কারো কাছে প্রকাশ করেন না। সুতরাং ওলীগণের কেরামত সমূহ যা কশফের সাথে সংশ্লিষ্ট এ আয়াত দ্বারা নিষেধ প্রমাণিত হয় না। নবীগণকে যে সব গায়েব জানানো হয়েছে। তা ওলীগুণের জ্ঞাত গায়েব হতে অধিক শক্তিশালী। কেননা নবীগণের গায়েবের জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছে। যেহেতু তারা সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মাছুম বা নিস্পাপ।

কিন্তু ওলীগণের জ্ঞাত জ্ঞান এর ব্যতিক্রম। সুতরাং নবীগণ যে নিস্পাস তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব। আর ওলীগণ গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকা জায়েজ।

আল্লাহ্র বাণী – الامن ارتضى' من رسول অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত রাছুলের নিকট তাঁর গায়েব সমূহ হতে অনেক গায়েব প্রকাশ করে থাকেন। কেননা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে গায়েবের জ্ঞান প্রদান করে থাকেন।"

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে আজিজী" নামক কিতাবের (২৯ পারা ২১৪ পৃষ্ঠা) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

وانچه نسبت بهمه مخلوقات غائب است غيب مطلق است مثل وقت آمدن قيامت وا حكام كونيه وشرعيه بارى تعالى' درهر روزودر هر شريعت ومثل حقائق ذات وصفات او تعالى' على سبيل التفصيل واين قسم راغيب راغيب حاض اوتعالى' مى نامند فلا يظهر على غيبه احدا يعنى پس مطلق نميكند بر غيب خاص خود هيچكس را ..... الامن ارتضى من رسول يعنى مكر كس كه پسند ميكند وان كس رسول ميباشد خواه ازجنس ملك باشد مثل حضرت جبرئيل وخواه ازجنسى بشر مثل حضرت محمد وموسى' وعيسى' عليهم الصلوات والتسليمات كه اورا اظهار بر بعضے از غيوب خاصه خود مى فرمائد –

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ "যে সব বিষয় সৃষ্টিকুলের অজ্ঞাত বা দৃষ্টি বহির্ভূত, উহা গায়েবে মতলক নামে পরিচিত। যেমন কিয়ামতের সঠিক সময়, প্রত্যেক শরীয়তের বিধি সমূহ সৃষ্টি কুলের দৈনন্দিন শৃংখল বিধানের রহস্যময় বিষয় সমূহ আল্লাহ্র জাত বা সত্ত্বা ছিফাত বা গুণাবলীর বিস্তারিত তথ্যাবলী এ ধরনের অদৃশ্য বিষয়কে আল্লাহ্র খাছ গায়েব বলা হয়ে থাকে। তিনি তার খাছ গায়েব কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তবে তিনি রাছুলগণের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন, তিনি ফিরিশতার রাছুল হউন যেমন জিব্রাইল আলাইহিছ ছাল্লাম বা মানব জাতীর রাছুল হউন হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, হজরত মুছা ও হজরত ঈসা আলাইহি ছাল্লামকে অবহিত করেছেন; তাদের কাছে তার খাছ গায়েবের কিয়দাংশ প্রকাশ করেছেন।"

উপরোক্ত বক্তব্য তথা গায়েবের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ সম্পর্কিত আলোচনা শেষে একটা বিষয়ই সুস্পষ্ট যে, আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের প্রখ্যাত মুফাচ্ছিরীন ও মুহাদ্দিছীনে কেরামগণ অভিমত দিয়েছেন যে, গায়েব দু'প্রকার এক প্রকার গায়েবের দলীল আছে, অপর প্রকার গায়েবের দলীল নেই।

তথা কথিত মুফতী তালিব উদ্দিন গায়েবের সংজ্ঞা না বুঝে, মুফাচ্ছিরীনে কেরাম ও মুহাদ্দিছীনে এজাম এর ব্যাখ্যার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে গায়েবের অপব্যাখ্যা করে মুছলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন। গায়েবের যথার্থ ব্যাখ্যা ও এ সম্পর্কিত আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে সবিস্থার দলীল ভিত্তিক করেছি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর সেজে তথাকথিত বিদ্আতি মুফতী রাছুল প্রেমের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালানোই তার মূল লক্ষ্য।

এতদ্বিষয়ে নুরুল ইছলাম ওলীপুরী তার "ছুন্নী নামের অন্তরালে" পুস্তিকায় (৩য় সংস্করন) ৩৪ পৃষ্ঠায় "তাফছীরে বায়জাভী" শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে, তিনি ইলমে গায়েব দু প্রকার তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু তৎসংশ্লিষ্ট বায়জাভীর এবারতের অর্থকে বিকৃত করেছেন।

বায়জাভী শরীফের এবারত হলো-

وهو قسمان قسم لا دليل عليه وقسم نصب مو قع عليه دليل -

উপরোক্ত এবারতের যথার্থ অর্থ হলো- গায়েব দুপ্রকার প্রথম প্রকারের গায়েব হলো, যার কোন দলীল প্রমাণ নেই। আর দ্বিতীয় প্রকারের গায়েব হলো, যার দলীল প্রমাণ রয়েছে।

পক্ষান্তরে ওলীপুরী ছাহেব এর অর্থ বিকৃত করে লিখেছেন, এটা (গায়েব) দুপ্রকার। এক প্রকার হচ্ছে যা আল্লাহ কাউকে অবগত করেননি। আরেক প্রকার ওহীর মাধ্যমে অবগত করেছেন।

অতঃপর উক্ত পুস্তিকার ৩৪ পৃষ্ঠায় পূনরায় লিখেছেন ঃ "কিন্তু আরেক প্রকার অজ্ঞাত বিষয় আল্লাহ্ সমস্ত জগৎবাসী এমন কি নবী রাছুল গণের কাছ থেকে ও অজ্ঞাতই রেখে দিয়েছেন। যেমন কেয়ামত হওয়া আর কতদিন বাকী?

পরিতাপের বিষয় যে, ওলীপুরী ছাহেবের উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ মূর্খতার পরিচয়ই বহন করে। মনে হচ্ছে তিনি তাফছীর ও হাদীসের কোন নির্ভর যোগ্য কিতাবের ধারে কাছে ও যাননি। না হয় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে আল্লাহ্র হাবীবের খোদা প্রদত্ত শান ও মানকে ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা করেছেন।

মূল কথা হলো, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে علوم خمسه উলুমে খামছা বা পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, যা মাফাতিহুল গায়েবের অন্তর্ভূক্ত। এ গুলো হচ্ছে, যেমন (১) কেয়ামত কখন হবে? (২) বৃষ্টি কখন বর্ষিত হবে? (৩) মায়ের গর্ভের সন্তান নেককার না বদকার (৪) আগামী দিনে কে কি উপার্জন করবে। (৫) কে কোথায় মৃত্যু বরণ করবে।

এ সকল জ্ঞান আল্লাহ্ পাক তার প্রিয় হা... হোম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কে দান করেছেন। কিন্তু যারা হেদায়াত থেকে গোমরাহের দিকে চলে গেছে, তারাই অন্ধ, বধির হয়ে তার সমালোচনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করছে।

উলুমে খামছা বা পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীবকে দান করেছেন।

এ প্রসংগে আল্লামা মুল্লা জিউন (রঃ) তদীয় "তাফছীরাতে আহমদীয়া" নামক কিতাবের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

وَلَكَ اَنْ تَقُوْلَ اِنَّ عِلْمَ هٰذِهِ الْخَمْسَةِ وَاِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُهُ اِلَّا اللّٰهُ لٰكِنْ يَجُوْزُ اَنْ يُّعَلِّمَهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ مُّحِبِّهٖ وَاَوْلِيَائِهٖ بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ عَلٰى اَنْ يَّكُوْنَ الْخَبِيْرُ بِمَعْنَى الْمُخْبِرِ فَاِنْ قُلْتَ فَمَا فَائِدَةُ ذِكْرِ الْخَمْسَةِ لِاَنَّ جَمِيْعَ الْمُغَيَّبَاتِ كَذٰلِكَ قُلْتُ فَاَيَّدْتُهُ اَنَّ هٰذِهِ الْخَمْسَةَ مُعْظَمُ الْغُيُوْبَاتِ لِاَنَّهَا مَفَاتِحُهَا فَاِنَّهُ اِذَا وَقَفَ مَثَلًا عَلٰى مَا فِىْ غَدٍ وَقَفَ عَلٰى بَعْضِ زَيْدٍ وَتُوْلَدُ عُمَرَ وَفَتْحِ بَكْرٍ وَمَقْهُوْرِيَّةِ خَالِدٍ وَقُدُوْمِ بَشِيْرٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا فِى الْغَدِ وَهٰكَذَا الْقِيَاسُ وَيُؤَيِّدُ لِهٰذَا التَّوْجِيْهِ مَا ذُكِرَ فِى الْبَيْضَاوِىْ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فِىْ سُوْرَةِ الْجِنِّ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ حَيْثُ قَالَ فَلَا يَطَّلِعُ عَلَى الْغَيْبِ الْمَخْصُوْصِ بِهٖ عِلْمَهُ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى يَعْلَمُ بَعْضَهُ حَتّٰى يَكُوْنَ لَهُ مُعْجِزَةً

অর্থাৎ- আপনি একথা ও বলতে পারেন যে, এ পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানেন না কিন্তু ইহা ও সঙ্গত যে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর মাহবুব ও ওলীগণের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন। আয়াতে করীমার মধ্যেই এ কথার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আয়াতে করীমায় এরশাদ হচ্ছে- ان الله عليم خبير (নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সর্বজ্ঞ ও খবরদাতা) এখানে خبير (খাবিরুন) শব্দটি مخبر (মুখবিরুন) খবর দাতা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, উলুমে খামছা বা পঞ্চ জ্ঞান সীমিত করে উল্লেখের কি প্রয়োজন। কেননা সমস্ত গায়েব সমূহের ব্যাপারে একই অবস্থা তদুত্তরে আমি (মুল্লা জিয়ুন (রঃ) বলব, এই উলুমে খামছা বা পঞ্চ জ্ঞানকে সীমিত করে উল্লেখের মধ্যে ফায়দা হলো সমস্ত গায়েবী ইলিম সমূহের মধ্যে এই পঞ্চ জ্ঞান হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ এগুলো হলো মাফাতিহুল গায়েব বা গায়েবের চাবি সমূহ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আগামী কল্য জয়েদের মৃত্যু কোথায় হবে। কোথায় ওমর জন্ম নিবে, বকর কখন জয়লাভ করবে, খালেদ কখন পরাজয় হবে ও বশর কখন আগমন করবে ইত্যাদি।

এ ধরনের দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা বুঝে নিতে হবে। এ ব্যাখ্যার সমর্থন রয়েছে ইমাম বায়জাভী (রঃ) এর তাফছীরে বায়জাভী শরীফের ছুরা জিনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায়। আল্লাহ্‌র বাণী-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ -

অর্থাৎ- আল্লাহ্ আলিমুল গায়েব বা সমূহ অসীম অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী তিনি তাঁর মনোনীত রাছুল ব্যতিত কারো কাছে তাঁর নিজস্ব গায়েব প্রকাশ করেন না। আল্লামা বায়জাভী (রঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নিজস্ব গায়েব মনোনীত রাছুলগণ ছাড়া কাউকে জানিয়ে দেন না। ফলে আল্লাহ্‌র রাছুল আল্লাহ্‌র খাছ গায়েব সমুহের কিয়দাংশ গায়েব জানেন আর এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানাটা রাছুলের জন্য হলো মু'জেজা।"

ইমাম কাছতালীনী (রঃ) তদীয় "এরশাদুছ বারী শরহে বোখারী" নামক কিতাবের ৭ খণ্ড ১৮৬ পৃষ্ঠা কিতাবুত তাফ্ছীর ছুরা রাদে উল্লেখ করেন-

(ان رسول اللّه صلى عليه وسلم قال مفا تيح الغيب) ... اى خزائن الغيب (خمس لايعلمها الا اللّه) ذكر خمسا وان كان الغيب لا يتنا هى لان العددلا ينفى الزا ئد اولانهم كانوا يعتقدون معرفتها (لايعلم ما فى غد الا اللّه ولا يعلم ما تغيض الارحام) اى ما تنقصه (الا اللّه ولا يعلم متى يا تى المطرا حد الااللّه) اى الا عند امر اللّه به فيعلم حينئذ كا لسابق اذا امر تعا لى به (ولا تدرى نفس بأى ارض تموت) اى فى بلد ها ام فى غيرها كما لا تدرى فى أى وقت تموت (ولا يعلم متى تقوم السا عة) احد (الا اللّه الامن ارتضى من رسول فانه يطلعه على ما يشاء من غيبه والولى التا بع له يآ خذ عنه –

অর্থাৎ- " নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, মাফাতিহুল গায়েব বা গায়েবের খাজানা পাঁচটি বিষয়, এ পঞ্চ গায়েবের বিষয়াদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেহ জানে না। এখানে খামছা বা পঞ্চ গায়েবের বিষয় এর আলোচনা করা হয়েছে। যদিও আল্লাহ্র গায়েবের কোন সীমা নেই, কেননা আদদ বা সংখ্যা বয়ান করলে অসীম গায়েবের নফী হয় না, অথবা পঞ্চ গায়েবের বিষয় এই জন্য বলা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ ও এ পঞ্চ গায়েব জানে বলে আক্বীদা রাখত, এদের দাবীর খণ্ডনে বলা হয়েছে।

এরশাদ হচ্ছে এ পঞ্চ গায়েব আল্লাহ্ ছাড়া কেহই জানে না (১) আগামী কল্য কি হবে (২) মায়ের গর্ভে বাচ্ছা নেককার না বদকার (৩) বৃষ্টি কখন বর্ষিত হবে (৪) কে কোথায় কখন মৃত্যু বরণ করবে (৫) কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে। এসব গায়েবের বিষয়াদি আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানে না কিন্তু আল্লাহ্র মনোনীত রাছুলগণ জানেন। কেননা আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত রাছুল কে এ পঞ্চ গায়েবের বিষয়াদি জানিয়ে দিয়েছেন এবং সেই রাছুলের অনুসারী ওলীগণ রাছুল থেকে সেই গায়েবের জ্ঞান লাভ করে থাকেন।"

উল্লেখ্য যে ওলীগণ একমাত্র আল্লাহ্র হাবীবের মাধ্যমে এ পঞ্চ গায়েবের বিষয়াদি জানতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে হানাফী মাজহাবের জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তদীয়"মিরকাত শরহে মিশকাত" নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

وقال القرطبى من ادعى علم شئ منها غير مسند اليه عليه الصلوة والسلام كان كاذ با فى دعواه –

অর্থাৎ- " প্রখ্যাত মুফাচ্ছির আল্লামা কুরতবী (রঃ) বলেন, যে কেউ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মাধ্যম ছাড়া এ পঞ্চ গায়েবের বিষয়াদির যে কোন একটি বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী দাবী করে সে তার দাবীতে মিথ্যুক।"

উপরন্ত মুফতী তালিব উদ্দিন তার লিখিত "ইয়া নবী সালাম আলাইকা " পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) লিখিত "শরহে ফেকহে আকবর' নামক কিতাব থেকে উপরের গুরুত্ব পূর্ণ এবারত গোপন করে উল্লেখিত এবারতের বিকৃত অর্থ করে আল্লাহ্র নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম খোদা প্রদত্ত গায়েব জানেন, এ আক্বীদা পোষন করাকে কুফুরী আক্বীদা বলে বিভ্রান্তি মুলক প্রচার কার্য্য চালাচ্ছে।

"শরহে ফেকহে আকবর" নামক কিতাবের গায়েব সম্পর্কিত সম্পূর্ণ এবারত উল্লেখ করে এর সঠিক অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

pdf By Syed Mostafa Sakib

ثم اعلم ان الا نبياء لم يعلموا المغيبات من الا شياء الاما اعلمهم اللّه تعالىٰ احيانا وذكر الحنفية تصريحا با لتكفير با عتقادان النبى عليه الصلوة والسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعا لىٰ قل لايعلم من فى السموات والارض الغيب الا اللّه –

অর্থাৎ- "অতঃপর জেনে রাখো আল্লাহ্ পাকের অসীম গায়েবের জ্ঞান থেকে নবীগণ কোন কিছু জানতে পারেন না। তবে আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীগণকে যতটুকু গায়েবের জ্ঞান জানিয়ে দেন ততটুকু জানতে সক্ষম হন। হানাফী মাজহাবের আলেমগণ একথা পরিস্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা জানিয়ে দেওয়া ব্যতীত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজে নিজে গায়েব জানেন এ আক্বীদা পোষন করা কুফুরী। কারণ এ আক্বীদা কুরআনে করীমের সেই আয়াতের সরাসরি বিরোধী। যে আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন- হে রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আপনি বলে দিন যে, আছমান, জমীনের কোন বাসিন্দাই নিজে নিজে গায়েব জানে না একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত।"

আল্লাহ্র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াছাল্লাম খোদা প্রদত্ত গায়েব সম্পর্কে যে অবহিত, তা মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তদীয় " মিরকাত শরহে মিশকাত" নামক কিতাবের ৪২০ পৃষ্ঠা, ইলানুন নিকাহ অধ্যায়ে নিজেই উল্লেখ করেছেন-

لكرا هية نسبة علم الغيب اليه لا نه لا يعلم الغيب الا اللّه وانما يعلم الرسول من الغيب ما اخبره –

অর্থাৎ- "তাঁর (আল্লাহ্র হাবীব) নিজের সত্ত্বার প্রতি ইলমে গায়েবকে সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত করাতেই ভিনি তা নিষেধ করছিলেন। কেননা গায়েবের বিষয়াদি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কেহ জানে না।

নিশ্চয়ই রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সে সমস্ত গায়েবের বিষয়াদি জানেন যা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবকে অবহিত করেন।"

অনুরূপ আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) فَعَلِمْتُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ – (আছমান-জমীনে যা কিছু আছে সর্ব কিছুই জেনে নিয়েছি) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় তদীয় "মিরকাত শরহে মিশকাত" নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ৪৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

يُعْنِىْ كَمَا اَنَّ اللّٰهَ اَرَى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَكَشَفَ لَهٗ ذٰلِكَ فَتَحَ عَلٰى اَبْوَابِ الْغُيُوْبِ –

অর্থাৎ- "যেভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা হজরত ইব্রাহিম আলাইহি ছাল্লামকে সপ্ত আকাশ সপ্ত জমীনের সব কিছু দেখিয়েছেন এ সব কিছু কশফ বা খুলে দিয়েছেন, তেমনি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জন্য গায়েবের দরজা সমূহ খুলে দিয়েছেন।

প্রকারান্তরে আল্লাহ্ তা'য়ালার ফরমান-

قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الا اللّه وما يشعرن ايان يبعثون –

তরজমা- আপনি বলুন যারা আছমান সমূহে ও জীমনে রয়েছে, আল্লাহ্ ব্যতীত তারা কেউ গায়েব জানে না, এবং তারা জানে না যে কখন তারা পুনরুজ্জীবন হবে। (২০ পারা, ছুরা নমল, আয়াত নং-৬৫)।

শানে নুযুল ঃ এ আয়াত মুশরিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে যারা রাছুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ছিল। (তাফছীরে খাজাইনুল ইরফান)

তাফছীর ঃ এ আয়াতে করীমায় আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে উদ্দেশ্য করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলেন হে হাবীব। আপনি।" বলে দিন যারা আছমান সমূহে ও জমীনে রয়েছে, আল্লাহ্ ব্যতীত তারা কেউ নিজে নিজে গায়েব জানে না। অথবা আল্লাহ্র কুল গায়েব বা সমূহ গায়েব বিস্তারিত ভাবে কেউ জানে না। তবে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীগণকে (আলাইহি মুচ্ছালাম) যতটুকু ইচছা গায়েব জানিয়ে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে জানানো ব্যতীত তা কেউ জানতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আহমদ শিহাব উদ্দিন ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী (রঃ) (ওফাত ৯৭৪ হিজরী) তদীয়" ফত্ওয়ায়ে হাদীছীয়া" নামক কিতাবের ৩১৩ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

وما ذكرناه فى الاية صرح به النووى رحمه الله فى فتاويه فقال: معنا ها لايعلم ذلك استقللا وعلم احا طه بكل المعلومات الاالله واما المعجزات والكرمات فبا علام الله لهم -

অর্থাৎ- "আমরা এ আয়াত সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করেছি তা ইমাম নববী (রঃ) স্বীয় ফত্ওয়ার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি (আল্লামা ইমাম নববী (রঃ) বলেছেন, এই আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নিজে নিজে গায়েব জানেন না এবং কুল মালুমাত বা পরিপূর্ণ গায়েবের জ্ঞান কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ আয়ত্ব করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীগণকে কতেক ইলমে গায়েব দান করেছেন, ইহা নবীগণের মু'জেজা এবং অলীগণ নবীগণের মাধ্যমে কতেক গায়েব জানেন তা তাদের কেরামত।

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানী পথী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে মাজহারী" নামক কিতাবের ৭ম খণ্ড ১২৮ পৃষ্ঠায় আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

لكن الله يعلم ما غاب عنهم وغيره تعالىٰ لا يعلم الا

با علامه -

অর্থাৎ- "আছমানে ও জমীনে যারা রয়েছে তাদের থেকে যা গায়েব তা আল্লাহ্ জানেন এবং আল্লাহ্র জানিয়ে দেওয়া ব্যতিরেকে কেউ গায়েব জানতে পারে না।"

অনুরূপ আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে মাজহারী" নামক কিতাবের ২য় খণ্ড ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

قوله تعالىٰ لايعلم من فى السموات والا رض الغيب الا الله يعنى لايعلم الغيب غيره تعالىٰ الا بتو فيق منه -

অর্থাৎ- "আল্লাহ্র বাণী আছমান সমূহ ও জমীনে যারা রয়েছে, আল্লাহ্ ব্যতীত তারা কেউ গায়েব জানে না অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নিজে নিজে গায়েব জানে না কিন্তু আল্লাহ্ তৌফিক দিলে বা জানিয়ে দিলে গায়েব জেনে থাকে।"

আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ) (ওফাত ৬০৪ হিজরী) তদীয় " তাফছীরে কবীর" নামক কিতাবের ৪র্থ খণ্ড ৭ম জুজ ১২ পৃষ্ঠায় ولايحيطون بشئ من علمه الابما شاء – আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

انهم لا يعلمون الغيب الاعندا طلاع الله بعض انبيا ئه علىٰ بعض الغيب كما قال (علم الغيب فلا يظهر علىٰ غيبه احدا الامن ارتضىٰ من رسول) -

অর্থাৎ- আল্লাহ্র জানিয়ে দেওয়া ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না। আল্লাহ্ তাঁর কোন কোন নবীকে (আলাইহিমুচ্ছালাম) কতেক ইলমে গায়েব দান করেছেন। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, তিনি আল্লাহ্ আলেমুল গায়েব। সুতরাং তিনি তাঁর খাছ গায়েব মনোনীত রাছুল ব্যতিত আর কারো নিকট

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশ করেন না। "ইমাম আল্লামা আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ নাছাফী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে মাদারিক" নামক কিতাবের ২য় খণ্ড জুজে ছালিছ ২১৯ পৃষ্ঠায় قل لايعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله– আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

والغيب مالم يقم عليه دليل ولا اطلع عليه مخلوق –

অর্থাৎ- "গায়েব হলো উহাই যার কোন দলীল প্রমাণ নেই, এবং যা সৃষ্টি কুলের কাউকে অবহিত করা হয়নি।"

ইমাম নাছাফী (রঃ) কর্তৃক গায়েবের এই সংজ্ঞা প্রদান এর মর্মার্থ হলো আল্লাহ্ পাক অসীম গায়েবের অধিকারী, আল্লাহ্ কুল বা সমস্ত গায়েব কাউকে জানিয়ে দেন নাই। কেননা অপর আয়াতে আল্লাহ্ পাক নিজেই এরশাদ করেছেন, তাঁর খাছ গায়েবের ভান্ডার থেকে অনেক গায়েব তাঁর মনোনীত রাছুলকে অবহিত করেছেন। যা ইমাম নাছাফী (রঃ) নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি সূরায়ে জিনের ২৬নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তদীয় "তাফছীরে মাদারিক" নামক কিতাবের ২য় জিলদ জুজে রাবে' ৩০২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

(عٰلِمُ الْغَيْبِ) هو خبر مبتداء اى هو عالم الغيب (فلا يظهر) فلا يطلع (على غيبه احدا) من خلقه (الامن ارتضى امن رسول) الا رسولا قد ارتضاه لعلم بعض الغيب ليكون اخباره عن الغيب معجزة له فانه يطلعه على غيبه ماشاء –

অর্থাৎ- "আল্লাহ আলিমুল গায়েব। তিনি তাঁর খাছ গায়েব সৃষ্টিকুলের কাউকে অবহিত করেননি। কিন্তু তাঁর মনোনীত রাছুলকে কতেক গায়েবের জ্ঞান দান করে থাকেন যেন গায়েবের সংবাদ প্রদান হয় রাছুলের জন্য মো'জেজা। কেননা আল্লাহ্র যতটুকু ইচ্ছা তাকে (রাছুলকে) তার খাছ

গায়েবের ইলিম প্রদান করে থাকেন।"

ইমাম নাছাফী (রঃ) وعلمنه من لدنا علما সূরা কাহাফের ৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো উল্লেখ করেছেন-

يعنى الا خبار با لغيوب وقيل العلم اللد نى ما حصل للعبد بطر يق الالهام –

অর্থাৎ- "হজরত খিযির আলাইহিচ্ছালামকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন ইলমে লাদুনী। উহা এমন এক বিশেষ জ্ঞান যা বান্দা ইলহামের মাধ্যমে অর্জন করে থাকেন।"

সুতরাং ইমাম নাছাফী (রঃ) এর উপরোক্ত তিনটি এবারতের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আলোচ্য আয়াতে গায়েব দ্বারা যা মুরাদ নিয়েছেন তা কেবল মাত্র আল্লাহ্র অসীম গায়েব, যাকে বলা হয় আলেমুল গায়েব। আর আলেমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ্র গুণ।

ইমাম নাছাফী (রঃ) কর্তৃক গায়েবের এই ব্যাখ্যা দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্র জ্ঞাত কুল গায়েব তাঁর রাছুলকে জানানো হয় নাই বরং কতেক বা বা'জ গায়েব সর্ম্পকে অবহিত করা হয়েছে। আল্লাহপাক তাঁর হাবীব আমাদের আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকেও কতেক বা বা'জ গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালার সকল জ্ঞান পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত ভাবে কোন সৃষ্টির পক্ষে পরিবেষ্টন করার দাবী শরীয়ত ও যুক্তি উভয় দৃষ্টিতেই অসম্ভব।

আল্লাহ্ তা'য়ালা যে তাঁর হাবীবকে কতেক বা বা'জ গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন, এ গায়েবের পরিমাপ ও পরিধি কত?

এ প্রসঙ্গে মুফাচ্ছিরীনে কেরাম বলেন রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে আল্লাহ্ পাক ماكان وما يكون– (মাকানা ওমা ইয়াকুন) যা হয়েছে এবং যা কিছু হবে এ ইলিম বা জ্ঞান দান করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহাকেই মুফাচ্ছিরীনে কেরাম বা'জ ইলমে গায়েব বা ইলমে গায়েবের কিয়দাংশের কথা বলেছেন।

এ কিয়াদাংশ কথাটি দ্বারা আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানের তুলনায় নবীর গায়েবের জ্ঞানকে কিঞ্চিত পরিমান গায়েব বলা হয়েছে। কেননা সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে যা কিছু ঘটছে ও যা যা ঘটবে এর সম্পূর্ণ জ্ঞান ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় আংশিক বা সামান্যই বটে।

এ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ "মায়ালেমুত তানযীল" নামক তাফছীর গ্রন্থের ৪র্থ জিলদের ১১৬ পৃষ্ঠায় خلق الانسان علمه البيان- আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে-

قال بن كيسان: خلق الا نسان يعنى محمد صلى الله عليه وسلم علمه البيان يعنى بيان ماكان وما يكون لانه كان يبين عن الاولين والاخرين وعن يوم الدين

অর্থাৎ- "ইবনে কায়ছান বলেন আল্লাহ্ তা'য়ালা الانسان (আল্ ইনছান) অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ماكان ومايكون البيان (আল বায়ন) তথা (মাকানা ওমা ইয়াকুন) যা হয়েছে এবং যা হবে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের এবং কিয়ামতের দিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।"

অনুরূপ "তাফছীরে খাজিন" নামক কিতাবের (৭ম জুজ) এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় রয়েছে-

وقيل اراد بالا نسان محمدا صلى الله عليه وسلم علمه البيان يعنى بيان ماكان وما يكون لانه صلى الله عليه وسلم ينبى عن خبرالاولين والاخرين وعن

يوم الدين -

অর্থাৎ- "বলা হয়েছে যে (অত্র আয়াতে করীমা) الانسان (ইনছান) দ্বারা মুরাদ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং ماكان وما يكون البيان (আল্ বয়ান) দ্বারা (মাকানা ওমা ইয়াকুন) তথা যা হয়েছে এবং যা হবে সব বিষয়ে বয়ান বা বর্ণনা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ কারণে আল্লাহ্‌র হাবীব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এবং কিয়ামতের সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।"

আল্লামা ইছমাঈল হক্কী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে রুহুল বয়ান" নামক কিতাবের ১০ম খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠায় সুরা নুন এর ২নং আয়াত ماانت بنعمة ربك بمجنون আয়াতের করীমার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

بمستور عما كان من الازل وما سيكون الى الابد لان الجن هوا لستر وما سمى الجن جنا الا لا ستتاره من الانس بل انت عالم بما كان خبير بما سيكون -

অর্থাৎ- " আপনার দৃষ্টি থেকে সে সমস্ত বিষয় লুকায়িত নয়, যা সৃষ্টির আদি কালে ছিল ও যা কিছু অনন্ত কাল পর্যন্ত হতে থাকবে। কেননা 'জুন্না' শব্দের অর্থ হলো লুকায়িত থাকা। সুতরাং যা কিছু হয়েছে সে সব কিছু সম্পর্কে তো আপনি জানেনই। আর যা কিছু অনাগত ভবিষ্যতে হবে সে ব্যাপারে ও আপনি অবগত আছেন।"

উপরোল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো- علم ماكان وما يكون (ইলমু মাকানা ওমা ইয়াকুন) তথা যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে এর সমূহ জ্ঞান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে দান করেছেন।

আল্লামা কাছতালানী (রঃ) "মাওয়াহিবে লাদুনীয়া" নামক কিতাবের ২য় খণ্ড

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

لَاشَكَّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَطْلَعَهٗ عَلٰى اَزْيَدَ مِنْ ذٰلِكَ وَاَلْقٰى عَلَيْهِ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ –

অর্থাৎ- "এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ্ তা'য়ালা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে এর থেকে ও বেশী বিষয় সমূহ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তার কাছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমূদয় জ্ঞান অর্পন করেছেন।"

অনুরূপ শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) তদীয় "আশ্য়াতুল লোমআত" শরহে মিশকাত নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ৩৩৩ পৃষ্ঠায় হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

عبارت است از حصول تما مه علوم جزءی وکلی واحاطه آن –

অর্থাৎ- "এ হাদীছ শরীফের এবারত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো সপ্ত আকাশ সপ্ত জমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে এর জুজী ও কুল্লী জ্ঞান আল্লাহ্র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম লাভ করেছেন। অর্থাৎ ছোট থেকে ছোট এবং বড় থেকে বড় সব কিছুর জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন এবং ঐ সব কিছু তার এহাতা বা আয়ত্বাধীনে রয়েছে।

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিছে দেহলভী (রাঃ) তদীয় "মাদারিজুন নবুয়ত" নামক কিতাবের ৩য় পৃষ্ঠায় আরো বলেন-

ووے صلی اللّٰه علیه وسلم دانا ست بر همه چیزاز شیونات ذات الهی واحکام صفات حق واسماء وافعال واثار وجمیع علوم ظا هرو باطن واول واخراحا طه نموده –

অর্থাৎ- "হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সকল বিষয় সম্পর্কে

অবহিত। তিনি আল্লাহ্র জাত, আল্লাহ্র বিধি বিধান তার গুনাবলী, তার নাম, কর্ম ও ক্রিয়াদি এবং আদি অন্ত জাহের বাতিন সমস্ত জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছেন।"

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হলো আল্লাহ্র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর কতেক বা বা'জ গায়েবের জ্ঞান যা আল্লাহ্ পাক তাঁকে দান করেছেন তা অন্যান্য সৃষ্টির জ্ঞানের তুলনায় অপরিসীম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা জ্ঞানের তুলনায় তা একে বারেই কিঞ্চিত জ্ঞান। যেই জ্ঞানকে নাই বললেই চলে। কেননা আল্লাহ্র ইলিম হলো غير متنا هى (গায়েব মুতানাহী) অর্থাৎ অসীম। সৃষ্টির ইলিম হলো- متنا هى (মুতানাহী) অর্থাৎ সসীম। এ প্রসঙ্গে মুজাদ্দিদে জমান আ'লা হজরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রঃ) প্রণীত " আদ্দৌলাতুল মক্কীয়াহ" নামক কিতাবের ২১/২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

فثبت ان احا طه احد من الخلق بمعلو مات اللّٰه تعالىٰ على جهة التفصيل التام محال شرعاو عقلا بل لو جمع علوم جميع العلمين اولاواخرا لما كا نت لها نسبة ما اصلا الى علوم اللّٰه سبحا نه وتعا لىٰ حتى كنسبته حصة من الف الف حصة قطرة الىٰ الف الف بحرو ذلك لار تلك الحصة من القطرة متنا هية وتلك البحار الزوا خرا يضا متنا هيات ولابد للمتنا هى من نسبة الى المتنا هى فا نا نوا خذ نا امثال تلك الحصة من البحار مرة بعد اخرىٰ لابد ان يا تى على البحار يوم تنفل وتفنى لتنا

pdf By Syed Mostafa Sakib

هيها اما غيرا لمتنا هى فكل ما اخذت منه امثال المتنا هى وان كان با لغا فى الكبر ما بلغ كان الحا صل متنا هيا ابدا والبا قى فيه غير متناه ابدا فلا يمكن حصول نسبة ابدا هذا هوا يما ننا با لله –

অর্থাৎ- "(ইমাম আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী (রাঃ) কোরআন ছুন্নাহ্‌র দলীলের মাধ্যমে বলেন) প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার সকল জ্ঞান পরিপূর্ণ বিস্তারিত ভাবে কোন সৃষ্টির পক্ষে পরিবেষ্টন করার দাবী শরীয়ত ও যুক্তি উভয় দৃষ্টিতেই মহাল বা অসম্ভব। বরং সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল জ্ঞান যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে জ্ঞান সমূহের সমষ্টির সঙ্গে তুলনা করলে আল্লাহ তা'য়ালার প্রকৃত বা অদসম জ্ঞানের সাথে কোন সম্পর্কই হবেনা।

এমনকি একটি বৃষ্টির ফোটাকে দশলক্ষ ভাগে বিভক্ত করে তার সাথে দশ লক্ষ সমুদ্রের পানির যে স্পর্কে তা ও হতে পারে না। কেননা যেমনি বৃষ্টির ফোটার এ অংশ ও সসীম, তেমনি দশ লক্ষ সমূদ্রের পানিও সসীম। অসীম বুঝতে সসীম দ্বারা যত প্রকারের উদাহরণই দেওয়া হউক না কেন, অসীম কে বুঝতে সম্ভব হবেনা। অসীম সর্বাবস্থায়ই অসীমই থাকবে। (বৃষ্টির ফোটা পানিকে ও যদি দশ লক্ষ পানির সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে এক ফোটা পানির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ ও সসীম এবং দশ লক্ষ মহা সমুদ্রের পানিও সসীম।). অতএব আল্লাহ্ তা'য়ালার ইলিম হলো অসীম। সুতরাং আল্লাহ্ তা'য়ালার অসীম ইলিমের সঙ্গে কখনো কোন ধরণের সম্পর্ক হাছিল হতে পারেনা। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উপর ইহাই হলো আমাদের ঈমান।,,

আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জামায়াত এর দৃষ্টিতে ইলমে গায়েব সম্পর্কিত আক্বীদার সারাংশ

আ'লা হজরত আল্লামা ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) লিখিত "খালিছুল এতেকাদ" নামক কিতাবের প্রারম্ভে গায়েব সম্পর্কিত আক্বিদা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে-

প্রথম প্রকার ঃ

১। মহান আল্লাহ্ (عالم بالذات) সত্তাগত ভাবেই জ্ঞানী। তিনি অবগত না করালে কেউ একটি অক্ষর ও জানতে পারেনা।

২। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আল্যামীন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামগণকে তার গায়েবের বিষয়াদির আংশিক জ্ঞান দান করেছেন।

৩। আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্যাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জ্ঞান সৃষ্টি কুলের সকলের জ্ঞান থেকে অনেক বেশী।

উল্লেখিত তিনটি বিষয় জরুরীয়াতে দ্বীন বা ইছলাম ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদির অন্তর্ভূক্ত। বিধায় উহা অস্বীকার করা কুফুরী।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ

১। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহি মুচ্ছালাম এর মাধ্যমে আউলিয়ায়ে কেরাম ও ইলমে গায়েবের কিয়দাংশ পেয়ে থাকেন।

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে উলুমে খামছা বা পঞ্চ গায়েবের ইলিম অনেক ক্ষেত্রে সুবিস্তৃত করে দান করেছেন।

এ দ্বিতীয় প্রকারের ইল্‌মে গায়েবকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ্ বলে গন্য হবে। কেননা এটা অনেক হাদীছ শরীফকে অস্বীকার করার নামান্তর।

তৃতীয় প্রকার ঃ

১। কিয়ামত কখন হবে, সে সম্পর্কে ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম জ্ঞান লাভ করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। বিগত ও অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাবলী যা লওহে মাহ্ফুজে সুরক্ষিত আছে সে সবের জ্ঞান বরং এর চেয়ে ও বেশী জ্ঞান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে দান করা হয়েছে।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে রুহের হাকীকত বা নিগুঢ় তত্ত্ব এবং কোরআনের সমস্ত অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থ বোধক বা মুতাশাবিহাতের জ্ঞান দান করা হয়েছে।

"তাছাড়া তাফ্ছীরে ছায়ী" ২য় খন্ড ১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

وامامن قال ان نبينا او غيره احاط بالمغيبات علما كما احاط علم اللّٰه بها فقد كفر -

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি বলে বা আক্বিদা রাখে যে, আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অথবা অন্য কেহ গায়েবের খাজেনা কে এভাবে আয়ত্বাধীন করেছেন যে ভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালার আয়ত্বাধীনে গায়েবের ভান্ডার বা খাজেনা রয়েছে। সে কুফুরী করলো। (তাফছীরে ছায়ী ২য় খন্ড ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

এ প্রসঙ্গে রেজা একাডেমী, বোম্বাই থেকে প্রকাশিত ক্বারী মোহাম্মদ মিয়া মাজহারী কর্তৃক সম্পাদিত "ক্বারী" নামক কিতাবের ১৪৯ পৃষ্ঠায় এং "জিয়াউল কেরাআন" নামক কিতাবের ১৩৪ পৃষ্ঠায় মুজাদ্দিদে জমান আ'লা হজরত আল্লামা ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রঃ) এর নাতী আল্লামা আখতার রেজা খাঁন আজ্হারী (মা,জা,আ) এর লিখিত- ترجمه قرآن حقائق کی روشنی میں নামক প্রবন্ধে লিখেছেন-

رهاآپ کا ہماری نسبت یه کہنا که حضور عالم الغیب ہیں بالکل افتراء ہے - عالم غیب مثل رحمن وقیوم وقدوس وغیره اسماء خاصه بذات باری میں سے ہےاس کا اطلاق غیر خداکے لئے هم اهلسنت کے

نزديك حرام ونا جائز هے- مگراس كا يه مطلب نهں كر انبياء واولياء كے لئے علم غيب كا حكم هى ثابت نه ہو ہے شك وه بعطاء الهى انبياء كرام كے لئے اوران كے فيض متا بعت سے اولياء كرام كے لئے ثا بت ہے -

অর্থাৎ- "বাকী রইল আমাদের সম্পর্কে এ কথা যে, আমরা হুজুর ছাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "আলিমুল গায়েব" বলে থাকি। ইহা আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ অপবাদ বৈ কিছুই নয়। "আলিমুল গায়েব হওয়া একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য খাছ। যেমনি ভাবে রহমান, কাইয়ুম, কুদ্দুছ প্রভৃতি আল্লাহ তা'য়ালার খাছ ছিফতী নাম। আলিমুল গায়েব শব্দটি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যের জন্য প্রয়োগ করা আমাদের আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের মতে হারাম ও নাজায়েজ। কিন্তু এর মর্ম এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরাম এর বেলায় ইলমে গায়েবের হুকুম ছাবিত নয়।

নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলমে গায়েব আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্য এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের ফয়েজ ও বরকতে আউলিয়ায়ে কেরামের জন্য ও প্রমাণিত আছে।"

এলমে গায়েব সম্পর্কিত বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে আমার লিখিত "তাফ্সীরাতে আসরারুল কোরান পুস্তকে। যা সকলকে পড়ার জন্য অনুরোধ রইল।

হাজির নাজির প্রসঙ্গে ওলীপুরীর বিভ্রান্তিকর বক্তব্য নূরুল ইছলাম ওলীপুরী তার লিখিত "কার ফতোয়ায় কে কাফের?" নামক পুস্তিকার ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেন-

"ফতোয়ায়ে কাজী খান (৮৮৩ পৃষ্ঠায়) ফতোয়ায়ে আলমগীরী (৪১২ শ পৃষ্ঠায়) প্রভৃতি বিশ্বস্ত ফতোয়ার কিতাব সমূহে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি কোন সাক্ষী ছাড়া কোন মেয়েকে বিবাহ করল এবং বলল যে, আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহকে এবং রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে সাক্ষী করলাম, তবে তা কুফুরী হবে। কারণ সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সঙ্গে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকেও হাজির নাজির গণ্য করল।"

উল্লেখিত বক্তব্যে ওলীপুরী ছাহেব ফতোয়ায়ে কাজী খান ও ফতোয়ায়ে আলমগীরী কিতাবদ্বয়ের উদ্ধৃতি দ্বারা রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম যে হাজির ও নাজির এ আক্বীদা পোষণ করাকে কুফুরী সাব্যস্ত করার জন্য যে দলীল পেশ করেছেন, তা অবাস্তব অবান্তর ও ধুকাবাজী বৈ কিছুই নয়। কারণ তিনি কিতাবদ্বয়ের মূল আরবী এবারত উল্লেখ করেননি।

কিতাবদ্বয়ে মূল আরবী এবারত উল্লেখ করলে বিজ্ঞ পাঠকদের নিকট তার ধোকাবাজি ও ছলনার স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পরবে, এই ভয়েই তিনি তা করেছেন। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো কিতাবদ্বয়ের উল্লেখিত বর্ণনা ও আলোচনা মূলত ইলমে গায়েব সম্পর্কিত অথচ অলীপুরী ছাহেব না বুঝে হাজির নাজির প্রসঙ্গে তা সংযুক্তির অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। এতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, ইলমে গায়েব ও হাজির নাজির প্রসঙ্গে তার জ্ঞানের লেশমাত্র নেই। শুধু অন্যের মুখের শিখাবুলি দিয়ে পান্ডিত্য জাহিরের স্বপ্নে বিভোর। এতে ফেকাহ্‌র কিতাব সমূহের এতদ্বিষয় সম্পর্কিত সঠিক আলোচনা পর্যায় ক্রমে তুলে ধরা হলো।

ফেকাহ্ শাস্ত্রের আলোকে ইলমে গায়েব

ইলমে গায়েব প্রসঙ্গে ফেকাহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব "ফতওয়ায়ে কাজী খান" এর মধ্যে রয়েছে-

رجل تزوج بغير شهود فقال الرجل والمرءة خداو رسول راگوه كرديم : قالوا يكون كفرا لانه اعتقد ان رسول اللّه عليه السلام يعلم الغيب وهوما كان يعلم الغيب جين كان فى الحيوة فكيف بعد الموت –

অর্থাৎ- "কোন ব্যক্তি স্বাক্ষী ছাড়াই বিবাহ করলো অতঃপর বর ও কনে উভয়ে বললো আমরা আল্লাহ্ ও রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে

স্বাক্ষী রেখে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করছি। তারা (বাতিলের) বলে এ উক্তি কুফুর। কেননা তারা (বর কনে) এ আক্বীদা পোষণ করেছেন যে রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম গায়েব জানেন। অথচ তাঁর জীবিতাবস্থায় ও তিনি গায়েব জানতেন না, ওফাতের পরে এ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা।"

সুধী পাঠকবৃন্দ ফত্‌ওয়ায়ে কাজী খানের উক্ত এবারতের সঠিক অর্থ বুঝতে না পেরে বিদআতী ওলীপুরী ছাহেবসহ কিছু সংখ্যক কুঠিলতাপূর্ণ অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইলমে গায়েব জানেন এই আক্বীদা পোষণকারীকে কুফরী ফতওয়া দিয়ে থাকে। (নাউজুবিল্লাহ)

অথচ ছাহেবে কাজী খান (قالوا يكون كفرا) (তারা বাতিল পন্থীরা বলছে এ উক্তি কুফুরী) দ্বারা যে ফতওয়াটি উল্লেখ করেছেন উহা তার নিজস্ব ফত্‌ওয়া নয়। বরং উহা বাতিল সম্প্রদায়ের ফত্‌ওয়া। তিনি (ছাহেবে কাজী খান) শুধু বাতিলদের ফত্‌ওয়াটি নামক করেছেন। কারণ ছাহেবে কাজী খানের নিয়ম হচ্ছে তিনি যে মাছআলাটি -- শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেন সেই মাছআলাটি তার নিকট একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। এ তা বাতিলের মত।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শায়খ ইব্রাহীম আলহলবী হানাফী (ওফাত ৯৬ হিঃ) তদীয় গুনিয়াতুল মুতামাল্লী শরহে মুনইয়াতুল মুছাল্লী (যা কবিরী নামে প্রসিদ্ধ) কনুত অধ্যায়ে ৪২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন -

كلام قاضى خان يشير الى عدم اختياره له حيث قال واذا صلى على النبى صلى اللّه عليه وسلم فى القنوت قالوا لايصلى عليه فى القعدة الاخيرة ففى قوله قالوا اشارة الى عدم استحسانه له والى انه غيرمروى عن الائمة كما قلناه فان ذلك هو المتعارف

pdf By Syed Mostafa Sakib

في عباراتهم لمن استقرها –

অর্থাৎ- "কাজী খানের বর্ণিত উক্তিটাই তার নিকট অগ্রহণযোগ্য হওয়ার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে। কেননা তিনি (কাজী খান) বলেছেন ঃ যখন কুনুতের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর উপর দূরূদ শরীফ পাঠ করা হয় قالوا তারা বলছে তখন নামাজের শেষ বৈঠকে দূরূদ শরীফ পড়তে হবে না। কাজী খানের কউল قالوا (কালু) বলার মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বর্ণিত উক্তিটি অপছন্দীয় বা কাজী খানের মতের বিরোধী এবং তা ধর্ম বিশারদ ইমামগণ থেকে ও বর্ণিত নেই। যেমন আমি (হলবী) এ প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেননা ফকীহগণের এবারত সমূহের মধ্যে قالوا (কালু) দ্বারা যে মাছআলা বর্ণনা করা হয় তা যে অগ্রহণযোগ্য ইহা মুতায়ারাফরা প্রচলিত আছে, যিনি ফেকাহ্‌র এবারত পড়তে ও বঝুতে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তিনিই জানেন।"

অনুরূপ ফত্ওয়ায়ে কাজী খানের ১ম জিলদ্ ১৫৪ পৃষ্ঠায় কিতাবুন নিকাহ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে -

رجل تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله كان باطلا لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بشهود وكل نكاح يكون بشهادة الله وبعضهم جعلوا ذلك كفر الانه يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو كفر –

অর্থাৎ- "কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাছুলকে স্বাক্ষী রেখে জনৈক মহিলাকে বিবাহ করলো, এ বিবাহ্ বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর বাণী স্বাক্ষী ব্যতিরেকে বিবাহ শুদ্ধ হয় না এবং প্রতিটি বিবাহে আল্লাহ্‌র শাহাদাত রয়েছে। অপরদিকে বা'জ বা কতেক লোক এরূপ (আল্লাহ ও তাঁর হাবীবকে স্বাক্ষী রেখে) বিবাহ সম্পাদন করাকে কুফুরী সাব্যস্থ করেছে। কারণ যে এই আক্বীদা

রাখে যে, রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইলমে গায়েব জানেন, তবে উহা কুফুরী।"

কাজী খানের এই এবারত দ্বারা আরো সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হলো যে, রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইলমে গায়েব জানেন এই আক্বীদা পোষণ করা (بعضهم) কতেকের মতে কুফুরী। সকলের মতে নয়। কোন ইমামের মতে ও নয়। বরং আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের পরিপন্থী বাতিল ও পথ ভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের আক্বীদা হলো রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন উহা কুফুরী।

কেননা আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিগণের আক্বাঈদের মধ্যে এমন কোন এখতেলাফ বা মতানৈক্য নেই, যে মতানৈক্যের কারণে এক ব্যক্তির ফত্ওয়ায় অন্য ব্যক্তি বা দল কাফির বা গোমরাহ সাব্যস্ত হয়।

পক্ষান্তরে (بعضهم) কতেক এর ফত্ওয়ায় অন্যান্য দুনিয়ার সমস্ত মুছলমান কাফের সাব্যস্ত হয়ে পড়েন। (নাউজুবিল্লাহ)

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মুল্লা'জিউন (রঃ) তদীয় "নূরুল আনওয়ার" নামক কিতাবের ২৪৭ পৃষ্ঠায় ইজতেহাদের বয়ানে উল্লেখ করেন-

فَإِنَّ الْمُخْطِئَ فِيهَا (فِي الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ) كَافِرٌ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى أَوْ مُضَلِّلٌ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ وَلَا يَشْكُلُ بِأَنَّ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةَ اِخْتَلَفُوْا فِيْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَلَا يَقُوْلُ أَحَدٌ مِنْهَا بِتَضْلِيْلِ الْآخَرِ –

অর্থাৎ- "আক্বাঈদ সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কেহ ভুল করে বসে, তাহলে দু'টি অবস্থাঃ হয়ত কাফের হবে; যেমন ইহুদী ও নাছারা অথবা মুদিল বা গোমরাহ হবে যেমন রাফেজী, খারেজী, মু'তাজেলী প্রভৃতি বাতিল দল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের অনুসারী আশয়ারী ও মাতুরেদী গণের মধ্যেও কোন কোন মাছআলার ক্ষেত্রে কিঞ্চিত এখতেলাফ বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু তাদের এক জনের ফত্‌ওয়ায় অন্যজন গোমরাহ সাব্যস্ত হয় না। (কাফের হওয়া তো অনেক দূরের কথা)

"বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক" নামক কিতাবের (জুজে ছালিছ) ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে -

وفى الخانية والخلاصة لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقدو يكفر لا عتقاده ان النبى يعلم الغيب –

অর্থাৎ- খানিয়া ও খোলাছা, কিতাবদ্বয়ে আছে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রাছুলকে স্বাক্ষী রেখে বিবাহ করে, তা হলে বিবাহ সংঘটিত হবে না এবং সে ব্যক্তি কাফের হবে। কেননা সে এই ই'তেকাদ রাখলো যে, নিশ্চয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম গায়েব জানেন। (এখানে বাতিলের ফত্‌ওয়া উল্লেখ করা হয়েছে)।

আলমগীরী দ্বিতীয় জিলদের ৪১২ পৃষ্ঠায় রয়েছে -

رجل تزوج امرأة ولم يحضر الشهود قال خديرا ورسول راكواه كردم اوقال خداى راوفر شتكان راكواه گردم كفر –

অর্থাৎ- "জনৈক ব্যক্তি কোন মহিলাকে স্বাক্ষী ব্যতীত বিবাহ করলো এবং সে বলল আমি খোদা ও রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে স্বাক্ষী রেখে বিবাহ করলাম অথবা বলল-খোদা ও ফেরেশতাকে স্বাক্ষী রেখে বিবাহ করলাম তবে সে ব্যক্তি কুফুরী করলো।"

উল্লেখ্য যে, আলমগীরি কিতাবের এবারতে রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইলমে গায়েব জানেন এই আক্বীদা রাখা কুফুরী এ কথার উল্লেখ নেই। আলমগীরি কিতাবের এ এবারত দ্বারা প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ্‌

তো আলেমুল গায়েব। বিবাহের মধ্যে আল্লাহ্‌কে স্বাক্ষী রাখলে কি কুফুরী হবে? (নাউজুবিল্লাহ)

মুদ্দা কথা হলো - আহ্‌লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের আক্বীদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন। বা'জ বা কতেক বাতিল পন্থীদের আক্বীদা হলো- নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম গায়েব জানেন এ আক্বীদা রেখে নবীকে বিবাহে স্বাক্ষী করলে কুফুরী হবে। সঠিক মাছআলা হলো, আল্লাহ্‌ ও রাছুলকে স্বাক্ষী রেখে বিবাহ কাজ সম্পন্ন করলে সে বিবাহ বাতিল হবে, তবে কুফুরী হবে না। ছাহেবে বাহরুর রায়েক ও ছাহেবে আলমগীরি স্বীয় কিতাবদ্বয়ে বাতিলদের আক্বীদা নকল করেছেন মাত্র। ফত্‌ওয়ায়ে আলমগীরি ও কানযুদ্‌ দাকায়েক এর শরাহ বাহরুর রাবায়েক এ উল্লেখিত মাছআলাটি আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন কানযুদ দাকায়েক এর অপর শরাহ "মা'দিনুল হাকায়েক" নামক কিতাবে তথায় লিখিত আছে -

وفى المضمرات والصحيح انه لا يكفر لان الانبياء يعلمون الغيب ويعرض عليهم الا شياء فلا يكون كفرا –

অর্থাৎ- "মুজ্‌মারাত কিতাবে আছে - সঠিক মত হলো সে, ব্যক্তি কাফের হবে না কেননা আম্বিয়ায়ে কেরামগণ গায়েব জানেন। তাদের কাছে বস্তু বা বিষয় সমূহ পেশ করা হয়, সুতরাং তা কুফুরী হবে না। (জা আলহক)

এ প্রসঙ্গে "দূররুল মুখতার" নামক কিতাবের 'কিতাবুন নিকাহ' অধ্যায় রয়েছে-

تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز بل قيل يكفر –

অর্থাৎ ঃ " কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে স্বাক্ষী করে বিবাহ করলো, ইহা নাজায়েজ, কেহ কেহ বলেছেন, সে কাফির হবে।"

এ এবারতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) তদীয় "রাদ্দুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহতার" (ফত্ওয়ায়ে শামী) ৩য় খন্ড ২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন -

(قوله قيل يكفر) لانه اعتقد ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عالم الغيب قال فى التا تر خا نية وفى الحجة ذكر فى الملتقط انه لا يكفر لان الا شياء تعرض على روح النبى صلى اللّه على وسلم وان الرسول يعر فون بعض الغيب قال اللّه تعالى عا لم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول قلت بل ذكروا فى كتب العقائد ان من جملة كرامات الاولياء الاطلاع على بعض المغيبات –

অর্থাৎ- "দূররুল মুখতারের উক্তি (قيل يكفر) কেহ কেহ বলেছেন, সে কাফের হবে। এজন্য যে, সে এ আক্বীদা রাখে রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আলিমুল গায়েব তথা গায়েব জাননে ওয়ালা। ইহা তাতার খানিয়া কিতাবে উল্লেখ আছে।

এ মাছআলার সঠিক সমাধান দিতে গিয়ে আল্লামা শামী (রঃ) উল্লেখ করেন (فى الحجة الخ) হুজ্জাত কিতাবে উল্লেখ রয়েছে ' মুলতাকাত' কিতাবে আছে যে, সে ব্যক্তি কাফের হবে না। কেননা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর রূহ্ মোবারকের উপর সমস্ত বস্তু বা বিষয় পেশ করা হয়, আর রাছুলগণ আলাইহি মুছ্ছালাম বা'জ বা কতেক গায়েবের বিষয়াদিতে অবগত আছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজেই এরশাদ করেছেন-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ –

(আলিমুল গায়েব আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত রাছুল ছাড়া কারো নিকট তাঁর নিজের গায়েবের বিষয়াদি প্রকাশ করেন না)। আমি (আল্লামা শামী) বলছি, আকাঈদের কিতাব সমূহে উল্লেখ আছে যে, গায়েবের ভান্ডার থেকে কতেক গায়েব অবগত হওয়া ও আল্লাহ্র ওলীগণের অন্যতম কারামত হিসাবে গণ্য।"

আল্লামা শামী (রঃ) এর উক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইলমে গায়েব জানেন এ আক্বীদা পোষণ করা কুফুরী ইহা নিতান্তই অমূলক বরং বাতিলদের আক্বীদা, আহ্লে ছুন্নত ওয়াল জমায়াতের সঠিক আক্বীদা হলো, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন, ইহা নবীর মু'জেজা।

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) তদীয় "মালাবুদ্দা মিনহু" নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে-

مسئله : اكر كسے بدون شهود نكاح كردد كفت كه خداو رسول خدا راكواه كردم يا فر شته راكواه كردم كا فر شود –

অর্থাৎ- "কোন ব্যক্তি সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করে বললো, আমি আল্লাহ্ ও রাছুলকে সাক্ষী করেছি অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাকে সাক্ষী করেছি তবে সে কাফের হবে।"

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) এ মাছআলাটি ফত্ওয়ায়ে বুরহানী নামক কিতাবের কালিমাতুল কুফুর অধ্যায় থেকে বাতিলের উক্তি নকল করেছেন। এটা তাঁর নিজস্ব আক্বীদা নয়। কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তিনি তার "তাফছীরে মাজহারী" নামক কিতাবের ২য় খন্ড ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন -

لايعلم الغيب غيره تعالى الا بتو فيق منه –

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ ব্যতিত কেউ গায়েব জানেনা। কিন্তু আল্লাহ্ তাওফীক দিলে বা জানিয়ে দিলে গায়েব জানে।" সুতরাং প্রমাণিত হলো খোদা প্রদত্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইলমে গায়েব রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম জানেন। এটাই ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) এর আক্বীদা, প্রকৃত ছুন্নী আক্বীদা।

তাছাড়া "তাফছীরে ইবনে জরীর তাবায়ী" ৯ম খণ্ড ৩৪৭ পৃষ্ঠা সূরা কাহাফের আয়াত (قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا) এর ব্যাখ্যায় হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন -

كَانَ رَجُلاً يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ قَدْعُلِّمَ ذٰلِكَ -

অর্থাৎ- "খিযির আলাইহিচ্ছালাম এমন এক ব্যক্তি তিনি ইলমে গায়েব জানতেন, নিশ্চয় তাঁকে গায়েবের জ্ঞান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

এতে প্রমাণিত হলো ছাহাবায়ে কেরামদের আক্বীদা ছিল হজরত খিযির আলাইহিচ্ছালাম ও খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের নবী ছাইয়িদুল মুরছালীন, খাতামান্ নাবিয়্যীন, শাফিউল মুজ্নেবীন, রাহমাতুল্লীল, আলামীন মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন।

অতএব ফেকাহ্ শাস্ত্রের এই মাছআলাটি বাতিলদের আক্বীদা বলে গণ্য হবে। অন্যথায় বুঝে নিতে হবে যে, এই মাছআলার দ্বারা ঐ বিষয়ের মুরাদ নেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে সাক্ষী রেখে বিবাহ সম্পাদন করলো সে যদি এ আক্বীদা রাখে যেমনি ভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা সত্ত্বাগতভাবে বা নিজে নিজে ইলমে গায়েবের অধিকারী তেমনিভাবে রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামও নিজে নিজে সত্ত্বাগত ভাবে ইলমে গায়েব জানেন। তাহলে সে ব্যক্তি কাফের হবে। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন-

قل لايعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله -

অর্থাৎ- "আপনি বলুন! আছমান সমূহ ও জমীনে যারা রয়েছে, আল্লাহ্ ব্যতীত তারা কেউ গায়েব জানেনা। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নিজে নিজে গায়েব জানে না। কিন্তু আল্লাহ্ তৌফিক দিলে বা জানিয়ে দিয়ে গায়েব জানে।

আল্লাহ্র হাবীব হাজের ও নাজের

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা তাঁর হাবীব, আমাদের আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে হাজের ও নাজের করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এরশাদ করেন -

يَاايُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا -

অর্থাৎ- "হে নবী ! (গায়েবের সংবাদদাতা) নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে হাজের-নাজের, সুসংবাদ দাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহ্র প্রতি তাঁর আদেশে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল সূর্য করে প্রেরণ করেছি (সূরা আহযাব, আয়াত-৪৫)"

পবিত্র কোরআন মজিদে এ ধরনের আরো আয়াতে করীমা রয়েছে, যেখানে আল্লাহ্র হাবীবকে শাহিদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে হাজির ও নাজের। তাছাড়া আল্লাহ্র হাবীবের নাম সমূহের মধ্যে শাহিদ একটি অন্যতম নাম।

আল্লামা আলুছী বাগদাদী (রঃ) তদীয় "তাফছীরে রুহুল মা'য়ানী" নামক কিতাবে "শাহিদ" শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

(شاهدا) على من بعثت اليهم تراقب احوالهم وتشاهداعما لهم وتتحمل عنهم الشهادة لماصدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر ماهم عليه من الهدى والضلال وتوديها يوم القيامة اداء مقبولا فيما لهم وما عليهم (تفسيرروح المعانى صـ٤٥ پاره ٢٢)

অর্থাৎ- "আপনাকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করবেন (দেখবেন), তাদের আমল বা কর্ম তৎপরতা দেখবেন এবং এদের মধ্যে কে আপনার প্রতি ঈমান আনল, আর কে আপনার প্রতি ঈমান আনে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাই, তাদের হেদায়েত ও গোমরাহী জীবনের সবকিছুই প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আপনি হবেন। কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ্‌র দরবারে সর্বস্বীকৃত মকবুল সাক্ষী হিসেবে সেই সাক্ষ্য আপনি দিবেন। (তাফছীরে রুহুল মা'য়ানী ২২ পারা ৪৫ পৃষ্ঠা)"

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ) স্বরচিত "মাদারেজুন্ নবুয়ত" কিতাবের ৭৮৬/৭৮৭ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

ذکرکن اورا ودرود بفرست بروی صلی اللّٰه علیه وسلم وباش درحال ذکر گویاحاضراست پیش تودر حالت حیات ومی بنی تواورا متادب با جلال وتعظیم وهمت وحیاء بدا نکه وی صلی اللّٰه علیه وسلم می بیندوفی شنود کلام ترا زیراکه وی متصف است بصفات اللّٰه تعالیٰ ایکے ازصفات الهی انست که انا جلیس من ذکرنی -

অর্থাৎ- "হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে স্মরণ করুন, তাঁর প্রতি দূরূদ পেশ করুন। আল্লাহ্‌র হাবীবের জিকির করার সময় এমনভাবে অবস্থান করুন, যেন তিনি আপনার সামনে জীবিতাবস্থায় হাজের আছেন, আর আপনি তাঁকে দেখতেছেন।

আদব, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখে ভীত ও লজ্জিত থাকুন এবং এ ধারণ পোষণ করবেন যে, হুজুর পুর নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আপনাকে দেখতেছেন, আপনার কথাবার্তা শুনতেছেন। কেননা তিনি খোদার গুণাবলিতে গুণান্বিত। আল্লাহ্‌র একটি গুণ হচ্ছে- আমি (আল্লাহ) আমার জিকির কারীদের সঙ্গে সহাবস্থান করি।"

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌পাক জিকিরকারীদের সঙ্গে আছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র রহমত জিকিরকারী ছালেকীনদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহ্‌র হাবীব হাজির থাকার অর্থ হলো তিনি জিকিরকারী উম্মতের প্রতি

মহব্বত ও শাফায়াতের দৃষ্টি করেন অথবা নিজেই হাজির হয়ে বরকত প্রদান করেন।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে দেখার জন্য আমার প্রয়োজন নাই বরং হুযুর (দাঃ) একই স্থানে অবস্থান করে সারা বিশ্বজগৎ দেখতেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখতে থাকবেন।

আল্লাহ্‌র হাবীব যে হাজির ও নাজির এ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জানতে হলে আমার লিখিত " কোরআন ছুন্নাহর দৃষ্টিতে হাজের ও নাজের" নামক পুস্তক খানা পড়তে অনুরোধ করছি।

বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বনের মাছআলা

আজব মুফতী তালিব উদ্দিন তার লিখিত "ইয়া নবী সালাম আলাইকা" পুস্তকের ৮৪ পৃষ্ঠায় শামী কিতাবের এবারতকে বিকৃত ও ভাবার্থকে পরিবর্তন করে হাদীছ শাস্ত্রের বিশেষ করে উছুলে হাদীছের সামান্যতম জ্ঞান ও যে তার নেই তা ব্যক্ত করে, আহমকের মত تقبيل الابهامين (তাকবীলুল ইবহামাইন) আজান চলা কালে আল্লাহ্‌র হাবীবের নাম মোবারক শুনে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ উভয় চোখের উপর রেখে যে দোয়া পাঠ করার বিধান রয়েছে, যাকে ফোকাহায়ে কেরাম বা শরীয়তের মুফতীগণ মোস্তাহাব বলে প্রমাণ করেছেন, তার বিরোধীতা করে নিজেও গোমরাহ হয়েছে এবং নবী প্রেমিক ছুন্নী মুছলমানগণকে ও পথ ভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা করেছে। শামী কিতাবের হুবহু এবারত ও তার সঠিক অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হলো -

(تتمه) يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة : صلى اللّٰه عليك يارسول اللّٰه وعند الثانية منها : قرة عينى بك يارسول اللّٰه ثم يقول : اللهم متعنى بالسمع والبصر بعد وضع ظفرى

pdf By Syed Mostafa Sakib

الابهامين على العينين فانه عليه السلام يكون قائدا له الى الجنة، كذا فى كنزالعباد اه قهستانى ونحوه فى الفتاوى الصوفيه،وفى كتاب الفردوس من قبل ظفرى ابهامه عند سماع اشهد ان محمدا رسول الله فى الاذان انا قائده ومدخله فى صفوف الجنة وتمامه فى حواشى البحر للر ملى عن المقاصد الحسنة للسخاوى وذكر ذلك الجراحى واطال ثم قال : ولم يصح فى المر فوع من كل هذا شئ –

ভাবার্থ ঃ আল্লামা শামী (রঃ) (تتمه) (তাতিম্মা) অর্থাৎ এ মাছআলার সারাংশ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

আজানের মধ্যে প্রথমবার কলেমায়ে শাহাদত শ্রবণ কালে صلى الله এবং দ্বিতীয় বার শ্রবণ কালে قرة عليك يارسول الله عينى بك يارسول الله বলা মোস্তাহাব।

অতঃপর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ উভয় চোখের উপর রেখে বলবে اللهم متعنى با لسمع والبصر হুজুর পুর নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এই আমলকারীকে তাঁর পিছে পিছে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। (আল্লামা শামী বলেন) এ রূপ বর্ণনা "কান্যুল এবাদ" কৃত ইমাম কাহেস্তানী এবং ফত্ওয়ায়ে সুফীয়া এবং কিতাবুল ফেরদাউসে রয়েছে, যে ব্যক্তি আজানে اشهدان محمدا رسول الله শ্রবণ করে স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলের নখে চুম্বন করে। (তাঁর সম্পর্কে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন) আমি তাঁর একান্ত সহায়ক হব এবং তাকে জান্নাতে

প্রবেশ করাব। ইহার বিস্তারিত আলোচনা "বাহরুর রায়েক" এর হাশিয়া "রমলী" এর মধ্যে আল্লামা ইমাম ছাখাবী (রঃ) এর লিখিত মাকাছিদে হাছানা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা রয়েছে।

এ মাছআলা সংক্রান্ত যতগুলি হাদীছ রয়েছ, সে সব হাদীছ সমূহের দীর্ঘ পর্যালোচনা করে আল্লামা সাখাভী (রঃ) বলেন, সব হাদীছ 'মরফু' এর মধ্যে ছহীহ নয় বরং কতেক হাদীছ জয়ীফ ও রয়েছে এবং কতেক হাদীছ ছহীহ ও রয়েছে।"

উল্লেখ্য যে, জয়ীফ হাদীছ দ্বারা মোস্তাহাব প্রমাণিত হয় ইহাই উছুলে হাদীছের ধারা। যদি সব কটি হাদীছ ছহীহ হত তবে তা ছুন্নত বা ওয়াজিব প্রমাণিত হতো। এজন্য আল্লামা শামী (রঃ). এ আমলকে মোস্তাহাব বলে অভিমত পেশ করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

খতমে নবুয়ত ও কাদিয়ানী ফিত্না

ছরকারে কায়েনাত মাহবুবে খোদা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত নতুন শরীয়তধারী অথবা শরীয়ত বিহীন কোন প্রকারের নবুয়তই কেহ পাবে না। পবিত্র কোরআন শরীফ, আল্লাহর হাবীবের বিশুদ্ধ হাদীছ শরীফ এবং ইজমায়ে উম্মতের অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা খত্মে নবুয়ত বা আল্লাহর হাবীব যে সর্বশেষ নবী এ আক্বীদাটি প্রমাণিত হয়েছে। এ আক্বীদা সম্বন্ধে গোটা মুছলিম জগতের কোথাও কারো কোন মতভেদ নেই। এরপরেও যদি কেহ নবুয়তের দাবীদার হয়ে আত্ম প্রকাশ করে সে প্রকৃত পক্ষে নবী নহে বরং সে হবে মিথ্যুক ও দাজ্জাল। যারা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কে সর্বশেষ নবী ও রাছুল বলে স্বীকার করবেনা, তারা কেহই মুছলমান হিসাবে গন্য হবে না বরং তারা সকলই কাফের ও মুরতাদ হিসেবে গন্য হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে নিজেই এরশাদ করেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ- وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا -

অর্থাৎ- "মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতানন, বরং তিনি আল্লাহর রাছুল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ"। (সূরা আহ্যাব ৪০ নং আয়াত)।

উক্ত আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী "তদীয় তাফছীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

عن قتادة ولكن رسول اللّٰه وخاتم النبين أى اخرهم

অর্থাৎ- "হজরত কাতাদা (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, বরং তিনি আল্লাহর রাছুল এবং তিনি খাতামান্নাবিয়্যীন অর্থাৎ সর্বশেষ নবী"। (তাফছীরে ইবনে জারীর ১২তম খন্ড ২১ পৃষ্ঠা দ্রঃ)

অনুরূপ আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন ছয়ুতী (রাঃ) তদীয় "তাফছীরে দুর্রে

মনছুর" নামক কিতাবে আবদ ইবনে হুমাইদ (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন-

عن الحسن فى قوله وخاتم النبيين قال ختم اللّٰه النبيين محمدا صلى اللّٰه عليه وسلم وكان اخرمن بعث -

অর্থাৎ- "হযরত হাছান (রাঃ) হতে 'খাতামুন্নাবীয়্যিন' এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা নবীদের ছিলছিলা মোহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। তিনি সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ রাছুল"। (দূর্রেমনছুর ৬ষ্ঠ খন্ড ৬১৭ পৃঃ)

ইমামুল মুফাচ্ছিরীন আল্লামা আবু জা'ফর তাবারী (রঃ) (ওফাত ৩১০ হিঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

ولكنه رسول اللّٰه وخاتم النبيين الذى ختم النبوة فطبع عليها فلاتفتح لاحد بعده الى قيام الساعة -

অর্থাৎ- "কিন্তু তিনি আল্লাহর রাছুল এবং খাতামুন্নাবীয়্যিন বা সর্ব শেষ নবী যিনি নবুয়তের ক্রমধারার পরি সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং এর উপর মুহর লাগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের পর কিয়ামত পর্যন্ত এধারা আর কারো জন্য খোলা হবে না"। (ইবনে জারীর তাবায়ী ১২তম খন্ড ২১ পৃঃ দ্রঃ)

এভাবে সুবিখ্যাত "তাফছীরে খাজিন" নামক কিতাবের ৫ম খন্ড ২১৮ পৃঃ উল্লেখ রয়েছে-

خاتم النبيين ختم اللّٰه به النبوة فلا نبوة بعده اى ولامعه -

"খাতামুন্নাবীয়্যিন'এর অর্থ হলো- আল্লাহ তায়ালা রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারা শেষ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর পরে এবং তাঁর যুগে আর কেউ নবুয়তের দাবী করতে পারে না।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

তদ্রুপ আল্লামা মুল্লা জিউন (রঃ) প্রণীত "তাফছীরাতে আহমদীয়া" নামক কিতাবের ৬২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

خاتم النبيين اى لم يبعث بعده نبى قط واذا نزل بعده عيسى فقد يعمل بشر يعته ويكون خليفة له ولم يحكم بشطر من شريعة نفسه وان كان نبيا قبله –

অর্থাৎ- "খাতামুন্নাবিয়্যিন অর্থ- রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের পরে কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। যদি ও হজরত ঈছা আলাইহিছ ছালাম হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম পরে এ ধরাতে অবতরণ করবেন, নবী হিসাবে নন বরং তাঁর খলীফা হিসাবে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মদী শরীয়ত মোতাবিক আমল করবেন। ইতিপূর্বে যদিও তিনি নবী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

এতদ্বভিন্ন অন্যান্য মুফাচ্ছিরীনে কেরাম ও অনুরূপ তাফছীর ব্যক্ত করেছেন। এসবের আলোকে একথাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, 'খাতামুন্নাবিয়্যিন' অর্থ- আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামই হলেন, সর্ব শেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী ও রাছুল পৃথিবীতে আসবেনা। এরপরেও যদি কেউ নবুয়তের দাবী করে, তবে সে হবে কাফির ও মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী।

মিশকাত শরীফের ৪৬৪-৪৬৫ পৃঃ হযরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত এক হাদীছে রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন-

انه سيكون فى امتى كذا بون ثلثون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لانبى بعدى –

অর্থাৎ- আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশ জন মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে নবী। অথচ আমি হলাম খাতামুন্নাবীয়্যিন বা সর্ব শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না। কস্মিন কালেও আসতে পারে না।

উপরোক্ত হাদীছে- لانبى بعدى রয়েছে। এখানে لا (লা) হচ্ছে, লায়েনফী জিনছ এবং نبى (নবী) নাকেরা হিসাবে হয়েছে। আরবী গ্রামার অনুযায়ী نفى এর পরে نكره (নাকেরা) ব্যবহৃত হলে এর দ্বারা عموم وشمول (উমুম ও শুমুল) তথা ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। এ হিসাবে এ বাক্যের অর্থ হলো, আমার পর কয়িামত পর্যন্ত আর কোন বী এ পৃথিবীতে আগমন করবে না। এতে সুস্পষ্ট এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী।

রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম যে সর্বশেষ নবী, ইহা কোরআন, ছুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের ওফাত শরীফের পর 'খতমে নবুয়ত' বা আল্লাহর হাবীব যে সর্বশেষ নবী এ আক্বীদার উপর ছাহাবায়ে কেরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সময়ে সকল ছাহাবায়ে কেরাম সর্ব সম্মতিক্রমে মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার মুছায়লামাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেন। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর নির্দেশে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে আনছার ও মুহাজির ছাহাবীদের এক বিরাট বাহিনী ইয়ামামার প্রান্তরে মুছায়লামা কাজ্জাব ও তার সাংগ পাংগদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন।

এ অভিযানে মুছায়লামা কাজ্জাবের ছল্লিশ হাজার সৈন্যদের মধ্যে মুছায়লামা কাজ্জাব সহ আটাইশ হাজার লোক নিহত হয় এবং বাকী লোকেরা কোন উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পন করে।

উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধের ব্যাপারে কোন ছাহাবী এমনকি কোন মুছলমানই খলীফাতুর রাছুল হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। বিনা দ্বিধায় তাঁরা এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার মুছায়লামা কাজ্জাব বাহিনীর সাথে মুকাবেলা করেন। এযুদ্ধে সাতশত হাফিজ ক্বারীসহ বারোশত ছাহাবায়ে কেরাম শাহাদত বরণ করেন।

ছাহাবীগণ এ যুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে অংশ গ্রহণ এবং খতমে নবুয়তের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংরক্ষণে তাঁদের এ কুরবাণী। এ কথাই প্রমাণ করে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামই সর্বশেষ নবী, কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব অসম্ভব।

প্রকাশ থাকে যে, রাছুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর জমানা থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে ইছলামের শত্রুরা দ্বীনের মৌলিক আক্বীদা ও বিশ্বাস খতমে নবুয়ত বা মাহবুবে খোদা সর্বশেষ নবী এর উপর বারবার আঘাত হেনেছে এবং বহুভন্ড নবীর প্রকাশ ঘটেছে এবং মুছলিম মিল্লাতের পক্ষ থেকে যথোপযুক্ত প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ তাদেরকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে, পাক ভারত, বাংলা উপমহাদেশে খতমে নবুয়তের (আল্লাহ্‌র হাবীব যে সর্বশেষ নবী এ) আক্বীদার উপর সর্বশেষ হামলা এসেছে, মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির ছত্রছায়ায় বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে সর্বশেষে সে নিজেকে নবী দাবী করে বসে। (নাউজুবিল্লাহ)

কাদ্‌য়ানী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলো মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। সে পাঞ্জাবের গুরুদাস পুর জেলার কাদিয়ান নামক স্থানে ১৮৩৫ ইং সনে জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯০৮ইং সনে তার মৃত্যু হয়।

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রাথমিক অবস্থায় তার মনোভাব গোপন রাখে। পর্যায়ক্রমে মুজাদ্দিদ, মাহদী, প্রতিশ্রুত মছীহ, জিল্লী নবী বরুজী নবী, সহায়ক নবী ও সর্বশেষে স্বতন্ত্র পয়গাম্বর দাবী করে তার স্বরূপ প্রকাশ করে। যারা গোলাম আহমদকে নবী বলে বিশ্বাস রাখে তাদেরকে কাদিয়ানী দল বলা হয়ে থাকে।

কাদিয়ানীরা রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে সর্বশেষ নবী অস্বিকার করতঃ তাদের নেতা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী হিসাবে আক্বীদা পোষণ করে। একারনে ইছলামী শরীয়তের দৃষ্ঠিতে তারা অমুসলিম ও কাফির।

এ প্রসঙ্গে الاشباه والنظائر। (আল্ আশ্‌বা ওয়ান নাজায়ের) কিতাবে উল্লেখ রয়েছে-

اذالم يعرف ان محمدا صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات –

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে সর্বশেষ নবী বলে না জানবে সে মুছলমান নয়। যেহেতু এটা দ্বীনের আবশ্যকীয় পালনীয় বিষয়।"

আ'লা হযরত মুছাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও খতমে নবুয়ত অস্বীকার কারীদেরকে কাফির ফত্‌ওয়া দিয়ে বিভিন্ন ফত্‌ওয়া ও তথ্যনির্ভর কিতাবাদী রচনা করেছেন। নিম্নে কয়েকখানা কিতাবের নাম দেওয়া হলো-

(ক) 'জাজা উল্লাহি আদুয়াহ বি আবায়িহি খাতামন্‌নবুওয়্যাহ্' কিতাবটি ১৩১৭ হিজরীতে প্রকাশিত হয। এ কিতাবে খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ ও অস্বীকারকারীদের কুফরী উক্তি ১২০টি বিশুদ্ধ হাদীস ও শীর্ষ স্থানীয় ইমামগণের ত্রিশটি অভিমত দ্বারা বিশদভাবে কাদিয়ানী মতবাদের খন্ডন করা হয়েছে। বর্তমানে এ কিতাবখানার বাংলা অনুবাদ ও হয়েছে।

(খ) "আস্‌সউল ইক্বাব আলাল মসীহিল কাজ্জাব" এই কিতাবটি ১৩২০ হিজরীতে একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখিত। প্রশ্নটি হলো- কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করে কোন মুছলমান যদি কাদিয়ানী হয়ে যায়, তবে তার স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে থাকবে কিনা?

তদুত্তরে আলা হজরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রঃ) উক্ত পুস্তক খানা রচনা করেন, এতে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দশটি কুফরী উক্তি চিহ্নিত করেন এবং এ প্রসঙ্গে দশটি কারণ উল্লেখ করে আলা হযরত (রাঃ) ফত্‌ওয়া প্রদান করেন- "ওরা দ্বীন ইছলামের বহির্ভূত কাফির মুরতাদ স্বামীর কুফরী প্রমাণ হওয়া মাত্রই স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে পৃথক হয়ে যায়।

(গ) "কাহ্‌রুদ্দায়্যান আ'লা মুরতাদি বিক্বাদিয়ান" নামক কিতাবটি ১৩২৩ হিজরীতে রচিত ও প্রকাশিত। উক্ত কিতাবে ভন্ড প্রতারক মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর শয়তানীর দাবী খন্ডন করা হয়েছে এবং ছৈয়্যদুনা ঈছা আলাইহিছ ছালাম ও তাঁর সম্মানীতা মাতা হযরত মরিয়ম আলাইহিছ ছালাম এর সুউচ্চ মর্যাদা ও পবিত্রতা চমৎকার ভাবে আলোকপাত হযেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উল্লেখ্য যে, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সনে যখন পাকিস্থান জাতীয় সংসদে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে প্রমাণাদি উত্থাপন করা হচ্ছিল তখন কাদিয়ানী প্রতিনিধি মির্জা নাছের নিজেকে মুছলমান দাবী করার স্বপক্ষে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাছিম নানুতবীর লিখিত "তাহজিরুন্নাছ" কিতাব থেকে নিম্ন লিখিত উদ্ধৃতিকে দলীল হিসাবে পেশ করলো-

سوعوام کے خیال میں رسول اللہ صلعم کاخاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کازمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعداور آپ سب میں آخری نبی ہے –

অর্থাৎ- "সাধারণ জনগণের ধারণা মতে রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর খাতিম হওয়ার অর্থ- এটাই যে, তাঁর যুগ পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের পরবর্তী এবং সকলের শেষ নবী।"

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو توبھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا –

অর্থাৎ- "যদি মনে করা হয় যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর যুগের পরে ও কোন নবীর আবির্ভাব হয়, তবুও 'খাতামিয়তে মোহাম্মদী'তে কোন পার্থক্য আসবে না।" (নাউজুবিল্লাহ)

কাছিম নানাতবী লিখিত উপরোক্ত এবারতের উত্তর মুফতী মাহমুদ সহ সংসদে উপস্থিত কোন দেওবন্দীদের পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেদিন আহলে ছুন্নত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শী জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান এর নির্বাচিত সংসদ যথাক্রমে আল্লামা শাহ্ আহমদ নূরানী ও আল্লামা আব্দুল মোস্তফা আজহারী উভয়ে বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠলেন আর বললেন আমরা উক্ত উদ্ধৃতির লেখক ও সমর্থক উভয় শ্রেণীকে এভাবে কাফির মনে করি, যে ভাবে কাদিয়ানীকে মনে করি।

এ পর্যায়ে ইমাম আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী (রঃ) প্রণীত এবং উলামায়ে হারামাইন শরীফাইনের সমর্থিত "হুছামুল হারামাইন" সংসদে পাঠ করে শুনানো হলো। আল্লামা আরশাদুল কাদেরী বলেন- বিশ্বের মুছলিম দেশ সমুহের মধ্যে এই সম্মান ও গৌরবময় কৃতিত্ব কেবল পাকিস্তানে অর্জিত হয়েছে। পাকিস্তান জাতীয় সংসদ খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী কাদিয়ানীদেরকে অমুছলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করে আইনগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে ইছলামের গন্ডি থেকে বহির্ভূত করেছে, ইমাম আহমদ রেজা খাঁনের ফত্ওয়াই পার্লামেন্টের এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি। এই ফত্ওয়ার আইনানুগ বাস্তবায়নে ইমাম আহমদ রেজা খাঁন ছাহেবের অনুসৃত মতাদর্শে বিশ্বাসী উলামাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্বরণীয়। খতমে নবুয়ত আক্বীদার সত্যতা এটাকেই বলা হয়। কোন সংগ্রাম প্রচেষ্টা ছাড়া ইছলামী বিশ্বের সর্বত্র আজ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত ও ঐতিহাসিক ঘোষণার সামনে তাদের মস্তক অবনত করেছে। (মায়ারেফে রেজা ১৪১৯ হিঃ ১৯৯৮ ইং দ্রঃ)

সে সব হক্কানী উলামায়ে কেরামের প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক, যাঁরা আজমতে মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখার প্রত্যয়ে কারা বরণের অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, কাদিয়ানীদের অমুছলিম ঘোষণাপত্রে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেছেন, ইছলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সকল মু'মিন মুছলমান যারা খলিফাতুর রাছুল হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর পবিত্র নির্দেশ বাস্তবায়নে বর্তমান যুগের মুছায়লামা কাজ্জাব ও তার দলের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আল্লাহ্ ও তদীয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর সন্তুষ্টি অর্জনে ধন্য হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিজেদের জন্য ছদ্‌কায়ে জারীয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন।

পরিশেষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে বিনীত প্রার্থণা যে, আল্লাহ্ পাক যেন আমাদেরকে অমুছলিম কাদিয়ানী ফেরকা ও খতমে নুবুয়ত অস্বিকারকারী সকল বিপথগামী দলের ছোবল থেকে বিশ্ব মুছলমানের ঈমান আক্বীদাকে হেফাজত করেন। আমীন ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামী বিশ্বকোষের আলোকে ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) এর জীবন ও কর্ম

সংকলনেঃ মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম আল্ কাদেরী

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) এর জীবন ও কর্ম স্থান পেয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষ সমূহে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষের ২২তম খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে এ মহা মনীষীর কর্মময় জীবন। সে লেখার আলোকে নিম্নে আ'লা হযরতের জীবন ও কর্ম উপস্থাপন করা হলো ঃ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) পাঠান বংশদ্ভুদ মাযহাবগত হানাফী ও তাসাউফ এবং তরীক্বার দিক দিয়ে ক্বাদেরিয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। তাঁর পিতা আল্লামা নক্বী আলী খাঁন (ওফাত- ১৮৮০ খৃঃ/১২৭৯ হিঃ) এবং তাঁর পিতামহ রেজা আলী খাঁন (ওফাত ১৮৬৫-৬৬ খৃঃ/১২৮২ হিঃ) লেখক, আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরী (১৪ জুন ১৮৫৬ খৃঃ) ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বেরেলী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ এবং তাঁর জন্ম সন প্রকাশক নাম রাখা হয় 'আল্ মুখতার' (প্রত্যেক আরবী বর্ণের জন্য নির্ধারিত স্বতন্ত্র সাংকেতিক মানানুযায়ী এর সাংকেতিক মান দাঁড়ায়- ১২৭২) তাঁর পিতামহ তার নাম রাখেন আহমদ রেজা। পরবর্তীতে স্বয়ং আহমদ রেজা নিজের নামের সাথে 'আব্দুল মুস্তফা' (গোলাম মোস্তাফা) অংশ সংযোজিত করেন। (হাদায়েকে বখশীশ ৮০ পৃঃ কারামতে আ'লা হযরত ৮ পৃঃ)

ইমাম আহমদ রেজা খাঁন একজন উচ্চ পর্যায়ের কবিও ছিলেন। কবিতা রচনায় তিনি 'রেজা' নাম ব্যবহার করতেন। তবে সকলের নিকট তিনি আ'লা হযরত বা অতি সম্মানিত ব্যক্তি নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। (মুজাদ্দেদে ইসলাম ২৬ পৃঃ) আ'লা হযরত ইমাম, আহমদ রেজা খাঁন

বেরলভী (রাঃ) প্রচলিত আরবী ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অধিকাংশ শাখায় ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কোন কোন শাখায় সমসাময়ীক আলেমদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং কোন কোন শাখায় ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার সাহায্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ্, উসূল, তর্কশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র ইত্যাদি পিতা আল্লামা নক্বী আলী খাঁন বেরলভী (রঃ) এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শাহ্ আল-ই রাসূল (ওফাত ১৮৭৯ খৃঃ/১২৯৭ হিঃ) শায়খ আহমদ বিন যায়নী দাহ্লান মক্কী (রাঃ) (ওফাত ১৮৮৯ খৃঃ) শায়খ আব্দুর রহমান মক্কী (রাঃ) (ওফাত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ) হুসাইন ইবনে সালেহ্ মক্কী (ওফাত ১৮৮৪ খৃঃ) এবং শায়খ আবুল হুসাইন আহমদ আন্ নূরী (রঃ) (ওফাত ১৯০৬ খৃঃ) এর নিকট থেকেও অর্জন করেন। তিনি বীজগণিত, রেখাগণিত ও পাটিগণিত, যুক্তিবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিদ্যা বা পঞ্জিকা বিদ্যা, চতুর্ভূজ বিদ্যা, সমতল ত্রিভুজ বিদ্যা, অসমতল ত্রিভুজ বিদ্যা, আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা, ভবিষ্যত গণনাশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যা ব্যক্তিগত অধ্যয়ন দ্বারা অর্জন করেছিলেন। (কারামতে আ'লা হযরত ৩৫-৩৯ পৃঃ)

আরবী ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) শিক্ষকতা, গ্রন্থ প্রণয়ন ও ফতোয়া লিখনে আত্মনিয়োগ করেন মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দেড় সহস্রেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে শিক্ষালাভের মাধ্যমে ধন্য হন। তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ্যযোগ্য। আল্লামা হামেদ রেজা খাঁন (রঃ) (ওফাত ১৯৪৩ ইং) আল্লামা জাফরুদ্দীন বিহারী (রঃ) (ওফাত ১৯৬২ ইং) সৈয়দ আহমদ আশরাফ গিলানী (রঃ) (ওফাত ১৯২৫ ইং) আল্লামা আব্দুল আলীম মিরাঠী (রঃ) (ওফাত ১৯৫২ ইং) আল্লামা বুরহানুল হক জবলপুরী (রঃ) আল্লামা মোস্তফা রেজা খাঁন বেরলভী (রঃ), মাওঃ হাসনাইন রেজা খাঁন বেরলভী (রঃ) মুফতি আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ সিয়ালকোটি, মুফতি আমজাদ আলী আজমী (রঃ) (বাহারে শরীয়ত গ্রন্থের লেখক), সিয়াল কোটি, শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ শাফিঈ (মক্কা শরীফের মুফতি) ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

সৈয়দ গোলাম জান জাম মৌধপুরী প্রমুখ। (মাকালাত ৩য় খন্ডঃ ১৬-৩২ পৃঃ)

১২৯৪ হিঃ ১৮৭৭ সনে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) শাহ্ আলে রাসুল মারাহরাবী (রঃ) (ওফাত ১২৯৭হিঃ/১৮৭৯ খৃঃ) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে ক্বাদেরিয়া তরীক্বায় বাইয়াত গ্রহণ করেন।

অতঃপর তিনি তাঁর নিকট হতে বিভিন্ন তরীক্বায় খিলাফত ও ইযাজত লাভ করেন। শাহ্ আলে রাছুল (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য শায়খদের নিকট হতেও তিনি কোন কোন তরীক্বায় যেমন-ক্বাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, সোহ্‌রাওয়ারদিয়া, নক্বশ্‌বন্দিয়া ও আলাবিয়া প্রভৃতি তরীকা সমূহের ইযাজত লাভ করেন। (আল ইযাজাতুল মাতীনাঃ ৪০পৃঃ)

১৮৭৮ সনে ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রাঃ) প্রথম বারের মত হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। পবিত্র মক্কায় তাঁর অবস্থান কালে তথাকার সাফিঈ আলিম শায়খ হুসাইন ইবনে সালেহ তাঁর জ্ঞান ও গুণাবলী দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন এবং তাঁর প্রশংসা করেন ও তাঁর প্রতি সম্মান দেখান। শায়খ হুসাইন ইবনে সালেহ কর্তৃক রচিত "আল্-জাওহারাতুল মুদীআ" গ্রন্থের আরবী ব্যাখ্যা রচনা করার জন্য ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ)কে অনুরোধ করলে তিনি মাত্র দুই দিনের মধ্যে উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করতঃ উক্ত গ্রন্থের প্রকাশক নাম করণ করেন 'আন্ নায়্যিরাতুল ওয়াদীয়া ফী শারহিল জাওহারাতিল মুদীআ (১২৯৫হি/১৮৭৮ খৃঃ) পরবর্তীকালে তিনি উহার সাথে বিভিন্ন টীকা-টিপ্পনী ও পরিশিষ্ট সংযোজিত করতঃ উহার সন প্রকাশক নাম রাখেন 'আত্ তুররাতুর রাদ্বিয়্যা আ'লান নাইয়্যিবাতিল ওয়াদিয়া (১৩০৮হিঃ/ ১৮৯০ খৃঃ)। (তাযকিরায়ে উলাময়ে হিন্দ-১৬ পৃঃ)

১৯০৫ সালে তিনি দ্বিতীয় বারের মত হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনার শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। মক্কার আলেমগণ নোট (কাগজের মুদ্রা) সম্বন্ধে তাঁর নিকট থেকে ফতোয়া চান। উল্লেখ্য যে, তৎকালে কাগজের মুদ্রা

সম্পর্কিত সমস্যাটি পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনার আলেমদের সম্মুখে একটি কঠিন সমস্যারূপে পরিদৃষ্ট হয়। ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) কোন গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু স্বীয় স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করে আরবী ভাষায় উহার উত্তর লিখে উহার রচনা সন প্রকাশক নাম রাখেন 'কিফলুল ফাকীহিল ফাহিম ফী আহ্‌কামি ক্বিরতাসিদ্ দারাহীম' (১৩২৪ হিঃ/১৯০৬ খৃঃ)

(দ্রঃ নুযহাতুল খাওয়াতির ৮ম খন্ড ৩৯-৪১ খৃঃ/কিফলুল ফাকীহ্ ১৬৭ খৃঃ)

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি উপরোক্ত একখানা পরিশিষ্ট রচনা করেন এবং উহার রচনাকাল প্রকাশক নাম রাখেন 'কাসীরুস সাফীহিল ওয়াহিম ফী ইবদালি ক্বিবতাসিদ্ দারাহীম (১৩২৯ হিঃ/ ১৯১১ খৃঃ) অতঃপর তিনি উক্ত পরিশিষ্টের উর্দূ অনুবাদ রচনা করতঃ উহার রচনা সন প্রকাশক নাম রাখেন 'আয্‌যায়লুল মানুতির রিসালাতিন নূত (১৩২৯ হিঃ/ ১৯১১ খৃঃ)

ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) পবিত্র মক্কার আলেমগণের আরেকটি ফতোয়ার জবাবে আরেক খানা পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি উহার রচনা সন প্রকাশক নাম রাখেন 'আদ দাওলাতুল মাক্কিয়্যা বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যা' (১৩২৩ হিঃ/১৯০৫ খ্রিঃ)। উক্ত পুস্তিকায় তিনি অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কিত জ্ঞান বা ইলমে গায়েব সম্বন্ধে পান্ডিত্য ও গবেষণা প্রসূত আলোচনা করেছেন। পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনার আলিমগণ উক্ত পুস্তিকা বিষয়ে যে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন, তদ্দ্বারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। (আল ফুয়ুজাতুল মক্কীয়া দ্রঃ)

পবিত্র মক্কা ও মদীনার আলেমগন ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) কে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চক্ষে দেখতেন। ফতোয়া লিখন শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) তাঁর সমসাময়িক আলেমগণের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লামা ইকবালও স্বীয় রচনায় তাঁর ফকীহ সুলভ যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। ড. আবিদ আহমদ আলীর বর্ণনা মতে একদা আল্লামা ইকবাল আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী সম্বন্ধে তাঁর একটি মজলিসে মন্তব্য করেছেন- 'মাওলানা আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী কীরূপ উচ্চ পর্যায়ের ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিলেন এবং তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের কীরূপ যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ পন্ডিত এবং অনন্য সাধারণ আলিম ও ফকীহ ছিলেন, তাঁর ফতোয়াসমূহ অধ্যয়ন করলে তৎসম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়' (মাকালাত ৩য় খন্ড ১০-১১ পৃঃ)। ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ধরে ফতোয়া লিখন কার্য সম্পাদন করেছেন। (হায়াতে আ'লা হযরত ২৮০ পৃঃ)

ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) এর বিশেষ পান্ডিত্যময় রচনাবলীর মধ্যে ফিকহ্ শাস্ত্রীয় 'জাদ্দুল মুমতায' এবং ফতোয়ায়ে রেজভিয়া নামীয় গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত কোরআন মজীদের তরজুমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত তরজমা (১৩৩০ হিঃ) ১৯১১ সনে 'কানযুল ঈমাম ফী তরজমাতিল কোরআন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ছদ্রুল আফাজিল আল্লামা সৈয়দ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রাঃ) 'খাযাইনুল ইরফান ফী তাফসীরিল কোরআন নামে উক্ত একখান তরজমার টীকাগ্রন্থ রচনা করেন।

ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) কর্তৃক রচিত উক্ত তরজমা এদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত যে, যে সকল আয়াতের তরজমা করার ক্ষেত্রে সামান্যতম অসতর্ক থাকলে উহার ফলে আল্লাহ পাক এবং রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র শান ও মর্যাদায় বে আদবীর আশঙ্কা থাকতে পারে, সে সকল আয়াতের তরজমা লেখার ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন।

ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) কবিতা রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কাব্যশাস্ত্রের সকল শাখায়ই কবিতা রচনা করেছেন। তবে রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র প্রশংসামূলক কবিতা রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁর সাধারণ কবিতাগুলোতেও সর্বত্র না'ত এর ঝলক পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রচিত "হাদায়েকে বখশিশ" অধ্যয়নে জানা যায় যে, তিনি উর্দূ ফার্সি, আরবী ও হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় সমান যোগ্যতায় উচ্চ পর্যায়ের কবিতা রচনা করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র জন্য সালামের দোয়া করে তিনি যে বিখ্যাত উর্দূ কবিতা রচনা করেছেন তা ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র পড়া হয়ে থাকে। উক্ত কবিতার প্রথম চরণ দ্বয় নিম্নরূপঃ

"মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো ছালাম
শময়ে বজমে হেদায়েত পে লাখো ছালাম।"

অর্থাৎ "লক্ষ লক্ষ ছালাম বর্ষিত হোক মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)র উপর যিনি রহমতের জান ও প্রাণ স্বরূপ। লক্ষ লক্ষ সালাম বর্ষিত হোক হিদায়তের মজলিসের প্রদীপের উপর।"

সকল সমালোচকই ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভীর কাব্য প্রতিভাকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,ইফতিখার আজমী ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভীর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হওয়া সত্বেও না'ত কবিতা রচনায় তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে লিখেছেন- "ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী রচিত না'ত কবিতাবলী এরূপ উচ্চ পর্যায়ের যে, তাকে প্রথম শ্রেণীর না'ত কবিতা রচনাকারী কবিদের মধ্যে স্থান দেয়া উচিত। (আরমুগানে হারাম-১৪ পৃঃ)

ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ)র জীবনের শেষদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি এক নতুন মোড় নিয়েছিল। ১৯১৯ সনে ভারতবর্ষে খেলাফত আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। পরবর্তী বৎসর ১৯২০ সনে আবার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) উক্ত আন্দোলন দ্বয়ের (শেষোক্ত আন্দোলনের) নীতিগত বিরোধিতা করেন। তিনি এ সম্পর্কে ১৯২০ সনে 'আল্ মাহাজ্জাতুল মু'তামানা ফী আয়াতিল মুমতাহানা' নামীয় একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি উপমহাদেশের কাফের ও মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করার ও তাদের সাথে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর ভক্ত অনুরাগীগণ 'জামাতে রেজায়ে মস্তফা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর 'অল ইন্ডিয়া সুন্নী কন্ফারেন্স' নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। (হায়াতে সদরুল আফজিল ১৮৬ পৃঃ)

জামাতে রেজায়ে মোস্তফা নামীয় সংগঠনের সদস্যগণ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করেন। উক্ত সংগঠনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আল্লামা সৈয়দ

pdf By Syed Mostafa Sakib

নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রঃ) (ওফাত ১৯৪৮ইং)। উল্লেখ্য যে, তিনি ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) এর অন্যতম খলিফাও ছিলেন। ১৯৪০ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত ও ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরাম হিন্দু মুসলিম ঐক্য বিরোধী তৎপরতাকে অধিকতর জোরদার করেন। ফলে পাকিস্তান নামক পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিপুল সংখ্যক দ্বীনি মাদ্‌রাসা ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) ও তাঁর খলিফাগণের নামের সাথে সম্পৃক্ত করে নামকরণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, জামেয়া রেজভীয়া মানজারুল ইসলাম বেরেলী, জামেয়া রেজভীয়া লায়ালপুর, জামেয়া নো'মানিয়া রেজভীয়া লাহোর, জামেয়া নঈমিয়া মুরাদাবাদ, জামেয়া এ নঈমিয়া লাহোর এবং দারুল উলুম আমজাদিয়া করাচি। এতদ্ব্যতিত আনজুমান এ হিজবুল আহনাফ লাহোর এবং আনজুমান-এ নোমামিয়া এর ন্যায় প্রাচীন প্রতিষ্ঠান গুলোও ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) এর খলিফাগণ এবং তাদের সম মতালম্বী সুহৃদগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) র খলিফাগণ শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না বরং পবিত্র আরবদেশেও তাঁর প্রায় বত্রিশজন খলিফা ছিলেন। তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ ঃ-

সাইয়্যিদ আব্দুল হাই ফার্সী মরক্কোবাসী, শায়খ হুসাইন জামাল মক্কী, শায়খ সালেহ্ কামাল মক্কী (ওফাত ১৯০৭) সাইয়্যিদ ইসমাইল খলিল মক্কী (ওফাত ১৯১৯ ইং), সায়্যিদ মোস্তফা খলিল মক্কী, (ওফাত ১৯২০ইং), সাইয়্যিদ আবুবকর সালিস, শায়খ মুহাম্মদ উসমান দাহলান, শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ, শায়খ জিয়াউদ্দিন আহমদ মাদানী প্রমুখ বুজুর্গ ব্যক্তিগণ। (আল ইজাযাতুল মতীনা)

ভারতীয় উপমহাদেশে ও ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রাঃ) র বিপুল সংখ্যক খলিফা ছিলেন। তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ-

১) ছাহেব জাদা হামিদ রেজা খান (ওফাত ১৯৪৩ইং)
২) সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আব্দুস ছালাম (ওফাত ১৯৪৪ইং)
৩) আল্লামা জাফরুদ্দিন বিহারী (ওফাত ১৯৬২ইং)
৪) ছদরুল আফাজিল সাইয়্যিদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (ওফাত ১৯৪৮ইং)
৫) আল্লামা মুফতি আমজদ আলী আজমী (ওফাত ১৯৪৮)
৬) আল্লামা মুফতিয়ে হিন্দু মোস্তফা রেজা খাঁন (রাঃ)
৭) সাইয়্যিদ আহমদ আশরাফ গীলানী (ওফাত ১৯২৫ইং)
৮) মুহাম্মদ দিদার আলী আনোয়ারী (ওফাত ১৯৩৩ ইং)
(মাকালাত ৩য় খন্ড ১৬-৩২ পৃষ্ঠা)

উল্লেখ্য যে, পীরে তরিকত আল্লামা শেখ আব্দুল করিম সিরাজ নগরী সাহেবের এলমে হাদিস, তরিকতের সনদ ও এযাযত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভীর (রাঃ) খলিফাগণ থেকেই প্রাপ্ত।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী (১৯২১ সনে) জুমার দিনে বিকাল ২.৩৮ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। প্রকাশ থাকে যে, ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে তাঁর ছাহেব জাদা ও খলিফাগণ দ্বারা যে, অন্তিম উপদেশ নামা প্রনয়ণ করায়ে ছিলেন, তা "ওছায়া শরীফ" নামে পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়।

প্রাজ্ঞ ইসলামী সুপন্ডিত ফকীহ ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রাঃ) এর রচিত অসংখ্য গ্রন্থাবলী রয়েছে। যা ইসলামী জ্ঞান চর্চায় সবিশেষ ভূমিকা রাখছে। তাঁর গ্রন্থাদি উর্দু, ফারসি ও আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় তা বাংলাভাষী মুসলিম সমাজে ব্যাপকহারে পরিচিত লাভ করেনি। বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এমন ক্ষুরধার লেখনী বাংলায় অনুবাদ করে সকলের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা সময়ের দাবী। আশাকরি দক্ষ অনুবাদকবৃন্দ এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসা

প্রতিষ্ঠা ও তার ইতিকথা

প্রতিষ্ঠাতা ঃ অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

সংকলনে ঃ হাফিজ মাওলানা কারী তালিবুদ্দিন

সভাপতি- আঞ্জুমানে ছালেকীন ইউ,কে

ইসলামের মহান সাধক পুরুষ হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রাঃ) ও তার সাথী ৩৬০ আউলিয়ার পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত ও বাংলাদেশের অধ্যাত্মিক রাজধানী বলে খ্যাত বৃহত্তর সিলেটের মধ্যস্থিত প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের এক নীরব নিভৃত পল্লী সিরাজনগর। এখানে গড়ে উঠেছে কালজয়ী মতাদর্শ ইসলামের সঠিক ও সরল পন্থা তথা সুন্নি মতাদর্শের যুগ শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া সুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসা। যার নিরলস ও অকৃপন শ্রম ও অর্থ উৎসর্গের বিনিময়ে এ মহান কৃর্তিটি ঈমানদার মুসলিমদের সবচেয়ে আকাঙ্খা ও ভালবাসার বস্তুতে পরিণত হয়েছে তিনি হলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা ও হুজুর ছুন্নীয়তের অপোষহীন ব্যক্তিত্ব হযরত মাওঃ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মাঃ জিঃ আঃ)। সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় অবিচল দৃঢ় চেতা ও পুষ্পের ন্যায় অনন্য চরিত্রের অধিকারী এ মহান ব্যক্তিত্ব উত্তরাধিকার সূত্রেই মূলত প্রাপ্ত হয়েছেন এমনিতর বৈশিষ্ট।

হুজুর কেবলার আব্বাজান আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ ছিলেন একনিষ্ঠ খোদা ভীরু ধার্মিক ব্যক্তি। ইসালামের অনুশাসনে আল্লাহ ও রাছুল পাকের (দঃ) সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। নশ্বর ধরার পার্থিব লোভ ছিল না- ছিল পরকালে পুণ্যবানদের সঙ্গী হবার প্রবল আকাঙ্খা, অবসর পেলেই নিমগ্ন হয়ে যেতেন প্রভুর আরাধনায়। কখনো কখনো তন্ময়তার মধ্যে ডুবে থাকতেন আল্লাহ ও নবীর (দঃ) প্রেমের সরোবরে। জীবনে

বহুবার রাছুলে পাকের (দঃ) দিদাল লাভে ধন্য হয়েছেন এ ক্ষণ জন্মা মহাত্মা। হুজুর কিবলা সবে মাত্র কামিল পাশ করে গৃহে ফিরেছেন। আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ স্নেহের সন্তানকে পাশে বসিয়ে বললেন "বাবা কামিল পাশ করেছ, আমি খুব খুশী হয়েছি। আল্লাহ্ পাকের দরবারে কামনা করি- তিনি যেন তোমাকে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দেবার ক্ষমতা দেন। বাবা, যদি আল্লাহ ও রাছুলে পাকের সন্তুষ্টি চাও- তবে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করো। সরকারী, বেসরকারী কোন স্কুল কলেজে না যেয়ে বরং মাদ্রাসা ও দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত থেকো। আল্লাহ পাক তোমাকে সাহায্য করবেন।

পিতার অমর উপদেশ বাণী সন্তানের হৃদয় মর্মে মঙ্গল ধ্বনী হয়ে বাজলো। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজ থেকে শিক্ষকতার পেশা পালনের আহ্বান আসতে লাগলো। কিন্তু হুজুর কেবলা পিতার উপদেশ পালনে মরণ পণ অবিচল ও অনঢ়। ভাগ্যের আকাশে দেখা গেল সেতারায়ে জুহুরা। পিতার উপদেশ পালনে তিনি হবিগঞ্জ জেলার ছালেহাবাদ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। প্রায় ৮ মাস পরে ১৯৬৯ ইং সনের ২২শে এপ্রিল হুজুর কেবলা মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মনোনীত হন এবং ঐতিহ্যবাহী দেওয়ানী জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হুজুর কেবলার মরহুম আব্বাজানের একান্ত ইচ্ছা ছিল একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার। সে মর্মে হুজুর কেবলা কামিল পাশ করে গৃহে ফিরে আসার পরে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান পূর্বক দু কেয়ার (৬০ শতক) জমি হুজুর কেবলার নামে রেজিষ্টারী করে দিলেন। ১৯৭১ইং সালের স্বাধীনতার কিছু কাল পূর্বে ১৯শে ফেব্রুয়ারী হুজুর কেবলার আব্বাজান আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ সাহেব ইহধাম ত্যাগ করেন।

হুজুর কেবলা তখন মৌলভীবাজার মাদ্রাসার শিক্ষক ও দেওয়ানী মসজিদের খতীব ছিলেন। ১৯৭৪ ইং সালে একদা ঘুমের ঘোরে হুজুর কেবলা স্বপ্নে দেখেন- উনার মরহুম পিতা আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ বাড়ীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

সামনে (যে জায়গা টুকু তিনি হুজুর কেবলার নামে রেজিষ্টারী করে দিয়েছিলেন সে জায়গাতে) প্রায় ১৫০ হাত লম্বা একটি দালানের একতলার উপর ছড়ি হাতে (হাতের লাঠি) নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দালানের দু'তলার অস্পূর্ণ কাজ করাচ্ছেন। অপর পাশে প্রায় সম পরিমাণ আরেকটি দালান যা শুধু মাত্র ভিটা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হুজুর কেবলা জিজ্ঞাসা করলেন- "আব্বাজান এটা কি?" জবাবে তিনি বললেন- "একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান," হুজুর কেবলা আবার প্রশ্ন করলেন- এত বড় কাজ কি ভাবে হবে। জবাবে তিনি বললেন, "কাজ করে যাও- আল্লাহর মর্জিতে শেষ হবে।"

পরক্ষণেই হুজুর কেবলার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরের দিন সকালে হুজুর উনার প্রিয় ছাত্র (বর্তমানে মাদ্রাসার শিক্ষক) মৌলভী কারী আব্দুল গফুর সাহেবের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানিয়ে বললেন- আব্বাজান কেবলার হুকুম হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ মাদ্রাসা হয়ে যাবে।

মরহুম পিতার চিরন্তন আকাংখা ও স্বপ্নাদেশ পূরণের নিমিত্তে ১৯৭৬ ইং সালের ৩০শে ফেব্রুয়ারী তিনি মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ও দেওয়ানী মসজিদের খতীবের দ্বায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তড়িৎ গতিতে আব্বাজানের স্বপ্নাদেশ পূরণে ১৯৭৬ইং সালের ১লা মার্চ তারিখে বাড়ীর সামনে (পিতার দেওয়া রেজিঃকৃত জমি যেখানে স্বপ্নে পিতাকে মাদ্রাসার কাজ করাতে দেখা গিয়েছিল সেখানে) সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

সিরাজনগরের আকাশে উদিত হলো চির কাংখিত মঙ্গল রবি। দিগন্ত বিদারী উঠলো আনন্দের হর্ষ ধ্বনি। প্রাণে প্রাণে জাগলো সাড়া। তমসাচ্ছন্ন এলাকাবাসীর হৃদয় মন্দিরে জ্বলে উঠলো ধর্মের সিরাজ। কবির ভাষায় বলতে হয়-

দেখিনু যে মঙ্গল করোটি এত দিবসকাল দুটি নয়নে,
(তব মহাত্মে ধুলির ধরা আলোক হল তার আগমনে।)

সত্যিই এ পল্লির বুকে এমন একটি শিক্ষাঙ্গন সাধারণ মানুষের প্রাণে একটি

চির বিস্ময়। মনে হলো কেহ যেন নরকের সব আবর্জনা পরিস্কার করে ছায়া ঢাকা মায়া ভরা, চির সবুজ আচ্ছাদিত সিরাজ নগরকে করে দিল এক সৌরভময় স্বর্গ উদ্যানে।

মানুষ অভিলাষের মোহে অনেক কিছু করে। কিন্তু এ সিরাজ নগর মাদ্রাসার স্থাপন কোন অভীলাষ নয় বরং এটা ছিল সুন্নী মুসলমানদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার একটি বাস্তব পদক্ষেপ। হুজুর কেবলার মুরিদান সহ এলাকার মুসলমানগণ মাদ্রাসাটির উন্নতির জন্য দীপ্ত অঙ্গীকারে এগিয়ে আসেন। মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপনের পর হুজুর কেবলার প্রতিবেশী জনাব আছকির মিয়া সাহেব ভিটার মাটি ভরাটের জন্য অর্থ প্রদান করেন এবং উনার এই অর্থ দিয়েই মাদ্রাসা ভিটের মাটি ভরাট করা হয়। মাটি ভরাটের কাজ সমাপ্ত হবার পরে হুজুর কেবলার পুণ্যময়ী মাতা মোছাম্মৎ আজমতুন্নেছা উনার নিজের জায়গা বিক্রি করে মাদ্রাসা ঘর নির্মাণের অর্থ প্রদান করেন। যা ছিল বদান্যতার এক যুগান্তকারী স্মরণীয় স্মৃতি। নিরলস প্রচেষ্টার পরে গড়ে উঠে একটি তৃণ কুটির। শুরু হয় মাদ্রাসার রীতিমত ক্লাশ। দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞান পিপাসু ছাত্র-ছাত্রী আসতে শুরু করলো। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এত বেশী ছাত্র-ছাত্রী জমায়েত হলো যে, স্থানের সংকুলান না হওয়ায় হুজুর কেবলার বৈঠকখানাতে (বাংলা ঘরে) মাদ্রাসার ক্লাশ চালু করতে হলো। কথায় আছে, মধুর আশায় মৌমাছি নাকি সুদূর উদয় পুরে জঙ্গলেও যায়। কথাটির সত্যতা প্রামণিত হলো। হুজুর কেবলার বৈঠক খানাতেও ছাত্র-ছাত্রী সংকুলান না হওয়ায় বাড়ির বাহিরে গাছের নীচেও ক্লাশ শুরু করতে হলো। হুজুর কেবলা নিজে সর্বক্ষণ পাঠদানসহ মাদ্রাসা তদারকিতে থাকেন। সেদিনের সেই তৃণ কুটিরের মাদ্রাসা আজ এক নগরীর রূপ লাভ করেছে। যা শুধু বিস্ময় নয় বরং এক নজীরবিহীন ইতিহাস। হুজুর কেবলার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ সিরাজনগর দরবার শরীফকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ও কমপ্লেক্স-এর আওতায় রয়েছে খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স।

উক্ত কমপ্লেক্সকে যুগপোযোগী শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র গড়ার নিমিত্তে আল্লামা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছাহেব কিবলা সিরাজ নগরীর সহধর্মিনী সৈয়দা তৈয়বা খাতুন, গাউছিয়া খাজা গরিবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স সিরাজনগর নামে এতিম নিবাসীদের স্থায়ী আবাস স্থলের জন্য বিগত ০৮/১২/৯৮ ইং তারিখে ৩০ (ত্রিশ) শতক জমি ওয়াক্ফ করে দেন।

অতপর এতেও এতিম নিবাসীদের সংকুলান হবে না ভেবে বিগত ০২/০১ ২০০০ইং তারিখে পূর্বের ওয়াক্ফকৃত ভূমির সংলগ্নে এতিম নিবাসীদের স্থায়ী আবাসের জন্য আরও ৩০ (ত্রিশ) শতক ভূমি, হুজুর কেবলা ও সৈয়দা তৈয়বা খাতুন উভয়ে ওয়াক্ফ করে দিয়ে এতিমদের প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন তা সত্যিই বদান্যতার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এতে আল্লাহ ও তাঁর হাবীব (দঃ) খুশী হয়েছেন আমাদের বিশ্বাস। আরও রয়েছে গাউছিয়া দেওয়ানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা। গাউছুল আজম জামে মসজিদের কাজ তুমুল গতিতে চলছে। যার বাজেট প্রায় ৭০ (সত্তর লক্ষ) টাকা।

তাছাড়া প্রতি রমজান মাসে চালু হয় গাউছিয়া দারুল কেরাত, ছুন্নী উলামা প্রশিক্ষণ, ইলমে নাহু-ছরফ প্রশিক্ষণ, ইমাম ও মুয়াল্লিম ট্রেনিং সহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম।

ছাত্রাবাস ও বিরাট লাইব্রেরী (পাঠাগার)

মাদ্রাসার পাঠাগার আরেক বিস্ময়। মাদ্রাসার এ কুতুব খানায় রয়েছে ৩৩ খানা নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য তাফছির সহ ইলমে কালাম, ইলমে ফিকাহ, ইলমে হাদিস, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অগণিত গ্রন্থের সমাহার। যে সমস্ত কিতাব বা গ্রন্থ দেশের অন্য কোন কুতুব খানায় প্রায় দুষ্প্রাপ্য সে সমস্ত কিতাব এ কুতুব খানায় রক্ষিত আছে। ১৯৭৬ইং সালের সেই নবীন মাদ্রাসাটি আজ এলাকার প্রবীণ মাদ্রাসা রূপে পরিগণিত। ইবতেদায়ী ১ম শ্রেণী থেকে ফাজিল শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে অনেক ছাত্র/ছাত্রী।

যাদের আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতায় মাদ্রাসাটি উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছে তাদেরকে আজ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়। যাদের অবিস্মৃত অবদানে সিরাজনগর মাদ্রাসা নতুন রূপ লাভ করেছে তাদের মধ্যে

জনাব আমির বক্স সাহেব, মৌলভীবাজার, জনাব ফাত্তাহ আহমদ চৌধুরী সাহেব, শ্রীমঙ্গল, জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (হারুণ) সাহেব, শ্রীমঙ্গল, জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব, শ্রীমঙ্গল, জনাব ছুরুক মিয়া সাহেব, উত্তর মুলাইম, মৌলভীবাজার, জনাব আলহাজ্ব আতাউর রহমান সাহেব, উত্তর মুলাইম, মৌলভীবাজার, জনাব আশিকুর রহমান সাহেব, কচুয়া, বড় কাপন, মৌলভীবাজার, জনাব আব্দুল হালিম সাহেব, সাজিউড়ি, ইটাসিং কাপন, মৌলভীবাজার, জনাব মোহাম্মদ কাপ্তান মিয়া সাহেব, মারকোনা (মহালদার বাড়ী), মৌলভীবাজার, জনাব মোহাম্মদ আনফরুল ইসলাম সাহেব, মল্লিক শরাই, মৌলভীবাজার, জনাব ফজলুর রহমান সাহেব, ইটা সিং কাপন, মৌলভীবাজর, জনাব বখশি সুলাইমান সাহেব, উলুয়াইল, মৌলভীবাজার, জনাব মাওলানা হাফিজ তালিব উদ্দিন সাহেব, নবীগঞ্জ, জনাব সৈয়দ আব্দুর রউফ সাহেব, বালাগঞ্জ, সিলেট, জনাব আব্দুল মন্নাফ সাহেব, সোনাপুর, বালাগঞ্জ, আলহাজ্ব আব্দুল মুছাব্বির সাহেব, বাবরকপুর, বালাগঞ্জ, জনাব হাজী মনছুর আলম সাহেব, কুলাউড়া, হাজী আব্দুল মন্নান সাহেব জগন্নাথপুর, জনাব মরহুম এ. কে. শামছুল আলম (ইয়াওর মিয়া) সাহেব, উত্তর মুলাইম, মৌলভীবাজার, জনাব সৈয়দ আবু আহমদ সাহেব, দরগা মহল্লা, মৌলভীবাজার, আলহাজ্ব ছুরুক মিয়া (সুন্দি মিয়া), নয়ানশ্রী, আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন কদমহাটা, মৌলভীবাজার, আলহাজ্ব মাহতাব উদ্দিন ও মোছাম্মৎ আয়েশা বেগম, সুবিদ বাজার, সিলেট, আলহাজ্ব নেছার আহমদ সাহেব, ইসলামপুর, মৌলভীবাজার, মোহাম্মদ মোতাহের হোসেন, রাউৎগাঁও, মৌলভীবাজার, আলহাজ্ব মকছুদ মিয়া ও চৌধুরী লুৎফুন্নেছা বেগম, কনকপুর, মৌলভীবাজার , আলহাজ্ব কুতুব আলী ও মোছাম্মৎ জেলি বেগম, খাসারী পাড়া, বিয়ানীবাজার, মোহাম্মদ ছাইফুর রহমান খাঁন শফিক (জগন্নাথপুর), আলহাজ্ব আয়বুর রহমান, বাড়ন্তি, মৌলভীবাজার, আলহাজ্ব বদরুজ্জামান, মল্লিক শরাই, মৌলভীবাজার, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মালিক (মিয়া ধন মিয়া), মৌলভীবাজার, নাজিম আহমদ, কন্ট্রাক্টার, মৌলভীবাজার, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বেগমপুর, বালাগঞ্জ,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলহাজ্ব ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মৌলভীবাজার, ডাঃ শাহ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সৈয়াদপুর, মৌলভীবাজার, মরহুম মনছুর আলী, ভাইস চেয়ারম্যান, সিরাজনগর, মরহুম ছজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, সিরাজনগর, মরহুম মাষ্টার আব্দুর রহিম সাহেব, সিরাজনগর, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম খাঁন সাহেব, সিরাজনগর, মোহাম্মদ আব্দুল হেকিম, মেম্বার, লামা লামুয়া, মোহাম্মদ আব্দুল মঈন, সিকন্দরপুর, সিলেট, মোহাম্মদ দবির মিয়া, সিকন্দরপুর, সিলেট, মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, নিজ মান্দারুকা, সিলেট, মোহাম্মদ আব্দুল মুছাব্বির, তাজপুর, সিলেট, মরহুম আলহাজ্ব খয়রু মিয়া, দিগলবাগ, জগন্নাথপুর, শাহ্ মোঃ মইনুল ইসলাম, সিরাজনগর, মোঃ আব্দুছ সালাম, মেম্বার, রাজাপুর, ইঞ্জিঃ নাজির আহমদ চৌধুরী, পূর্বাশা আ/এ, শ্রীমঙ্গল, ডাঃ সৈয়দ আব্দুল বাছিত, মৌলভীবাজার, মাওঃ ফজলুল হক, ভূগলী, বাহুবল, মোঃ আব্দুর রহমান (লেবু মিয়া), মল্লিক শরাই, মৌলভীবাজার, মোঃ আলকাছ মিয়া, পাঠানটুলা, সিলেট, মোঃ হাছন আলী, কালাপুর, শ্রীমঙ্গল।

এছাড়াও এলাকাবাসী ধর্ম প্রাণ খোদাভীরু ছুন্নী মুসলমানদের সার্বিক সহযোগিতার অবদান চির স্মরণীয়। মানুষ মরে যায়, কিন্তু থেকে যায় তার কর্মের ইতিহাস। এ ইতিহাস ধরেই ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদেরকে স্মরণ করে যুগ যুগ ধরে। সিরাজনগর মাদ্রাসা যতদিন থাকবে, ততদিন ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় থাকবেন-এ মাদ্রাসার সাহায্যকারী ও শুভাকাঙ্খী ছুন্নী মুসলমান।

সারাদেশে যখন বাতেলের কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ব্যাঙের ছাতার ন্যায় ঠিক আছে যেখানে সেখানে গড়ে উঠেছে খারেজী মাদ্রাসা, ছুন্নি মুসলমানদের প্রাণে যখন বই ছিল হতাশার ঝড়, কচি কচি ছুন্নী ছেলে-মেয়েদের মন যখন বাম পন্থী আর বাতিল পন্থীদের শিক্ষায় হয়েছিল বিষাক্ত, সেই মুহূর্তে একটি খাঁটি ছুন্নী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ছিল হুজুর কেবলার সময় উপযোগী একটি বাস্তব পদক্ষেপ।

আজ যখন মাদ্রাসায় বেজে উঠে ক্লাশের ঘন্টা, ছুন্নী মুসলমানদের প্রাণে

বাজে ঈমানী আনন্দের শানাই। চারদিক থেকে নানা রংয়ের পোষাকে সজ্জিত ছেলে-মেয়েরা দলে দলে আগমন করে মাদ্রাসায়। অগণিত কচি-কোমল চঞ্চল প্রাণের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠে সিরাজনগরের আকাশ বাতাস। আল্লাহ ও রাছুল পাকে (দঃ) অবিস্মৃত মধুময় বাণীতে রবে আন্দোলিতহয় সাধারণ মুসলমানদের মন প্রাণ। উদাস সমিরণে ভেসে যায় অগণিত কণ্ঠের মধুরবানী। শান বাঁধানো পুকুর ঘাট, নয়নাভিরাম বৃক্ষ রাজী আর অগণিত কুসুমের শোভা সুরভীতে যে কোন আগন্তকের প্রাণ হয়ে উঠে চঞ্চল, বিমোহিত। ছুটির ঘন্টা বাজলে যখন ছাত্র/ছাত্রী অশান্ত প্রাণে চলে গৃহাভিমুখে, সে দৃশ্য দেখে কে না বলবে যে, আকাশ হতে কবে পড়েছে নক্ষত্র রাজী। দিগ-দিগন্ত কাপিয়ে আল্লাহর হাম্‌দ আর রাসুলে পাকের (দঃ) নাত গেয়ে ছেলে-মেয়েরা ফিরে যায় আপন নীড়ে। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ পৃথিবীর শেষ সীমা রেখা পর্যন্ত সুন্নীয়ত তথা ইসলামের বাণী প্রচারের দৃঢ় অঙ্গিকারে এ মাদ্রাসা থেকে গড়ে উঠেছে অগণিত দ্বীনদার হক্কানী আলেম। আল্লাহ্ ও রাছুলে পাকের (দঃ) সন্তুষ্টিই যাদের কাম্য।

হুজুর কেবলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও শ্রমের বিনিময়ে ধর্ম প্রাণ ছুন্নী মুসলমানদের সর্বময় সহযোগিতায় মাদ্রাসাটি আলেম (আই.এ) শ্রেণী পর্যন্ত সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়েছে ও ফাজিল (বি.এ) অনুমতি লাভ করেছে। হুজুর কেবলার চিন্তাধারা মাদ্রাসাটিকে কিছু দিনের মধ্যে কামিল (এম.এ) পর্যন্ত বাস্তবায়ণ করা এবং তদসঙ্গে হাদিস, তাফছির, ফেকাহ্, আদব সহ সর্বোচ্চ ইসলামী গবেষণাগার চালু করা। যাতে করে উক্ত মাদ্রাসা একটি পুরিপূর্ণ ছুন্নীয়তের মার্কাজে (কেন্দ্রে) পরিণত হয়।

আল্লামা সিরাজ নগরীর এ মহান স্মৃতি শুধু ছুন্নীয়তের ইতিহাসে নয় বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এক মহা-দিগন্তের অবতারণা করবে বলেই আমরা বিশ্বাসী। হুজুর কেবলার দক্ষ তত্বাবধানে নির্ভীক শিক্ষক মন্ডলীর নিরলস প্রচেষ্টায় ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীগণ প্রতি বছরই ছিনিয়ে আনছে শিক্ষা সংস্কৃতির বিজয়ের মাল্য। অপরাজিত বিজয়ের গৌরবে চির গৌরবান্বিত সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসা। কথায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

আছে পরশের ছোঁয়ায় লোহাও সোনায় পরিণত হয়। সত্যিই আল্লামা সিরাজনগরীর পরশ পাথর সম স্পর্শে পথের পাথর কনাও যেন হিরায় পরিণত হয়েছে। প্রতিভা বিকাশের এক অন্যতম প্রতিষ্ঠান এ সিরাজনগর মাদ্রাসায় শুধু পারলৌকিক শিক্ষাই নয় জাগতিক কর্মকান্ডেও একটি দক্ষ জাতি গড়ে তোলার সুনির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এ মাদ্রাসা। ছাত্র/ছাত্রীদের সর্ব প্রকার সুযোগ-সুবিধা অভাব অভিযোগ পূরণে হুজুর কেবলা সর্বক্ষণ সচেতন। শেষরাতে যখন হেফ্জ খানা হতে ভেসে আসে অগণিত কণ্ঠে কোরআন পাঠের সুমধুর সুর লহরী তখন কার সাধ্য এ মধুর বাণী শ্রবণের পর শয়নে থাকে। প্রতিদিন যুহরের নামাজান্তে ছাত্র/শিক্ষক সমবেতহয়ে পাঠ করেন অতি বরকতময় খতমে খাজেগান, দোয়া করা হয় দেশ-জাতি তথা ছুন্নী মুসলমান ও এ মাদ্রাসার ছাত্র/শিক্ষক শুভাকাঙ্খী সবার জন্য।

এ অপূর্ব দৃশ্য থেকে কার মন ফিরে যাবে ঘরে। যদি বিশ্ব পর্যটকগণ কখনো দেখতে আসে দেখবে আল্লামা সিরাজনগরীর অবিনশ্বর এ সৃষ্টি শৈলী। মন জুড়িয়ে যাবে মাদ্রাসার সুন্দর সাবলিল, স্বচ্ছ-সবুজ, কোমল পরিবেশে। প্রান্ত থেকে প্রান্ত ছুয়ে ধ্বনিত হবে এ মহা মনীষীর অমর কার্যধারার প্রশংসা ধ্বনী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া সুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসা
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, সিলেট।

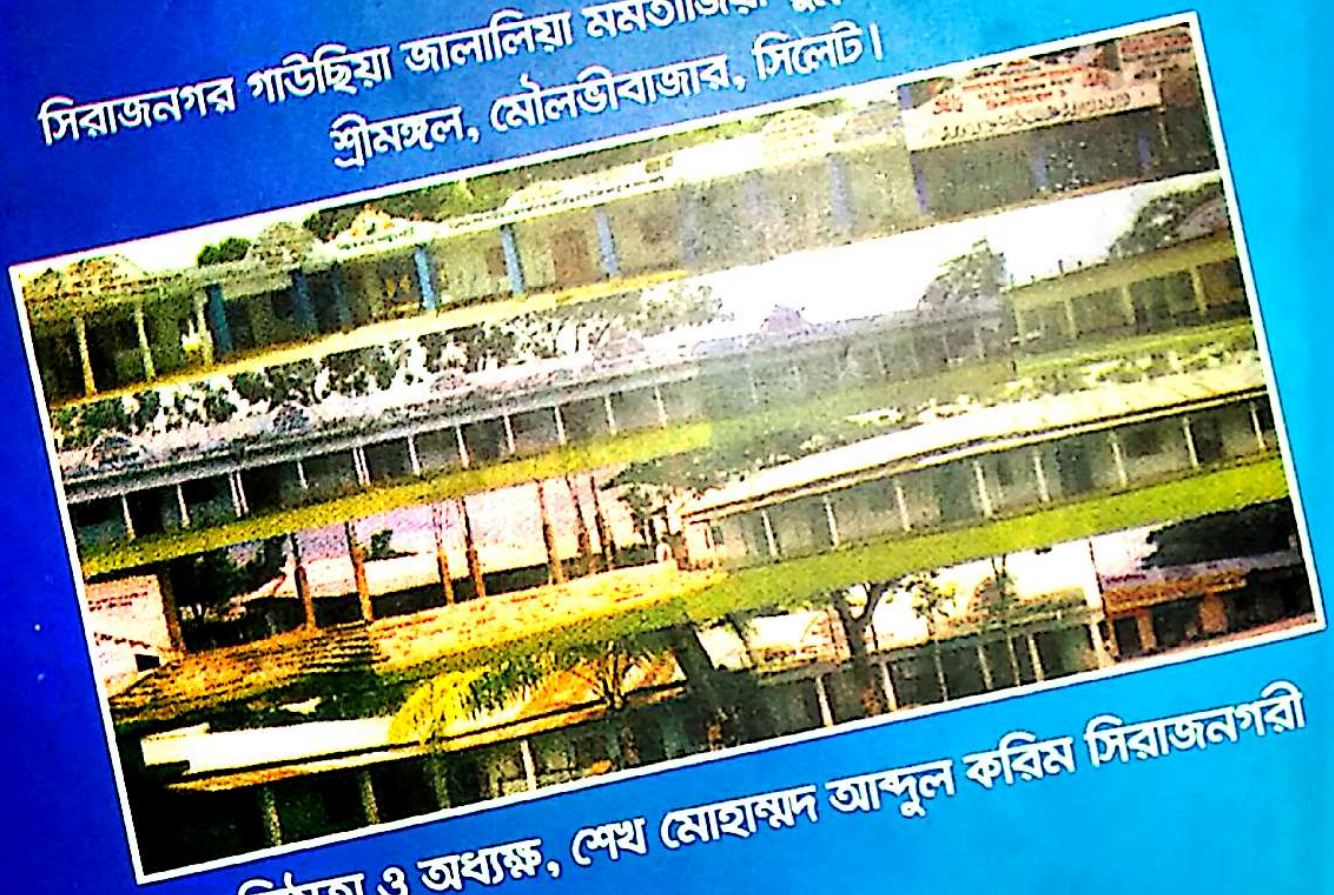

প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশনায় ঃ
জাগরণ প্রকাশনী চট্টগ্রাম
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬